গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Platforms for Dialogue

পিফরডি প্রকল্পের নির্বাচিত সুশীল সমাজ সংগঠনের কার্যক্রম ও সাফল্য

Activities for Success: Civil Society Organisations Support Community Development with Social Accountability Tools

Platforms for Dialogue

BRITISH COUNCIL

Funded by the European Union

p4d

BRITISH COUNCIL
Funded by the European Union
মাদক বিরোধী র‍্যালি ও সমাবেশ
গোপালগঞ্জ জেলা

GRS
p4d
Platforms for Dialogue

p4d
Platforms for Dialogue

TABLE OF
CONTENTS

About Platforms For Dialogue (P4D) 01

Bagerhat
- Chaltya Shekha 05
- Nabarun Sangha 07
- Joare Bangladesh 09

Bandarban
- Hafezghuna Samaj Kollyan Parishad 13
- Little Star Club 15
- Kyamolong Para Jubo Samabay Samity (KPJS) 17

Brahmanbaria
- Upalobdi Somajkallyan Samiti 21
- Berhtala Meghna Somajkallyan Samiti 23
- Mitali Somajkallyan Samiti 25

Feni
- Jui Society 29
- Chadpur Sarbik Gram Unnaon Somobay Somity Ltd. 31
- Tarun Sangha 33

Gaibandha
- Polli Somaj Nari Unnayan Sangathan 37
- Boali Young Sporting Club 39
- Social Projection Committee (SPC) 41

Gopalganj
- Golabaria Jubo Sangho 45
- Sammiloni Jubo Sangho 47
- Ulpur Jubo Kallan Porishad 49

Jamalpur
- HR Khan Smriti Sangha 53
- Emdad Al-Amin Tarun Shangathan 55
- Unique Welfare Organisation 57

Jessore
- Bibekananda Juba Sangha 61
- Dumurtala Naba Jagoron Sangha 63
- Pally Welfare Association 65

Kishoreganj
- Agradut Mahila Unnayan Samity 69
- Meghborshon Samaj Kallayan Shangstha 71
- Isha Kha Samaj Kallayan Samity 73

Kushtia
- Shobar Shathe Shikhbo 77
- Sunmoon Club and Library 79
- United Club and Library 81

Moulvibazar
- Sristi Somajkallyan Samiti 85
- Somaj Pragoti Sangstha 87
- MAC Bangladesh 89

Munshiganj
- Friends Association of Malkhanagar 93
- Kalarayerchar Polli Samaj 95
- Jagarani Juba Sangha 97

Natore
- Chalantika Gono Pathagar 101
- Shopno Shomaj Unnoyon Shongstha 103
- Uttara Unnayon Sangstha 105

Netrokona
- Mitali Samaj Kalyan Club 109
- Sharif Ekados Krira o Shangskritik Club 111
- Mahila Adhikar Mission 113

Nilphamari
- Gramin Unnayon Sanghstha 117
- Magura Shadhin Bangla Jubo Krira Chakkro 119
- Shromokalyan Jubo Pathagar 121

Pabna
- Prokash Manabik Unnayan Sangstha 125
- Odhekar Samaj Kalyan Sangstha 127
- Vorer Alo Sonchoy O Rindan Somobay Samity Ltd 129

Panchagarh
- Aima Jhulai New Star Club 133
- Paraspor 135
- Zia Bari Integrated Crop Management Farmer Organization 137

Patuakhali
- People's Association for Social Advancement 141
- Suktara Mohila Songstha 143
- Adarsha Manab Seba Sangstha 145

Pirojpur
- Pirojpur Gono Unnayan Samity 149
- People's Development Foundation 151
- Bondhon Samaj Kallyan Sangstha 153

Rajshahi
- Ashar Prodip 157
- Bosti Unnayan O Kormi Sangstha 159
- Bachar Asha Sangskritik Sangathan 161

Sunamganj
- Esho Kaj Kori Mahila Unnayan Samiti 165
- Batachaya Somajkallyan Samiti 167
- Bishwambharpur Rural Development Society 169

সূচিপত্র

প্ল্যাটফর্মস ফর ডায়লগ (পিফরডি) ০১

বাগেরহাট
- চলতে শেখা ০৬
- নবারুণ সংঘ ০৮
- জোয়ারে বাংলাদেশ ১০

বান্দরবান
- হাফেজঘুনা সমাজ কল্যাণ পরিষদ ১৪
- লিটল স্টার ক্লাব ১৬
- ক্যামলং পাড়া যুব সমবায় সমিতি (কেপিজেএস) ১৮

ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- উপলব্ধি সমাজকল্যাণ সমিতি ২২
- বেড়তলা মেঘনা সমাজকল্যাণ সমিতি ২৪
- মিতালী সমাজকল্যাণ সমিতি ২৬

ফেনী
- জুঁই সোসাইটি ৩০
- চাঁদপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ৩২
- তরুণ সংঘ ৩৪

গাইবান্ধা
- পল্লী সমাজ নারী উন্নয়ন সংগঠন ৩৮
- বোয়ালি ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাব ৪০
- সোশ্যাল প্রোজেকশন কমিটি (এসপিসি) ৪২

গোপালগঞ্জ
- গোলাবাড়িয়া যুবসংঘ ৪৬
- সম্মিলনী যুবসংঘ ৪৮
- উলপুর যুব কল্যাণ পরিষদ ৫০

জামালপুর
- এইচ আর খান স্মৃতি সংঘ ৫৪
- এমদাদ আল আমিন তরুণ সংগঠন ৫৬
- ইউনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ৫৮

যশোর
- বিবেকানন্দ যুব সংঘ ৬২
- ডুমুরতলা নব জাগরণ সংঘ ৬৪
- পল্লী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ৬৬

কিশোরগঞ্জ
- অগ্রদূত মহিলা উন্নয়ন সমিতি ৭০
- মেঘবর্ষণ সমাজ কল্যাণ সংস্থা ৭২
- ঈশা খাঁ সমাজকল্যাণ সমিতি ৭৪

কুষ্টিয়া
- সবার সাথে শিখবো ৭৮
- সানমুন ক্লাব ও পাঠাগার ৮০
- ইউনাইটেড ক্লাব ও পাঠাগার ৮২

মৌলভীবাজার
- সৃষ্টি সমাজকল্যাণ সমিতি ৮৬
- সমাজ প্রগতি সংস্থা ৮৮
- ম্যাক বাংলাদেশ ৯০

মুন্সিগঞ্জ
- মালখাঁনগর ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন ৯৪
- কালারায়েরচর পল্লী সমাজ ৯৬
- জাগরণী যুব সংঘ ৯৮

নাটোর
- চলন্তিকা গণ পাঠাগার ১০২
- স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১০৪
- উত্তরা উন্নয়ন সংস্থা ১০৬

নেত্রকোনা
- মিতালী সমাজ কল্যাণ ক্লাব ১১০
- শরীফ একাদশ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাব ১১২
- মহিলা অধিকার মিশন ১১৪

নীলফামারী
- গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা ১১৮
- মাগুরা স্বাধীন বাংলা যুব ক্রীড়া চক্র ১২০
- শ্রমকল্যাণ যুব পাঠাগার ১২২

পাবনা
- প্রকাশ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা ১২৬
- অধিকার সমাজ কল্যাণ সংস্থা ১২৮
- ভোরের আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড ১৩০

পঞ্চগড়
- আইমা ঝুলাই নিউস্টার ক্লাব ১৩৪
- পরস্পর ১৩৬
- জিয়া বারি ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট ফার্মার অর্গানাইজেশন ১৩৮

পটুয়াখালী
- পিপল'স অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ১৪২
- শুকতারা মহিলা সংস্থা ১৪৪
- আদর্শ মানবসেবা সংঘ ১৪৬

পিরোজপুর
- পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি ১৫০
- পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ১৫২
- বন্ধন সমাজকল্যাণ সংস্থা ১৫৪

রাজশাহী
- আশার প্রদীপ ১৫৮
- বস্তি উন্নয়ন ও কর্মী সংস্থা ১৬০
- বাঁচার আশা সাংস্কৃতিক সংগঠন ১৬২

সুনামগঞ্জ
- এসো কাজ করি মহিলা উন্নয়ন সমিতি ১৬৬
- বটছায়া সমাজকল্যাণ সমিতি ১৬৮
- বিশ্বম্ভরপুর রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ১৭০

ABOUT

PLATFORMS FOR DIALOGUE (P4D)

The Cabinet Division's Platforms for Dialogue (P4D) project is being implemented through the British Council with financial support from the European Union. P4D is working to promote a more enabling environment for effective engagement and participation of citizens and civil society in decision making and oversight on all levels. To that end, it is essential to bring together civil society actors and build their capacity to articulate and represent citizens' interests, act as a catalyst for democratic participation, and effectively raise awareness in the project communities on the uses of social accountability tools, including the Citizen's Charter (CC), Right to Information (RTI), Grievance Redress System (GRS), and National Integrity Strategy (NIS).

P4D works in close partnership with government organisations, civil society organisations, and national institutions to promote the use of social accountability tools for government officials, community leaders, and citizens. Our goal is to provide a platform where all can communicate effectively and have their voices heard.

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS (CSOs) IN ENSURING SOCIAL ACCOUNTABILITY

To achieve P4D's objective of establishing meaningful collaboration between communities and local government, the project has provided selected grassroots Civil Society Organisations at Union, Upazila, and District levels with trainings and facilities to engage in meaningful discussions on social accountability.

P4D has actively partnered with 63 CSOs throughout 21 project districts and each CSO has an associated volunteer-based Multi-Action Partnership (MAP) group. Together, the CSOs and MAP groups have implemented Social Action Projects (SAPs) to better their community and promote social accountability tools.

These grassroots organisations are rooted in their community and will continue to operate after P4D phases out. Equipped with a new range of skills, knowledge, and enhanced social capital, they will continue to engage with local government and administrations on behalf of the public.

This publication highlights the stories of achievements and challenges faced by P4D's partner CSOs in dealing with different social issues in their communities.

প্ল্যাটফর্মস ফর ডায়লগ (পিফরডি)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্ল্যাটফর্মস ফর ডায়লগ (পিফরডি) প্রকল্পটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। পিফরডি সকল স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তদারকিতে নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য আরও সক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে। সে লক্ষ্যে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের একত্রিত করা এবং নাগরিক স্বার্থ উপস্থাপন করতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের অনুঘটক হিসাবে কাজ করা এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন'স চার্টার), তথ্য অধিকার (আরটিআই), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস), এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) সামাজিক জবাবদিহি উপকরণসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের কমিউনিটিগুলোকে কার্যকরভাবে সচেতন করে তুলবে বলে আশা করা যায়।

পিফরডি সরকারি কর্মকর্তা, কমিউনিটি প্রতিনিধি এবং নাগরিকদের মাঝে সামাজিক জবাবদিহি উপকরণসমূহের প্রচারের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ সংগঠন এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে নিবিড় অংশীদারিত্বে কাজ করে। আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেখানে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সকলের মতামত প্রতিফলিত হয়।

সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সুশীল সমাজ সংগঠনের (সিএসও) ভূমিকা

পিফরডি-এর লক্ষ্য স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন; আর এ লক্ষ্যে প্রকল্পটি ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোকে প্রশিক্ষণসহ চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সামাজিক জবাবদিহি উপকরণসমূহের বিষয়ে উপকরণ ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বর্তমানে ২১টি জেলার ৬৩টি ইউনিয়নে পিফরডি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিটি সিএসওর একটি করে মাল্টি এক্টর পার্টনারশিপ বা ম্যাপ গ্রুপ (নানান শ্রেণী পেশার মানুষ, বিশেষ করে তরুণদের নিয়ে গঠিত দল) আছে। ম্যাপ গ্রুপ এবং সুশীল সমাজ সংস্থাগুলো একসাথে সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

পিফরডি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও স্থানীয় পর্যায়ের এসব তৃণমূল সংস্থা নতুন মাত্রার দক্ষতা, জ্ঞান ও উন্নততর সামাজিক ভিত্তি নিয়ে জনগণের পক্ষে স্থানীয় প্রশাসনের এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। এই প্রকাশনাটি কমিউনিটিগুলোতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর কৃতিত্ব এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার গল্প তুলে ধরেছে।

PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
JAIPURHAT
BOGRA
NAOGAON
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
PABNA
NARSINGHDI
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
MAGURA
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
SHARIYATPUR
MADARIPUR
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
KHULNA
SATKHIRA
BAGERHAT
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

BAGERHAT

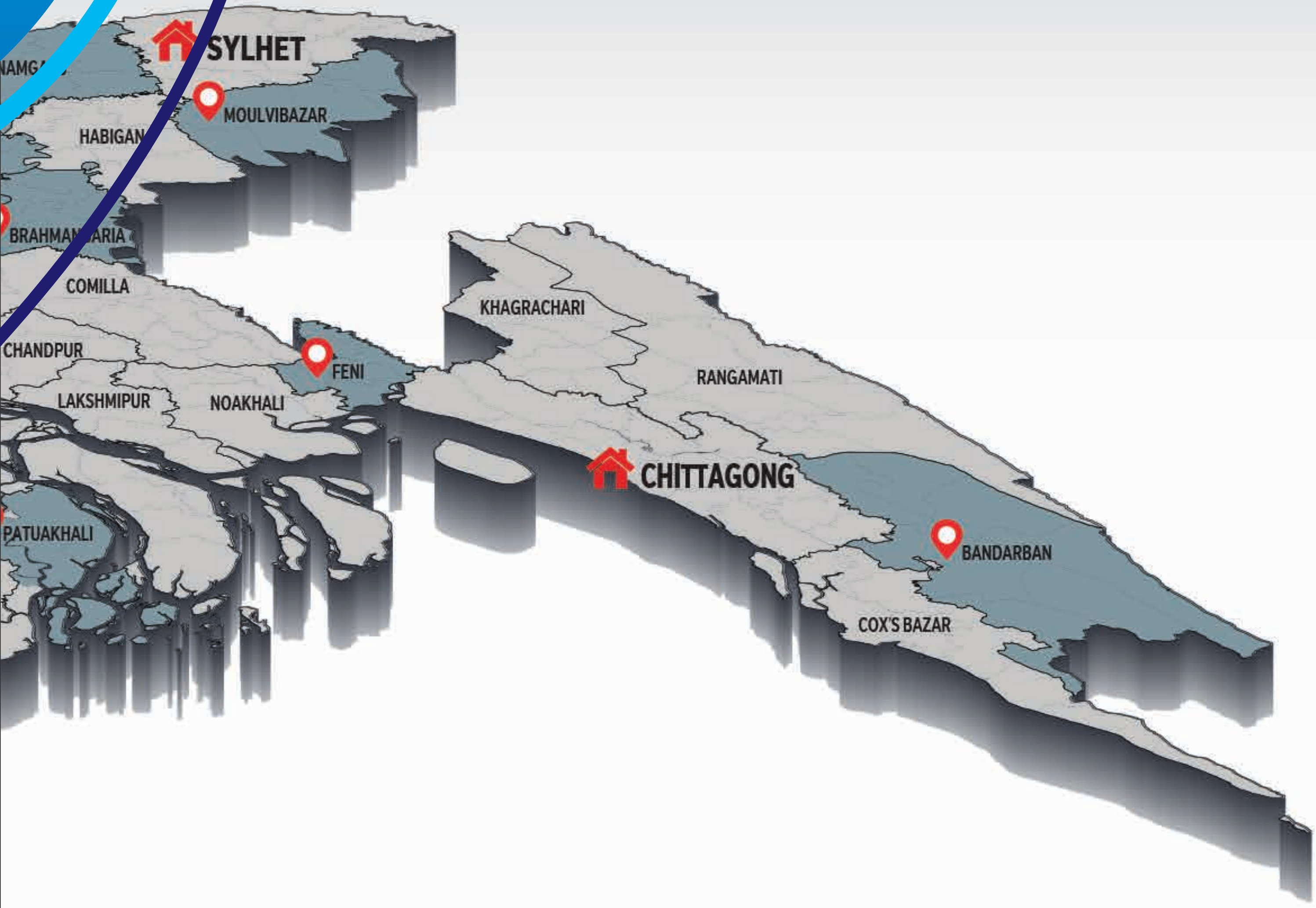
SYLHET
MOULVIBAZAR
COMILLA
CHANDPUR
FENI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

CHALTYA SHEKHA

Md. Azmier Alom Khan and his friends established Chaltya Shekha in 1998 to eradicate poverty. Their work has since expanded greatly and now covers an array of local issues.

Chaltya Shekha is a civil society organisation (CSO) in Kachuasadar of Bagerhat district that is working with Platforms for Dialogue (P4D) to promote good governance and engage civil society organisations and citizens in government accountability mechanisms.

"We began our journey to help the poor and the marginalised," said Khan and recalled an incident. A local member of the Union Council had refused to recommend a poor, old woman for food relief. *"She then came to us crying, and we helped her with whatever we could. Soon after that, my friends and I sat together and founded Chaltya Shekha,"* says Azmier Khan.

Since then, Chaltya Shekha (CS) has helped thousands of people over the course of twenty-one years. Azmier said that the total number of beneficiaries totals over 6,000. *"Each year, we help many people – directly and indirectly. We cannot exactly count our beneficiaries one by one."*

Since its inception, CS has taken up and implemented a number of social development projects like tailoring workshops for women, vocational training for youth, relief support during disasters, creating opportunities for people with disabilities, and raising awareness about nutrition and health.

When P4D approached CS, the organisation chose four Social Action Projects (SAPs) to work on, but the anti-drug campaign was the one they needed most. Drug addiction was becoming a headache for residents throughout Kachua. Sikder Saidul Islam, who led that project, said that no one really knew how to handle this problem until we, Chaltya Shekha, took it up.

"We did not force anyone; we were not in a situation to use force. I think our approach of empathy and awareness rather than a direct crackdown worked well. We have our success stories too, however, most of the stories cannot be told as the recovering addicts would not want their identities revealed," says Saidul.

Nevertheless, one victim of drug abuse who was willing to acknowledge it said he was previously known as 'Gaja Zia' (weed Zia). *"You have saved me,"* he says with gratitude to Saidul.

Saidul says, *"we knew it was risky to just walk up and tell addicts to stop taking drugs. So, we invited them to talks and shows. Instead of telling them to give up drugs, we showed them the terrible effects drugs can have."*

Chaltya Shekha's approach brought them success. Within 8 months, they were able to rehabilitate 13 addicts and keep them off drugs. *"All of them are trying to live a sober life."*

There was a noticeable success in the other SAPs too. Chinmoy Kanti Saha says, *"we installed Citizen's Charters at the community clinics of wards 1 and 3, and were successful in raising awareness about what services they can expect from government offices."* The organisation also led a SAP on preventing child marriage, which successfully stopped four child marriages thanks to their awareness raising campaign.

Chaltya Shekha, which translates into learning to walk, has taught the people of Kachua how to walk with resolve.

চলতে শেখা

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার নাগরিক সংগঠন চলতে শেখা। ১৯৯৮ সালে দারিদ্র্যমুক্ত এলাকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মো: আজমির আলম খান ও তার বন্ধুরা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তাদের কার্যক্রম ভিন্ন মাত্রায় বিস্তার লাভ করেছে। দারিদ্র্যের পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য সমস্যাও তাদের কার্যক্রমের আওতায় এসেছে।

বর্তমানে পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজ করছে সংগঠনটি।

"দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। একবার এক অসহায় বৃদ্ধা ইউনিয়ন পরিষদের ত্রাণের চাল না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে আসেন। তখন আমরা তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করি। তারপরই আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেই," বলছিলেন আজমির খান।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০ বছর ধরে হাজারখানেক মানুষকে সহায়তা করেছে চলতে শেখা। আজমির জানালেন, ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ এ সংগঠন থেকে সুবিধা পাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, – *"প্রতি বছর আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক মানুষকে সাহায্য করি। মানুষ ধরে ধরে হিসেব করতে না পারলেও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এ সংস্থা থেকে ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ সহায়তা পেয়েছে।"*

প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটি নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তাদের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ, যুবকদের জন্য বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ, দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণ, প্রতিবন্ধীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা তৈরি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা ইত্যাদি।

পিফরডি প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় সংস্থাটি মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ, অপর্যাপ্ত সরকারি সেবা ও কমিউনিটি ক্লিনিকে সিটিজেন চার্টারের বাস্তবায়ন বিষয়ক চারটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করে।

এগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি নির্মূল বিষয়ক কার্যক্রমটি (এসএপি) ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কচুয়ার মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাদকাসক্তি। এই এসএপি পরিচালনা করার জন্য শিকদার সাঈদুল ইসলাম ও তার সহযোগী মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনারদেরকে (এমএপি) নির্বাচিত করা হয়।

চলতে শেখার কার্যক্রম শুরুর আগে বিভিন্ন সমস্যায় কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে তা জানতো না মানুষ। ফলে, সাধারণ মানুষ ও মাদকাসক্তদের জন্য সাঈদুল ও তার সহযোগীরা যেন রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন।

সাঈদুল বলেন, *"আমরা কোন জোর-জবরদস্তি করিনি। কোন ধরণের শক্তি প্রয়োগ করার মত অবস্থা ছিল না আমাদের। বরং, আমাদের সহমর্মিতা ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপের কারণে কাজটি ফলপ্রসূ হয়েছে। বলার মত আমাদের সফলতার গল্পও রয়েছে। তবে, বেশিরভাগ গল্পই বলা সম্ভব না। কারণ, মাদকাসক্তি থেকে ফিরে আসা মানুষেরা তাদের পরিচয় গোপন রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।"*

তবে, নিজের ভুল স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করেন না মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া গোবিন্দ কুমার মন্ডল (জিয়া)। তাকে একসময়ে 'গাঁজা জিয়া' নামে ডাকা হতো। 'চলতে শেখা'র সদস্যদেরকে তিনি বলেন, *"আপনারা আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।"*

সাঈদুল বলেন, *"আমরা জানতাম, মাদকাসক্তদেরকে সরাসরি মাদক ছাড়তে বলাটা বিপজ্জনক হতে পারে। তাই আমরা তাদেরকে শুধু আড্ডা দিতে এবং ছবি দেখতে আসতে বলি। এরপর তাদের সামনে মাদকের বিভিন্ন কুফল তুলে ধরি।"*

এভাবেই সফল হয়েছে চলতে শেখা। সংস্থাটি আট মাসের মধ্যে ১৩ জন মাদকাসক্তকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হয়। *"তারা সবাই নিয়মিত ওষুধ খেয়ে এবং কাউন্সেলিং এ অংশ নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন।"*

নিজেদের অন্যান্য এসএপিতেও সাফল্য অর্জন করে এ সংগঠন। কমিউনিটি ক্লিনিক বিষয়ক এসএপির পরিচালক চিন্ময় কান্তি সাহা বলেন, – *"১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে আমরা সিটিজেন চার্টারের ব্যবস্থা করেছি। ফলে, কোন ক্লিনিকে কী সেবা পাওয়া যায় সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষ জানতে পারছে।"*

বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত এসএপিটি পরিচালনা করেন মৌসুমী আক্তার। তিনি বলেন, *"আমরা সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পেরেছি।"*

অপর্যাপ্ত সরকারি সেবা সংক্রান্ত এসএপির পরিচালক মো: তরিকুল ইসলাম বলেন, *"আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল এলাকাবাসী ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা। এই কাজে আমরা সফল হয়েছি।"*

চলতে শেখা কচুয়া উপজেলার মানুষকে সত্যিকার অর্থেই জীবনের কঠিন সময়ে সমস্যা সমাধান করে চলতে শিখিয়েছে।

P4D প্রকল্পের SAP কার্যক্রমের স্থিরচিত্র কচুয়া, বাগেরহাট

NABARUN SANGHA

Nabarun Sangha, a longstanding civil society organisation (CSO) in Bagerhat's Kachua Upazila, was established in 1978 to empower the people of Gopalpur through knowledge sharing. The focus of the CSO has always been youth development, with an emphasis on education through after school extracurricular activities. For decades, Nabarun Sangha has honoured their commitment to learning and spreading knowledge through their rich library and community cultural and educational events.

After collaborating with Platforms for Dialogue (P4D), Nabarun Sangha started working on social issues that were complimentary to their core focus. The CSO implemented four Social Action Projects (SAPs): educating the community on and promoting the Citizen's Charter, reducing drug addiction, stopping early marriage, and improving access to information.

Among these, the SAP on child marriage had an immediate and long-lasting impact on Gopalpur. SAP leader, Shubhrodeb Mondol, with his volunteers, managed to stop child marriage in their community all together.

"After the group meetings and the courtyard meetings, we surveyed to identify young girls aged between 13 and 18. In the three wards under our SAP, we listed 70 girls who were in this age group. While we were doing other work and raising awareness, our volunteers watched out for them," says Shubhrodeb. CSO leader, Samir Baran Paik said, *"the father of a 16-year old girl came to inform me about the wedding of his daughter. I counselled him on the adverse effects of child marriage. Uttam Halder had started arranging the wedding of his daughter Priya, but I talked him out of it. The example we set is there for all to see. They were my students, and they know that both of my daughters are well-educated and now live abroad. Uttam finally understood and pledged not to marry his daughter off before she turned 18."*

Shubhrodeb adds that their hard work has already made a big impact. *"We organised six group meetings, three courtyard meetings, two rallies, three meetings with local leaders, two meetings with the UP body, and more. At the end of our project, we did another survey of those girls and discovered that none of them had been married. This was a huge success."*

The other SAP projects also saw success. SAP leader Nandita Rani, who worked on the drug addiction project, said *"it was hard work, but rewarding in the end."* She said that the relatives of the people with drug addiction habits did not want to reveal that a member of their family was addicted to anything. *"However,"* she said, *"with patience and persuasion, we managed to reduce drug use by half."*

Razia Khatun addressed the lack of Citizen's Charters at the local community clinics.

> *"We raised awareness about what services they could expect at the clinics, and we installed a huge billboard with the Citizen's Charter at the community clinic for everyone to see."*

Samir Baran Paik thanks P4D for providing the opportunity to learn new things through social accountability tools that would benefit the people. *"Before P4D, I didn't even know what RTI or GRS was, what National Integrity Strategy was, or what a Citizen's Charter does. I do now, and I find it important that more people know how to use them for better governance."*

নবারুণ সংঘ

১৯৭৮ সালে সমীর বরণ পাইক ও তার বন্ধুরা মিলে বাগেরহাটের উত্তর গোপালপুর গ্রামে নবারুণ সংঘ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় সংগঠনের কার্যালয় স্থাপনের জন্য তাদের কোনো জায়গা ছিলো না। তখন গোপালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শেখ শামসুদ্দীনের সহধর্মিনী রিজিয়া খাতুন তাদেরকে পাঁচ শতাংশ জমি দান করেন। অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক সমীর এখনো শ্রদ্ধাভরে মাতৃতুল্য রিজিয়া খাতুনকে স্মরণ করেন।

শিক্ষার মাধ্যমে গোপালপুরের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে নবারুণ সংঘ। তাই তারা স্থানীয় যুবকদের জন্য আত্মোন্নয়নের উপকরণ সরবরাহ এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র তৈরি করার মাধ্যমে তাদের গুণাবলী বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করে। নিয়মিত শিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার পরিচালনা করে সংস্থাটি।

প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু বিষয়ে কাজ করেছে নবারুণ সংঘ। তারা মাদকাসক্তি, কমিউনিটি ক্লিনিকে সিটিজেন চার্টারের অভাব, তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা এবং বাল্যবিবাহ বিষয়ক চারটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

এর মধ্যে বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত সামাজিক অ্যাকশন প্রকল্পের (এসএপি) তাৎক্ষণিক সুফল পাওয়া গেছে। এই এসএপি গোপালপুরের সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি একটি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এসএপি পরিচালক শুভ্রদেব মন্ডল তার সহযোগী পাঁচজন মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনারকে (এমএপি) সাথে নিয়ে ঐ এলাকায় বাল্যবিবাহের গতি রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

“এমএপি গ্রুপ মিটিং এবং উঠান বৈঠকের পর ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েদেরকে চিহ্নিত করতে আমরা একটি জরিপ চালাই। আমাদের এসএপির আওতাধীন তিনটি ওয়ার্ডে আমরা এই বয়সসীমায় থাকা ৭০টি মেয়ের তালিকা করি। সচেতনতা বাড়ানো এবং এসএপির অন্যান্য কাজ করার পাশাপাশি আমাদের কর্মীরা এই মেয়েদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন,” বলছিলেন শুভ্রদেব।

“নির্দিষ্ট সময় পরে আমরা ওই মেয়েদের ওপর আরেকটি জরিপ চালিয়ে দেখতে পাই যে একটি মেয়েরও বিয়ে হয়নি। এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট সাফল্য ছিল।”

সভাপতি সমীর বরণ পাইক বলেন, *“প্রিয়া হালদার নামের ১৬ বছর বয়সী একটি মেয়ের বাবা আমাদের কাছে তার মেয়েকে বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ সম্পর্কে জানাতে এসেছিলেন। আমি তাকে বাল্য বিয়ের কুফল সম্পর্কে বুঝিয়েছি। একটি প্রতিষ্ঠিত ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন উত্তম হালদার। কিন্তু তার সাথে কথা বলে আমি তার সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছি। পাশাপাশি, সবার জন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছি। তারা আমার ছাত্রী ছিল। তারা জানে, আমার দুই মেয়ে শিক্ষিত এবং এখন তারা বিদেশে থাকে। অবশেষে উত্তম বুঝতে পারেন এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর হওয়ার আগে তাকে বিয়ে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।”*

শুভ্রদেব আরো জানান, তারা তাদের কাজের ফল পাচ্ছেন। *“আমরা ছয়টি এমএপি গ্রুপ মিটিং, তিনটি উঠান বৈঠক, দুটি র‍্যালি, এলাকার গণ্যমান্য মানুষদের সাথে তিনটি বৈঠক, ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে দুটি বৈঠক করেছি।”*

এসএপি পরিচালক নন্দীতা রানী নয়জন এমএপিকে সাথে নিয়ে মাদক নির্মূলে কাজ করেছেন। *“এটা অনেক কঠিন একটা কাজ ছিল। শুরুতে আসক্তদের আত্মীয়-স্বজন তাদের পরিবারে মাদকাসক্ত থাকার কথা স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু ধৈর্য্য এবং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে আমরা অর্ধেক মাদকাসক্তকে তাদের বদভ্যাস ছাড়িয়ে দিয়েছি।”*

এসএপি পরিচালক রাজিয়া খাতুন তার ছয়জন এমএপির সহায়তায় এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সিটিজেন চার্টার না থাকার বিষয়টি সমাধান করেছেন। *“কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাপ্য সেবার ব্যাপারে আমরা সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করেছি। এসএপির সমাপনী কাজ হিসেবে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকে আট ফুট বাই ছয় ফুট একটি সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছি।”*

১১ জন এমএপিকে সাথে নিয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেছেন শিখা রানী পাইক। তারা নীতি নির্ধারণী ব্যাপারে সাধারণ মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করেছেন। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করেছেন তারা। সাধারণ মানুষ যেন যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সেবার ব্যাপারে জানতে পারে এবং যেকোনো প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় ইউনিয়ন পরিষদে যেতে পারে তা নিশ্চিত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

> “স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বেড়েছে। আমরা ইউনিয়ন পরিষদে ব্যাপক দেয়াল লিখনের কাজ করেছি যেন মানুষ তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারে।”

গুরুত্বপূর্ণ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু বিষয় শেখার সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্য পিফরডি প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সমীর বরণ পাইক।

“পিফরডি প্রকল্পের আগে আমি তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ব্যাপারে জানতামই না! কিংবা সিটিজেন চার্টারের কাজ কী, তাও জানতাম না। আমাদের মাধ্যমে গোপালপুরে সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে পিফরডি। এজন্য আমরা পিফরডি প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই।”

JOARE BANGLADESH

Md. Salam Sheikh and his friends established Joare Bangladesh in 2000 to solve problems in Badhal Union of Bagherhat District. Since its inception, Joare Bangladesh has seen continuous growth and is renowned not only in Badhal Union but also in Kachua Upazila.

At first, the organisation was run with membership fees and donations from local philanthropists. However, Salam and his friends soon realised that this could not be the way forward if they were to make a significant impact. Tasked with networking, Salam Shaikh then started to contact various government offices and donor organisations. From there, things began to move.

"We have more than 5,000 beneficiaries who have received help from Joare Bangladesh in one way or another," says Salam Sheikh. *"We have worked with organisations like World Fish and European Union before. "*

"I had a stable job, which I left to serve Joare Bangladesh full-time. I want our organisation to grow beyond Kachua," says Salam Sheikh. He says that teaming up with the British Council under P4D was a big step in the right direction.

With P4D, Joare Bangladesh has implemented three Social Action Projects (SAPs) fundamental to the development of Badhal.

The project on poor road infrastructure was a unique one, which was not taken up by any other CSO working with P4D. SAP leader, Debashish Das, said that they chose it as important roads were in dire need of updating in Badhal. *"The residents of Kalmibunia village face unimaginable difficulties on their daily commute."*

> *"First, we arranged three courtyard meetings with local residents and listened to their problems. There were more than 50 people at each meeting. After taking note of the problems, we organised two rallies. More than a hundred people participated in each rally."*

Salam Sheikh said, *"we found various problems hampering daily life in Kalmibunia. School-going children suffered the most. The absence of a well-made bridge over a canal was the biggest hurdle. The old and broken bridge was neither adequate nor safe."*

"The farmers cannot take their produce to the market on time and suffer heavy losses. Pregnant women cannot be taken to a doctor quickly enough, which puts both the mother and child at risk," said Debashish.

P4D volunteers went to meet the Union Council Chairman and members to discuss these issues. *"We also went to meet the Upazila Nirbahi Officer (UNO), Tasmin Farhana. She listened to us with great interest and promised to help."*

SAP leader Debashish and his team submitted applications to the UP Chairman and the UNO, urging that a small bridge be constructed over the canal.

"The UNO told us that there were no funds readily available," said Debashish, adding, *"however, she promised to grant the funds as soon as it was available. Once the bridge is constructed, it will be a huge success for us."*

SAP leader, Md. Riad Mollik, worked on improving access to health services and raising awareness of services available at community clinics for community members . He and his volunteers made sure that a Citizen's Charter was put up in front of the community clinic to ensure locals could access services transparently and equitably.

"We have also made the management committee functional through meetings and advocacy. Now, the people know what they can expect from our clinics."

SAP Director Sagar Das has worked with 12 MAPs to prevent child marriage in Badhal Union . *"We started the work by creating awareness among the adolescents and their parents. We have reduced the rate of child marriage to almost zero. Hopefully, this change will increase the rate of local education and reduce poverty by creating employment for girls."*

Summing up their work with P4D, Salam Sheikh says, *"We were already a well-known organisation. However, the SAPs have established us as a more dedicated organisation, and we are already making a greater impact than before."*

জোয়ারে বাংলাদেশ

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার বাধাল ইউনিয়নের নাগরিক সংগঠন জোয়ারে বাংলাদেশ। ২০০০ সালে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন মো: সালাম শেখ ও তার বন্ধুরা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নির্বাহী কমিটি ও সদস্যগণের তৎপরতায় এগিয়ে যেতে থাকে সংগঠনটি। শুধু বাধাল ইউনিয়ন নয়, বরং সমগ্র কচুয়া উপজেলাতেই জোয়ারে বাংলাদেশ একটি আদর্শ নাগরিক সংগঠন হিসেবে পরিচিত।

শুরুতে সদস্যদের চাঁদা ও এলাকার সম্পদশালী মানুষের অনুদানে পরিচালিত হতো সংগঠনটি। তবে, সালাম ও তার বন্ধুরা দ্রুতই বুঝতে পারেন, এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে এভাবে এগুনো যাবে না। তখন তারা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংগঠনের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। শীঘ্রই সংস্থাটি কয়েকটি প্রকল্পে কাজ শুরু করলে এলাকাবাসীর জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

"আমাদের এ সংগঠন থেকে পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করেন," বলছিলেন সালাম শেখ। *"আগেও আমরা ওয়ার্ল্ড ফিশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো সংস্থার সাথে কাজ করেছি।"* এরপর পিফরডি প্রকল্পের আওতাভুক্ত একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবে নির্বাচিত হয় জোয়ারে বাংলাদেশ।

"আমার ভালো একটা চাকরি ছিল। কিন্তু সংগঠনে আরো বেশি সময় দেয়ার জন্য আমি ওটা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি কচুয়া উপজেলার বাইরেও সংগঠনের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে চাই," বলছিলেন সালাম শেখ। তিনি মনে করেন, পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজ করাটা সংগঠনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বড় একটি পদক্ষেপ ছিল।

পিফরডি প্রকল্পের সাথে সংস্থাটি বেহাল সড়ক যোগাযোগ, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা এবং বাল্যবিবাহ বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে। বাধাল ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য এসএপিগুলো অত্যন্ত জরুরি ছিল।

বেহাল সড়ক যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি এসএপি। কারণ অন্য কোনো নাগরিক সংগঠন এই এসএপি গ্রহণ করেনি। এসএপি পরিচালক দেবাশীষ দাস জানালেন, বাধাল ইউনিয়নের মানুষের খুবই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তারা এই এসএপি বেছে নিয়েছেন। *"এই ইউনিয়নের কলমীবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দারা তাদের নিয়মিত চলাফেরার ক্ষেত্রে খুবই কষ্ট ভোগ করেন।"*

> *"প্রথমে, স্থানীয় লোকজনের সাথে আমরা তিনটি উঠান বৈঠক করেছি। প্রতিটি বৈঠকে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ ছিলেন। আমরা তাদের সমস্যার কথা শুনেছি। এরপর আমরা দুটি র‍্যালি বের করেছি। প্রতিটি র‍্যালিতে শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।"*

সালাম শেখ বলেন, *"আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা কলমীবুনিয়াবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যহত করা বিভিন্ন সমস্যা খুঁজে বের করেছেন। তারা দেখতে পান যে, স্কুলের বাচ্চারাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে। এ গ্রামের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বেদার শেখের বাড়ির পাশের খালের ওপর একটি ভালো সেতুর অভাব। পুরনো ভাঙা সাঁকোটি যেমন অনিরাপদ, তেমনি এলাকাবাসীর প্রয়োজন পূরণে সেটি যথেষ্টও নয়।"*

"কৃষকেরা তাদের পণ্য সময়মতো বাজারে নিতে পারেন না। যে কারণে তারা বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হন। গর্ভবতী মহিলাদেরকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নেয়া যায় না। ফলে, মা ও গর্ভের শিশুর জীবন হুমকির মুখে পড়ে," বলছিলেন দেবাশীষ।

এই সমস্যাগুলো আলোচনা করতে স্বেচ্ছাসেবীরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে দেখা করেন। তারা স্থানীয় গণ্যমান্য মানুষদের সাথেও সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে কথা বলেন।

"আমরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাসমিন ফারহানার কাছেও গিয়েছি। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনেছেন এবং সাধ্যমতো সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

এরপর এসএপি পরিচালক দেবাশীষ ও তার সহযোগীরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইউএনওর কাছে লিখিত আবেদন করেন। বেদার শেখের বাড়ির পাশের খালের ওপর অন্তত একটি কালভার্ট হলেও নির্মাণের আহ্বান জানান তারা।

"ইউএনও বলেছেন, তার কাছে এই মুহূর্তে সেতুর জন্য কোনো বরাদ্দ নেই," বলছিলেন দেবাশীষ। *"তবে যত দ্রুত সম্ভব তহবিল বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিয়েছেন তিনি।"*

দেবাশীষ বলেন, *"সেতুটি তৈরি হলেই আমাদের এসএপি সফল হবে।"*

অন্যদিকে ঐ এলাকায় অনুন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করেছেন এসএপি পরিচালক মো: রিয়াদ মল্লিক ও আরো পাঁচজন মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার (এমএপি)। তারা কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কে মানুষকে জানিয়েছেন।

"কয়েকটি বৈঠকের মধ্য দিয়ে আমরা ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করে তুলেছি। এখন প্রত্যেক সেবাকর্মী নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। আর সাধারণ মানুষও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সম্পর্কে জানেন।"

বাধাল ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ রোধ করতে ১২ জন এমএপিকে সাথে নিয়ে কাজ করেছেন এসএপি পরিচালক সাগর দাস। *"কিশোর-কিশোরী ও তাদের অভিভাবকদের মাঝে সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে আমরা কাজ শুরু করেছি। বাল্যবিবাহের হার প্রায় শুন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছি আমরা। আশা করি, এই পরিবর্তনের ফলে স্থানীয় শিক্ষার হার বাড়বে এবং মেয়েদের কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য কমবে।"*

পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজের ব্যাপারে সালাম শেখ বলেন, *"আগে থেকেই এলাকায় আমাদের সংগঠন বেশ পরিচিত ছিল। তবে সংগঠনের সাথে পিফরডি প্রকল্প ও প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম যুক্ত হওয়ায় আমরা এখন আরো অনেক ক্ষেত্রে কাজ করতে পারছি। এ ব্যাপারটি আমাদের সংগঠনকে আরো বড় হতে সাহায্য করবে।"*

BANDA

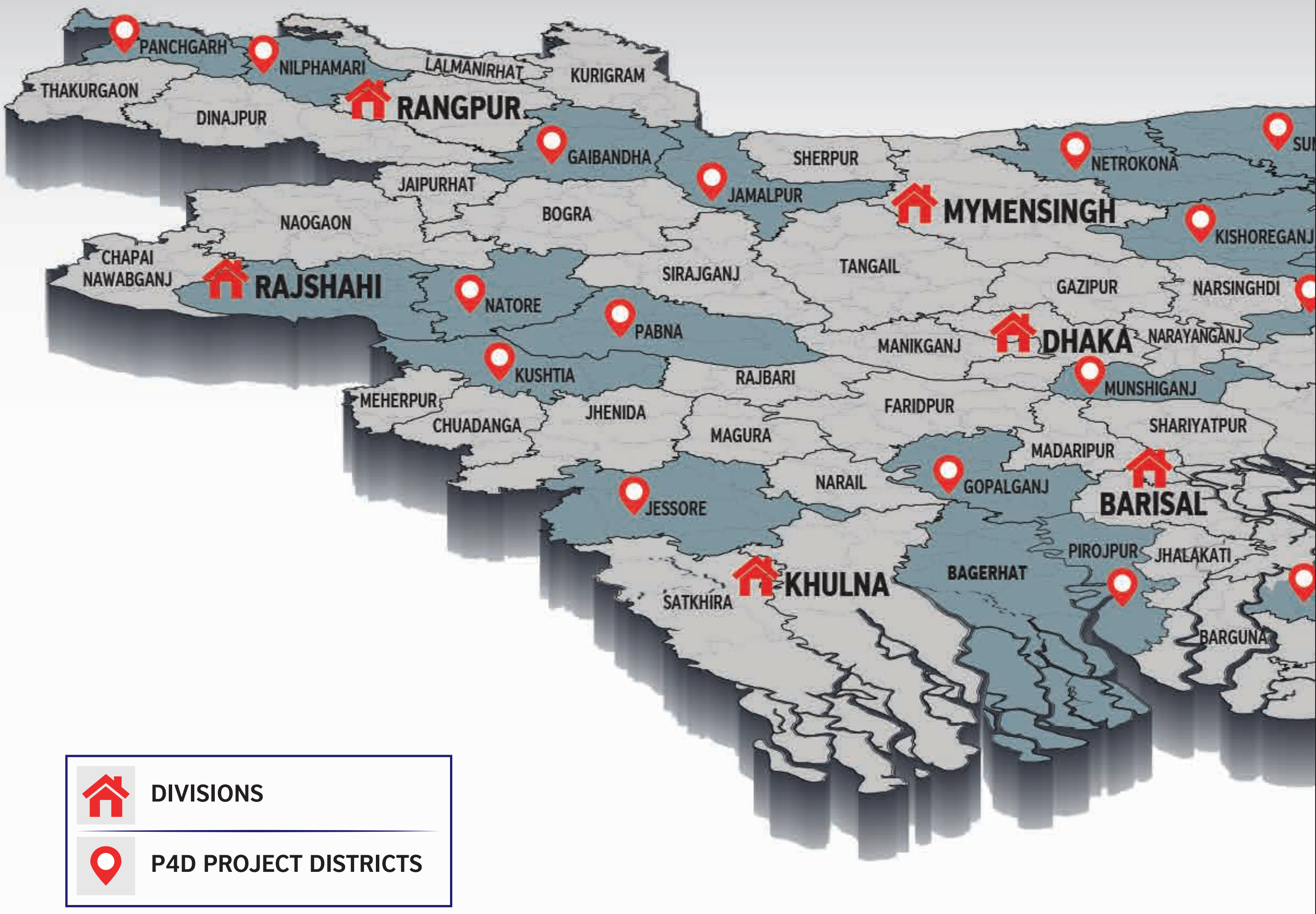
PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
KISHOREGANJ
NAOGAON
BOGRA
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
FARIDPUR
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
BAGERHAT
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

ARBAN

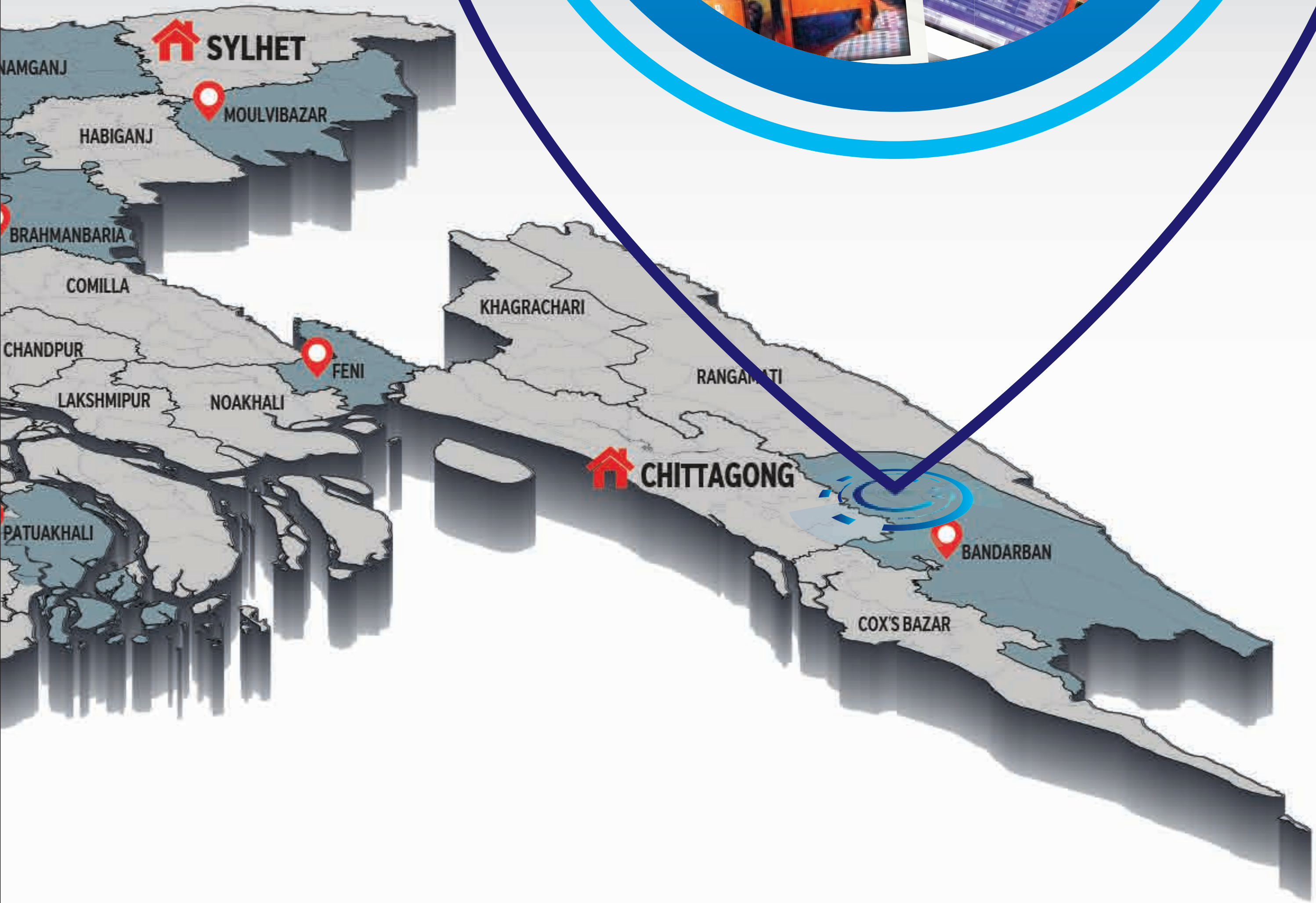
SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

HAFEZGHUNA SAMAJ KOLLYAN PARISHAD

The beginning of civil society organisation Hafezghuna Samaj Kollyan Parishad is rooted in collective defence against thugs. Kamal Pasha recounts the story,

"A child of one of our relatives used to work as a contractor, and he had a work dispute. One day, a group of men attempted to kidnap him in broad daylight because of the issue, rather than work it out. It was after that we decided to establish an organisation to keep such things from happening to others in the future."

Kamal, who is the president of the organisation, established the welfare association in 1995 when Tongkaboti Union of Bandarban Sadar Upazila was facing extreme corruption and lack of dependable public services.

"Education is still very limited, however, to help people stand on their own feet, we have been trying to carry out some social development projects. Remaining complacent is not an option anymore," says Md. Zakir Hossain, General Secretary of Hafezghuna Samaj Kollyan Parishad.

The organisation was registered with the government's Department of Social Services within a year of its establishment. The recognition brought new inspiration to their work.

"We carried out projects like tree plantations, fish farming, poultry farming, adult education, and more. We've even been asked to mediate in local disputes due to the respect we earned through our work," says Kamal Pasha, adding, *"we also provide necessary educational materials to the underprivileged students and financial aid to the extremely poor to help them for special occasions like weddings."*

As recognition of their work, they were awarded by the Social Welfare Department in 2002. The organisation is now one of the civil society organisations (CSOs) working with Platforms for Dialogue (P4D) project.

Hafezghuna Samaj Kollyan Parishad took up three Social Action Projects (SAPs) under P4D's guidance to address the biggest problems of Tongkaboti Union — holding public hearings, promoting Grievance Redress System (GRS) and Right to Information (RTI), and improving health services.

Being a remote area, Tongkaboti's education system is underdeveloped. The primary school did not even have safe water. SAP leader Reng Wang Mro and his group of volunteers organised a large public hearing to address the issues.

"The local education officer and health officer were present. Before the hearing, we sat with local students, their guardians, and the school committee so everyone could bring up their problems and express their opinions," says Reng Wang.

At the hearing, the health officer promised to build a wash block – a source of safe water along with toilets – as soon as possible. *"We were very happy to see that the wash block was constructed within a month. It was a huge success,"* he said with a smile.

In the other project on Grievance Redress System and Right to Information, Munthar Mro and his volunteers organised community meetings with the Union Council to raise awareness about the government's tools to obtain information and address grievances.

"People are now aware that these tools have been introduced for our benefit and why we need to learn to use them," says Munthar.

Ling Rang Mro led the project on health services, working to make the four community clinics more functional.

"Most of the people don't even know about the available services. We found medicine long past expiry, and the service providers weren't sincere."

> *"After several meetings and discussions, the local people are now going to the community clinics and the service providers are also serving them with care."*

After the success of the SAPs, Hafezghuna Samaj Kollyan Parishad followed up their good work with a small project to train local women in sewing. The three-month project trained 35 young women who are now able to earn and contribute to their family.

CSOs like Hafezghuna Samaj Kollyan Parishad are not just helping their community overcome adversity through various projects, but they are using key social accountability tools and good governance mechanisms to ensure their rights and those of the communities they serve.

হাফেজঘুনা সমাজ কল্যাণ পরিষদ

সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে হাফেজঘুনা সমাজ কল্যাণ পরিষদ। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সংস্থাটির সভাপতি কামাল পাশা বলেন, *"এলাকার একজন শিশুর আত্মীয় ঠিকাদারী করতেন। ঐ লোকের সাথে দ্বন্দ্বের জেরে একদল সন্ত্রাসী বাচ্চাটিকে প্রকাশ্য দিবালোকে অপহরণের চেষ্টা করে।"*

এরপর কামাল পাশা ও তার কয়েকজন বন্ধু মিলে বিষয়টি মীমাংসা করেন। *"এরপর আমরা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি যেন ভবিষ্যতে এমন কিছু না ঘটতে পারে।"*

১৯৯৫ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন কামাল পাশা। তখন বান্দরবানের অন্যান্য এলাকার তুলনায় টংকাবতী ইউনিয়ন বেশ পিছিয়ে ছিল।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো: জাকির হোসেন বলেন, *"এখনো এই এলাকায় শিক্ষার হার অনেক কম। তবে, এখানকার সাধারণ মানুষকে স্বাবলম্বী করতে আমরা বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করি। আসলে এমন পরিস্থিতিতে চুপচাপ বসে থাকার সুযোগ নেই।"*

প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে সংগঠনটি সরকারের সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত হয়। এই স্বীকৃতি পেয়ে তারা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। কামাল পাশা বলেন, *"আমরা বৃক্ষরোপন, মাছ চাষ, মুরগির খামার, বয়স্কদেরকে শিক্ষাদান ইত্যাদি কাজ করি। এসব কাজের মাধ্যমে অর্জিত সম্মানের কারণে আমাদেরকে প্রায়ই বিভিন্ন বিবাদ মীমাংসা করতে ডাকা হয়। এছাড়া, আমরা গরিব মানুষের বিয়ে-শাদীতে আর্থিক সহায়তা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ দেই।"*

কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০২ সালে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর থেকে পুরস্কার লাভ করে এ সংগঠন। সংস্থাটি পিফরডি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবেও কাজ করছে।

টংকাবতী ইউনিয়নের প্রধান সমস্যাগুলো সমাধান করতে সংস্থাটি গণশুনানি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা/তথ্য অধিকার ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তিনটি সামাজিক অ্যাকশন প্রকল্পে (এসএপি) কাজ করে।

প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাও ছিল না। এ বিষয়ে বড় একটি গণশুনানির আয়োজন করেন এসএপি পরিচালক রেং ওয়াং ম্রো ও তার স্বেচ্ছাসেবী দল।

"শুনানীতে এখানকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গণশুনানির আগে আমরা এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে বৈঠক করেছি। তখন সবাই যার যার সমস্যা ও মতামত তুলে ধরেন," বলছিলেন রেং ওয়াং।

শুনানিতে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যত দ্রুত সম্ভব একটি ওয়াশ বক্সের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেখানে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানিরও ব্যবস্থা থাকবে। হাসিমুখে রেং জানান, *"মাত্র এক মাসের মধ্যে সেই ওয়াশ বক্স তৈরি হতে দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। এটা বিরাট একটা সাফল্য ছিল।"*

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক এসএপির পরিচালনা করেন মুনথার ম্রো। তিনি ও তার কর্মীরা ইউনিয়ন পরিষদ ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে একাধিক বৈঠক আয়োজন করেন। এসব বৈঠকে তথ্য পাওয়ার এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য সরকারের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা হয়। মুনথার বলেন, *"মানুষ এখন জানেন, এসব পদ্ধতি তাদের সুবিধার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। তাই তারা এগুলোর ব্যাপারে জানার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন।"*

চারটি কমিউনিটি ক্লিনিক সক্রিয় করতে কাজ করেন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এসএপির পরিচালক লেং রিং ম্রো।

লেং রিং ম্রো বলেন, *"বেশিরভাগ মানুষই কমিউনিটি ক্লিনিকের বিভিন্ন সেবার ব্যাপারে জানেনা। ক্লিনিকগুলোতে আমরা অনেক মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ খুঁজে পেয়েছি। এখানের স্বাস্থ্যকর্মীরাও তেমন সক্রিয় ছিলেন না।"*

> *কয়েকটি বৈঠকের পর এলাকাবাসী কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নেয়া শুরু করেছে। স্বাস্থ্যকর্মীরাও এখন তাদের কাজে যত্নবান হয়েছে।"*

এসএপিগুলোতে সাফল্য লাভের পরও হাফেজঘুনা সমাজ কল্যাণ পরিষদ তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। তারা স্থানীয় মহিলাদেরকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়ার ছোট একটি প্রকল্প শুরু করে। তিন মাসব্যাপী এ প্রকল্পে ৩৫ জন তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারা এখন উপার্জন করে পরিবারের ভরণপোষণে অবদান রাখতে সক্ষম।

LITTLE STAR CLUB

Thui Shing Proue (Lubu), now a school teacher, founded Little Star Club along with his friends when they were still in grade school in 1993. *"We used to organise sports and cultural programmes from 1990, but we formally established Little Star Club in 1993 and registered with Bangladesh Government's Department of Social Services in 1998."*

Thui Shing, who is the president of Little Star Club, reminisces how the club transformed into a social development organisation, which is now a renowned and reliable platform for people of Rajvila Union in Bandarban Sadar Upazila. The organisation boasts over 2,500 direct beneficiaries.

"It was 1997 when we distributed dry food to the poor whose belongings were washed away in a flood. We collected funds from local leaders, bought the food, and then distributed it ourselves," says Thui Shing.

"From then on, we concentrated more on social work. We started distributing warm clothes during winter. In 2004, when a whole Marma village was gutted by fire, we provided them with clothes, necessary utensils, and some cash. From time to time, our organisation also runs tree plantation projects, education projects, free health camps, etc. Currently, we are also helping the Department of Youth Development organise vocational training for local youth in Rajvila," adds Lubu.

Social work being its speciality, Little Star Club eagerly accepted the opportunity to work as a civil society organisation (CSO) for British Council's Platforms for Dialogue (P4D) project. Little Star's Social Action Projects (SAPs) included hosting public hearings, promoting the Grievance Redress System (GRS) and Right to Information (RTI), and improving health services.

Bobon Thanchang Ya, who led the health project said his team started with short dialogues with locals and health care providers at the community clinic.

"First of all, the clinic is situated in such a location that it is difficult for community members to access. It's in the hills far away. The locals don't even know what services they are entitled to get at the community clinic," says Bobon.

"After identifying the problems, we organised a dialogue where the locals, service providers, and government officials were present. After successful negotiations, the clinic is now functioning quite well." The project team also got the community health care provider (CHCP) to share his cell phone number so that locals could call him directly in case of any emergency beyond office hours.

The public hearing SAP had its own agenda and helped attain the goal of ensuring quality health services for locals. *"In this project, we basically created a platform for citizens and local government officials to ensure clarity between both parties,"* says Kya Thwe Mong, who led this project.

"We organised three hearings where government officials from health, agriculture, fisheries, education, and land were present. All of them were immensely successful."

U Shing Hai Nue led the project on Grievance Redress System where his group of volunteers raised awareness about the government process to lodge a complaint about a service and how to file applications seeking information under the Right to Information Act.

> *"We worked to make them understand what GRS and RTI were and how we could use those tools. Finally, we installed a Citizen's Charter at Rajvila Union Council to ensure transparency and accountability."*

লিটল স্টার ক্লাব

১৯৯৩ সালে থুই শিং প্রু (লুবু) ও তার বন্ধুরা মিলে লিটল স্টার ক্লাব নামের সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তারা সবাই ছিলেন হাইস্কুলের ছাত্র। বর্তমানে শিক্ষকতার পাশাপাশি ক্লাবের সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন থুই শিং। ক্লাবের গোড়াপত্তনের ব্যাপারে তিনি বলেন, *“১৯৯০ সাল থেকেই আমরা খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতাম। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবের যাত্রা শুরু ১৯৯৩ সালে। আর ১৯৯৮ সালে এটি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হয়। ”* ছোট্ট ক্লাব থেকে একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন থুই শিং।

বর্তমানে বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভীলা ইউনিয়নের বাসিন্দাদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সংগঠন হয়ে উঠেছে লিটল স্টার ক্লাব।এখান থেকে অন্তত ২,৫০০ মানুষ সরাসরি সুবিধা ভোগ করছেন।

“১৯৯৭ সালে এক বন্যায় অনেক মানুষের সহায়-সম্পদ ভেসে যায়। আমরা তাদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করেছিলাম। সেটাই ছিল আমাদের প্রথম প্রকল্প। এলাকার গণ্যমান্য মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে খাবার কিনে বিতরণ করেছিলাম আমরা,” বলছিলেন থুই শিং।

“সেই থেকে আমরা সমাজসেবামূলক কাজে মনোনিবেশ করি। একপর্যায়ে আমরা শীতবস্ত্র বিতরণ শুরু করি। ২০০৪ সালে একটি মারমা গ্রাম আগুনে পুড়ে গেলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদেরকে জামাকাপড়, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করি।”
তিনি আরো বলেন, *“বিভিন্ন সময় আমাদের সংগঠন বৃক্ষরোপন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনা করে। বর্তমানে আমরা স্থানীয় যুবকদেরকে বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে সাহায্য করছি।”*

সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অভিজ্ঞ হওয়ায় একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবে পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে লিটল স্টার ক্লাব। ক্লাবটি গণশুনানি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তিনটি
সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করছে।

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এসএপির পরিচালক ববন থ্যানচ্যাং য়্যা জানান, তার সহযোগীরা কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে ছোট ছোট বৈঠক করেছেন।

ববন বলেন, *“এখানকার কমিউনিটি ক্লিনিকের নানারকম সমস্যা। তবে প্রধান সমস্যাটা হলো, এই ক্লিনিক এমন এক জায়গায়, যেখানে যেতে মানুষের সমস্যা হয়। এটা বেশ দূরে পাহাড়ের ওপর। সেখানকার সেবার ব্যাপারেও এলাকার মানুষের তেমন ধারণা নেই।”*

“সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পর আমরা এলাকাবাসী, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করি। এখন কমিউনিটি ক্লিনিকটি বেশ ভালোভাবেই চলছে।”

এছাড়াও, জনসাধারণের জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীর ফোন নাম্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, যেন অফিসের সময় ছাড়াও যেকোন সময় জরুরি প্রয়োজনে মানুষ সেবা নিতে পারেন।

ক্যায়া থ্যি মং পরিচালিত গণশুনানি বিষয়ক এসএপির মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ কাজে তিনি দারুণ সফল বলে জানান মং। তিনি বলেন, *“এসএপিতে আমরা মূলত একটা সাধারণ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলি, যার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ এবং স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারা উভয়পক্ষের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারেন।”*

“আমরা তিনটি গণশুনানির আয়োজন করি। সেখানে স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এই কাজে তারা সবাই বেশ সফল হন।”

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেন ইউ শিং হ্যা নুই। তিনি ও তার সহযোগীরা জনসাধারণের সরকারি সেবা না পাওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের ও যেকোনো তথ্যের জন্য আবেদন করা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করেছেন।

> “আমরা সাধারণ মানুষকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার কী এবং এগুলো কীভাবে আমাদের কাজে লাগে, তা বোঝানোর চেষ্টা করি। সবশেষে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আমরা রাজভীলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি সিটিজেন চার্টার স্থাপন করি।”

KYAMOLONG PARA JUBO SAMABAY SAMITY (KPJS)

Chahswe Prue Marma was unemployed in the early 2000s. Frustrated with being jobless for so long, Chahswe and five of his friends decided to create an organisation that would keep them busy and allow them to give back to their community. That was the beginning of Kyamolong Para Jubo Samity (KPJS) in Kohalong Union of Bandarban Sadar Upazila in 2001. Later renamed as Kyamolong Para Jubo Samabay Samity (adding the word cooperative), the orgnisation was registered as a cooperative in 2002.

"We are trying to improve the livelihoods of marginalised people in our community. We have around 500 direct beneficiaries, which we would like to grow in the coming years," says Chahswe.

"When we started our journey, many people frowned upon us. They said that there had been many clubs before us. None of them lasted. They also doubted that we'd last more than a year or two, but we've proven them wrong. In 2011, on our 10-year anniversary, we organised a reception, which was attended by around 100 people, including the local MP," Chahswe added with a sense of satisfaction.

The MP, now a minister, kept his word of building them a club compound. *"At first, we just had a room at the Upazila Parishad, but having our own place makes things much easier."*

Chahswe and his organisation are also improving the lives of local people. They have worked to improve health services, education quality, and agriculture and sanitation infrastructure of Kyamolong Para. *"We also provided relief goods to around 25 families during a flood after a recent disaster in the area."*

Very much in line with their social development and philanthropic work, KPJS agreed to work with the British Council to partner with Platforms for Dialogue (P4D) project. As a partner of P4D, KPJS took up four Social Action Projects (SAPs) that included holding a public hearing, stopping child marriage, raising awareness of the Grievance Redress System (GRS) and Right to Information (RTI), and improving health services.

Among these, the health project held special significance for KPJS. Umya Ching, a female member of KPJS, died during childbirth about 10 years ago. The club members helped out as much as they could to make it easier for her son, Aung Kyaw Sain, who never who never got to meet his mother.

This incident was a key factor behind KPJS taking up the health project. SAP leader Gawra U Marma and his group worked on various health issues at the local community clinic, but the one they focused on was improving pre-natal care and safe childbirth.

"We improved the community clinic's efficacy through dialogues and meetings with locals and the service providers. The management committee of the clinic is now fully functional too," says Gawra.

Gawra said, *"we worked to raise awareness about family planning and told people that no one should have more than two children. We organised a rally for new and expecting mothers — 'Maa Shomabesh' — so that they could learn what they should do to keep themselves and their babies healthy. Now, the locals are more aware about all these issues and the community clinic is doing its part, which makes our SAP a big success."*

For the public hearing project, SAP leader Uswe Hla Marma and his group organised a large hearing at the Union Council where the locals could directly talk to the government officials of various departments like land, health, education, agriculture, etc.

> *"Our job was to provide a platform for the citizens and service providers to interact directly, which we accomplished,"* says Uswe.

Usa Aong Kyang led the project on stopping child marriage and the campaign for the Grievance Redress System (GRS) and Right to Information (RTI). *"We raised awareness about the demerits of child marriage and told people the legal age for marriage. As part of our efforts to promote GRS and RTI, we held meetings and installed a Citizen's Charter at Kohalong Union Council office to bring transparency and accountability to services at government offices."*

ক্যামলং পাড়া যুব সমবায় সমিতি (কেপিজেএস)

বিশ বছর আগে চলতি শতকের শুরুতে চৌশে প্রু মারমা ছিলেন একজন বেকার যুবক। দীর্ঘদিন ধরে বেকার থাকতে থাকতে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এই হতাশা থেকে মুক্তি পেতে তিনি ও তার পাঁচ বন্ধু মিলে নিজেরাই শহরে কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নেন। এভাবেই ২০০১ সালে বান্দরবান সদর উপজেলার কোহালং ইউনিয়নে যাত্রা শুরু করে ক্যামলং পাড়া যুব সমিতি। ২০০২ সালে সমবায় হিসেবে নিবন্ধন লাভের জন্য সংগঠনের নামের সাথে সমবায় শব্দটি যুক্ত করা হয়।

"আমরা আমাদের এলাকার গরিব মানুষদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা করছি। আমাদের সমবায় থেকে প্রায় ৫০০ মানুষ সরাসরি সুবিধা ভোগ করছেন। এ সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করছি আমরা," বলছিলেন চৌশে।

"এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করার সময় অনেকেই আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন, এর আগেও এলাকায় অনেক ক্লাব হয়েছে। সেগুলোর একটাও টেকেনি। ধারণা ছিল দু-এক বছরের মধ্যে আমাদের সংগঠনও ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু আমরা তাদেরকে ভুল প্রমাণিত করেছি। ২০১১ সালে আমরা সংগঠনের ১০ বছর পূর্তি উদযাপন করি। সেই অনুষ্ঠানে স্থানীয় এমপিসহ প্রায় ১০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন," বলতে গিয়ে গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চৌশের মুখ।

বর্তমানে ওই এলাকার সংসদ সদস্য একজন মন্ত্রী। তিনি তার কথা রেখেছেন। সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কার্যালয় বানিয়ে দিয়েছেন। *"আগে উপজেলা পরিষদে আমাদের একটি রুম ছিল। কিন্তু এখন নিজেদের অফিস হওয়ায় খুবই ভালো হয়েছে।"*

স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনমান উন্নয়নেও কাজ করছেন চৌশে ও তার সংগঠন। তারা ক্যামলং পাড়ার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও শৌচাগার ব্যবস্থা উন্নত করতে কাজ করেছেন। *"একবার এখানে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। সেই দূর্যোগের পর আমরা এলাকার ২৫টি পরিবারকে ত্রাণ দিয়েছি।"*

সমাজকল্যাণধর্মী কাজের সাথে মিল থাকায় সংস্থাটি পিফরডি প্রকল্পে কাজ করতে সম্মত হয়।

সরকারের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় জনসাধারণ ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে এ প্রকল্প।

পিফরডির আওতাভুক্ত নাগরিক সংগঠন হিসেবে কেপিজেএস গণশুনানী, বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্যসেবা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক চারটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

এগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রকল্পটি কেপিজেএসের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ১০ বছর আগে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন সংগঠনের নারী সদস্য উম্যা চিং। মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হওয়া অং ক্যাও সাইনকে সমিতির সদস্যরা তাদের সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। কেপিজেএসের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এসএপি গ্রহণ করার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে উমা চিং এর মৃত্যু।

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এসএপির পরিচালক গওরা উ মারমা ও তার দল স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন। তবে তারা গর্ভবতী নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। গওরা বলেন, *"এলাকাবাসী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিককে সক্রিয় করেছি। ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটিও এখন বেশ সক্রিয়।"*

তিনি আরো বলেন, *"পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করতেও কাজ করেছি আমরা। লোকজনকে বলেছি, কারোরই দুটির বেশি সন্তান নেয়া উচিত নয়। নতুন ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য মা সমাবেশ নামক একটি সভার আয়োজন করেছি। সেখানে তাদেরকে তাদের নিজেদের এবং শিশু সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো রাখার বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়েছি। এখন এলাকাবাসী সব ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির ব্যাপারে অনেক সচেতন। আর কমিউনিটি ক্লিনিকও চালু আছে। সব মিলিয়ে আমাদের এসএপি দারুণ সফল!"*

গণশুনানি বিষয়ক এসএপির পরিচালক উশৈ হা মারমা। তিনি ও তার স্বেচ্ছাসেবী দল ইউনিয়ন পরিষদে বড় একটি গণশুনানির আয়োজন করেন। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের জমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি বিষয়ক সমস্যা নিয়ে সরাসরি সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন।

> *"আমাদের কাজ ছিল এলাকাবাসী ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মকারীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয়া। কাজটি আমরা বেশ ভালোভাবেই করেছি,"* বলছিলেন উশৈ।

বাল্যবিবাহ বিষয়ক এসএপিটি পরিচালনা করেছেন উশা আওঙ ক্যাং। একই সাথে তিনি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক এসএপিও পরিচালনা করেছেন।

তিনি বলেন, *"আমরা বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে সচেতনতা তৈরি করেছি এবং মানুষকে উপযুক্ত বয়সে বিয়ের কথা বলেছি। আবার, সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনতে এসএপির অংশ হিসেবে আমরা কোহালং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছি।"*

www.p4dbd.org

www.facebook.com/P4DBD

www.youtube.com/channel/UCOSlJh4DTjQjToOjWeY0zQg/featured

Platforms for Dialogue, British Council
House 13/B, Road 75, Gulshan 02, Dhaka 1212, Bangladesh.

P4D@BritishCouncil.org

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Platforms for Dialogue and do not necessarily reflect the views of the European Union.

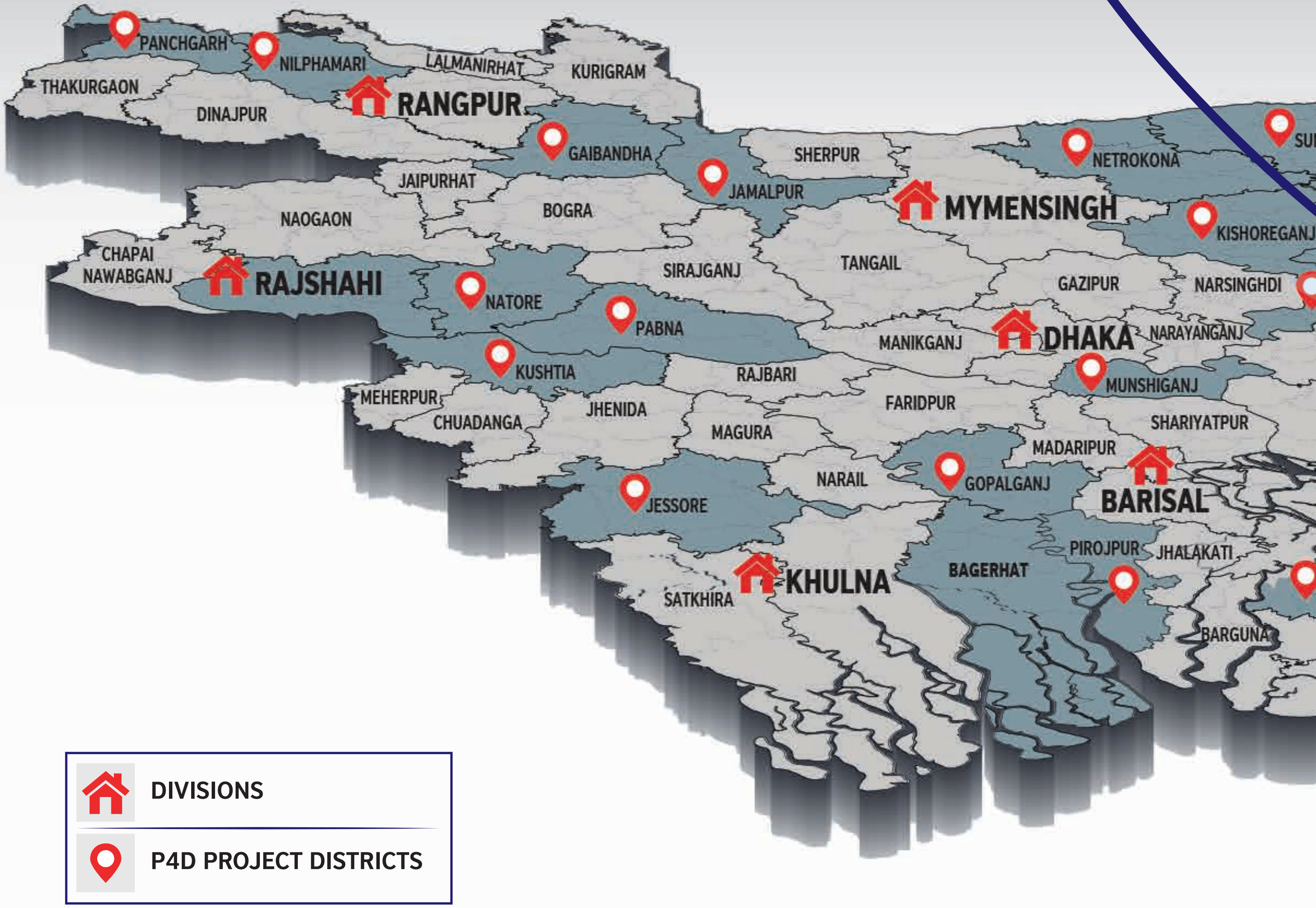

PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
NAOGAON
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
FARIDPUR
SHARIYATPUR
MAGURA
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
BAGERHAT
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

BRAHMANBARIA

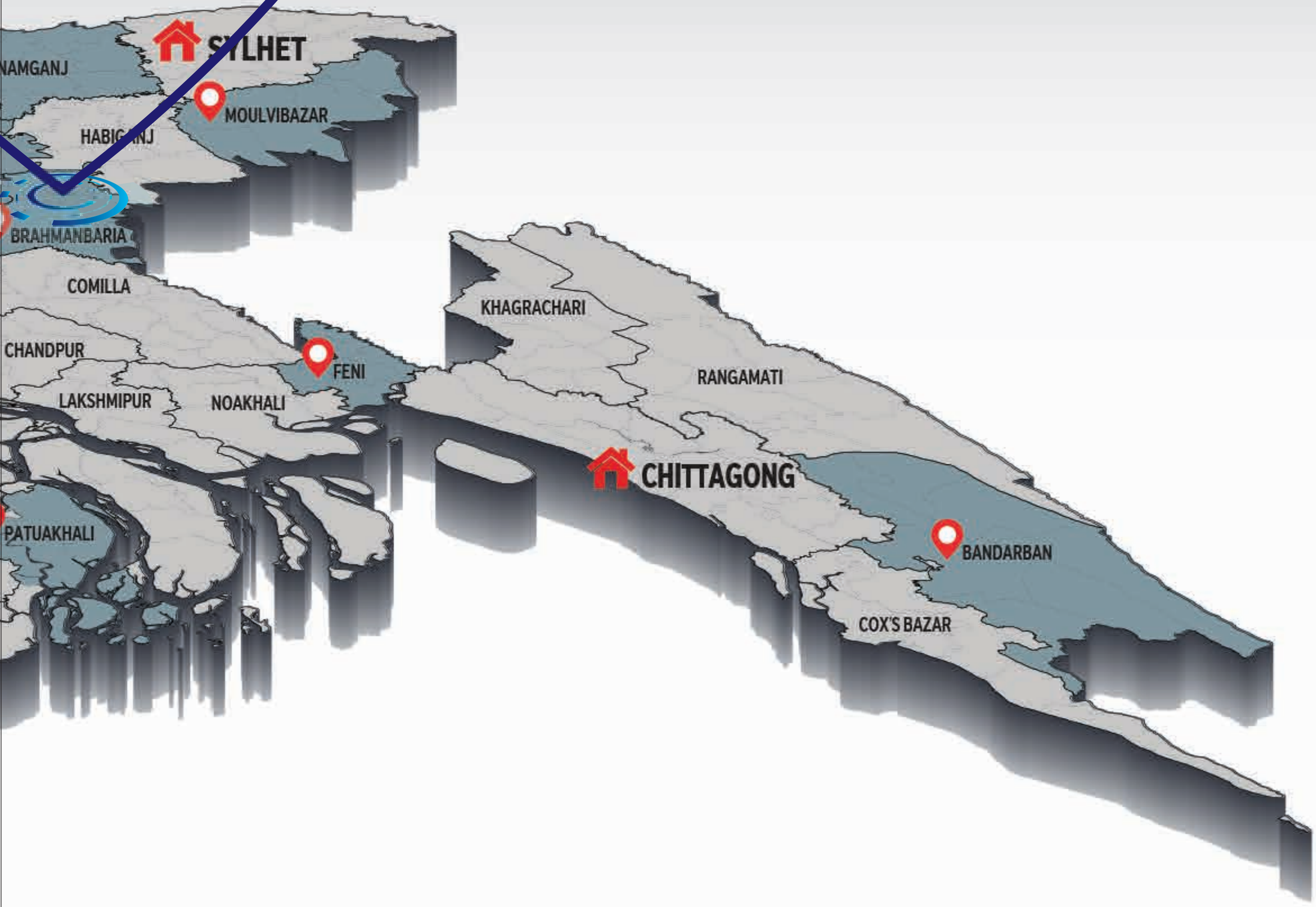

UPALOBDI SOMAJKALLYAN SAMITI

The civil society organisation (CSO) Upalobdi Somajkallyan Samiti started as a voluntary organisation in Sarail Union of Brahmanbaria district in 1985 when a group of locals had to reconstruct roads and distribute relief materials following a devastating flood. The volunteers who worked together decided to establish the organisation to better prepare for future disasters and ensure social development in the community.

Third generation leader of the organisation, Sharif Uddin, says the organisation has done a lot for the people of Sarail Union. *"We gradually started to provide training on income generating activities alongside voluntary social work like setting up tube-wells, hygienic toilets, and relief work,"* he said, explaining how villagers received training on stitching, catering, basic computing, and food packaging from the CSO.

"These training sessions were provided mostly for people who wanted to work as migrant labourers. When they went abroad after acquiring new skills, they were able to contribute in a more meaningful and lucrative way," said Sharif.

The CSO also focuses on cultural events by promoting arts and culture among youth as well as promoting human rights and preventing child marriages. *"We like to involve the local youth in arts and cultural activities to keep them away from drugs. Also, we have worked with multiple institutions to prevent child marriage. We partnered with BRAC to work on health awareness of young mothers, and we also advocate for human rights by raising awareness of relevant laws,"* adds Sharif.

The CSO has been enlisted as a strategic partner for the P4D project. Upalobdi Somajkallyan Samiti chose to work on involving citizens in Union Council budget planning, improving sanitation, increasing income tax collection, and preventing child marriages for their Social Action Projects (SAPs).

Ahsanul Haque Jahangir, who led the SAP on involving locals in budget planning of the Union Council, said *"citizens under the jurisdiction of Union Councils have the right to know about the Union's budget in full detail. We organised an open budget session with the chairman and the locals where all information was disclosed,"* said Jahangir, pointing out that almost 700 people attended the meeting as the MAP volunteers went from door to door to invite the locals.

Volunteers Mojid and Rani Biswas worked for the SAP on increasing income tax collection. They understand that income tax collection is one of the lowest in rural areas and so they advertised the benefits of taxation. *"We organised backyard meetings and told the community that the government can construct schools, roads or hospitals only if the taxes are paid by the citizens. Many participants did not know that they must pay taxes, so we organised a tax fair where officials collected taxes and distributed information leaflets,"* says Mojid.

Rani mentioned that one of the locals, Aklima, was about to lose her small piece of land to land grabbers, and the government officials did not step in as she had no tax receipts. *"Without tax payment certificates, she could not prove that it was her property. We taught her how to file the taxes, and that eventually saved her house."*

CSO leader Sharif thinks the MAP volunteers contributed a lot to the SAP's success.

> *"Since the volunteers were all locals, they were able to reach many people. I think that is the true success of the P4D project."* - Sharif Uddin

উপলব্ধি সমাজকল্যাণ সমিতি

১৯৮৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল ইউনিয়নে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে যাত্রা শুরু করে উপলব্ধি সমাজকল্যাণ সমিতি। সে সময় ঐ এলাকার কিছু মানুষ বন্যার পর ত্রাণ বিতরণ ও রাস্তা সংস্কার করছিলেন। তখনই তারা আসন্ন যেকোনো দূর্যোগের প্রস্তুতি ও এলাকার সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।

সংগঠনের তৃতীয় প্রজন্মের নেতৃত্ব শরীফ উদ্দীন জানান, সরাইলবাসীর জন্য তাদের সংগঠন অনেক কিছু করেছে। এ সমিতি থেকে গ্রামের অনেকেই সেলাই, কম্পিউটার চালনা, ক্যাটারিং ও ফুড প্যাকেজিং এর ওপর প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। *“নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন এবং ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজের পাশাপাশি আমরা কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণও দেয়া শুরু করি,”* বলছিলেন শরীফ। *“বিদেশ যেতে ইচ্ছুক গ্রামবাসীদেরকেই মূলত এসব প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশ গিয়ে তারা দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছেন।”*

বাল্যবিবাহ রোধ ও মানবাধিকার রক্ষার পাশাপাশি যুবকদের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে সংস্থাটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ওপরও গুরুত্বারোপ করছে। *“স্থানীয় যুবকদেরকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে আমরা তাদেরকে শিল্প-সংস্কৃতির সাথে যুক্ত রাখতে চাই। বাল্যবিবাহ রোধে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করেছি। যুবতী মায়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে ব্র্যাকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার চেষ্টা করেছি,”* বলছিলেন শরীফ।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও কাজ করেছে এই নাগরিক সংগঠন। পিফরডির অংশীদারি সংগঠন হিসেবে উপলব্ধি সমাজ কল্যাণ সমিতি ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট, পরিচ্ছন্নতা, আয়কর সংগ্রহ ও বাল্যবিবাহ বিষয়ক সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

সমিতির সভাপতি শরীফ জানান, বাল্যবিবাহ ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তাদের কাজ করার পূর্বাভিজ্ঞতা থাকায় তারা এ দুটি এসএপি বেছে নিয়েছেন। *“আমরা আগেই এই দুটি সমস্যা নিয়ে স্থানীয়ভাবে কাজ করেছি। সেই অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লেগেছে। তবে, আয়কর এবং ইউনিয়ন পরিষদে স্বচ্ছতা আনার কাজ আমাদের জন্য একেবারেই নতুন ছিল।”*

ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট পরিকল্পনা বিষয়ক এসএপির পরিচালক আহসানুল হক জাহাঙ্গীর বলেন, *“ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সম্পর্কে ইউনিয়নবাসীর বিস্তারিত জানার অধিকার আছে। আমরা চেয়ারম্যান এবং এলাকাবাসীকে নিয়ে একটি বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করেছি। প্রায় ৭০০ মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সব তথ্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়,”* বলছিলেন জাহাঙ্গীর। বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাতে সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা এলাকাবাসীর বাড়ি বাড়ি গেছেন।

আয়কর সংগ্রহ বিষয়ক এসএপিতে কাজ করেছেন স্বেচ্ছাসেবী মজিদ ও রানী বিশ্বাস। তারা বুঝতে পেরেছেন যে, গ্রাম থেকে সংগৃহীত আয়করের পরিমাণ খুবই কম। তাই তারা গ্রামের মানুষকে আয়কর দেয়ার উপকারিতা বুঝিয়ে বলেছেন। *“আমরা কয়েকটি উঠান বৈঠক করেছি। মানুষকে বলেছি যে, তারা ট্যাক্স দিলে সরকার স্কুল, রাস্তাঘাট এবং হাসপাতাল বানাতে পারবে। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই জানতেন না যে তাদের কর দিতে হবে। আমরা একটি কর মেলার আয়োজন করেছি। সেখানে সরকারি কর্মকর্তারা কর সংগ্রহ করেছেন। আর আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা তথ্যসমৃদ্ধ লিফলেট বিতরণ করেছেন,”* বলছিলেন মজিদ।

রানী জানান, ভূমিদস্যুরা স্থানীয় বাসিন্দা আকলিমার জমি দখল করে নিচ্ছিলো। এদিকে তার কাছে ভূমিকর জমা দেয়ার কোনো রসিদ না থাকায় সরকারি কর্মকর্তারাও কোনো হস্তক্ষেপ করছিলেন না। *“খাজনা দেয়ার সনদ ছাড়া তিনি প্রমাণ করতে পারছিলেন না যে এটা তার জমি। আমরা তাকে খাজনা দেয়ার নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছি। অবশেষে তিনি তার বাড়ির মালিকানা নিশ্চিত করতে পেরেছেন।”*

সংগঠনের সভাপতি শরীফ মনে করেন, এসএপিগুলোর সাফল্যের পেছনে তার স্বেচ্ছাসেবীদের অনেক অবদান রয়েছে।

> *“আমাদের কর্মীরা সবাই স্থানীয় হওয়ায় তারা অনেক মানুষের কাছে যেতে পেরেছেন। আমি মনে করি, এ কারণেই পিফরডি এতো সফল হয়েছে।”*- শরীফ উদ্দীন

BERHTALA MEGHNA SOMAJKALLYAN SAMITI

"Unity, education, and sports — these are the three pillars of our small organisation," says Md Shamsuzzaman. He along with a few other locals, formed the civil society organisation (CSO) Berhtala Meghna Somajkallyan Samiti in1980 at Paniswar Union of Brahmanbaria District.

> *"Our idea was to establish peace. Four decades ago, the vast number of illiterate people did not have any jobs. As a result, the level of crime was high, which led to chaos and friction in the community. Through literacy programmes and sports, we united the people."*

After collecting funds from the villagers, the organisation's first project was to set up a night school for adults where primary education would be provided for everyone. *"I remember how some of us collected money to buy kerosene so we could use oil lamps at night. Many of the students were day labourers or farmers, so we had to take classes at night. And back then the village had no electricity,"* says Shamsuzzaman, adding that the organisation has also been organising the largest cricket and football tournament in the Union for the last four decades.

In addition, 127 primary schools in Sarail Upazila are under a stipend programme run by Berhtala Meghna Somajkallyan Samiti with donations from philanthropists. *"We know how a community is affected if students drop out, so, we try to give them stipends to stay in school. Each year, around 400 stipends are paid to outstanding students at the primary level,"* mentions the CSO leader, pointing out that the organisation's volunteers also check school attendance and intervene when students drop out.

As a partner with P4D, the organisation has carried out multiple SAPs with local volunteers.

Shefali Sutra Dhar, a primary school teacher, led the SAP on curbing child marriage of underaged girls. She thinks it is an unacceptable social crime, and young female students suffer from it. *"These young girls are married off because their poor parents think that they are a liability. So, we decided to educate them on how girls can be assets too,"* says Shefali, adding that the SAP carried out backyard meetings involving local leaders and around 700 community members. *"We spread awareness on how child marriage is a crime with disastrous consequences for the child brides, and we also made the parents take an oath to not let their girls be married off before their education is complete."*

Another MAP member, Alamgir Miah, led the SAP on improving the quality of education in primary schools. He has been a part of the CSO for a very long time and has previous experience with its education programmes. *"From our prior experience we learned that to ensure quality education, the guardians must become involved. So, we intervened in three local primary schools to organise monthly parents' meetings with teachers,"* says Alamgir, adding that this helped the parents know what is taught at school and what needs to be done at home. *"We also worked with the school management committees to find out the reason for school dropouts and suggested offering a stipend or food programmes to keep children in school."*

The CSO leader, Shamsuzzaman was one of the country's first Readymade Garments workers' union leaders in the 1980s. He says leaders are important to change systems, and P4D proved to be a great platform for developing leaders through these projects. *"I am getting old myself, but our social work must go on. The next generation of leaders was created by P4D, and that is good for the future."*

বেড়তলা মেঘনা সমাজকল্যাণ সমিতি

"আমাদের ছোট্ট সংগঠনের তিন মূলনীতি হলো ঐক্য, শিক্ষা এবং ক্রীড়া," বলছিলেন মোঃ শামসুজ্জামান। ১৯৮০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার পানিশ্বর ইউনিয়নের আরো কয়েকজন বাসিন্দাকে নিয়ে তিনি বেড়তলা মেঘনা সমাজকল্যাণ সমিতি নামের সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন।

> *"আমাদের লক্ষ্য ছিল এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। চার দশক আগে পড়ালেখা না জানা প্রচুর মানুষের কোনো কাজ-কর্ম ছিল না। যে কারণে, এখানে অপরাধ, হানাহানি ও বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকতো। লেখাপড়া ও খেলাধুলার মাধ্যমে আমরা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছি।"*- মোঃ শামসুজ্জামান

গ্রামবাসীর কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের পর সংগঠনের প্রথম কাজ ছিল সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। শামসুজ্জামান বলেন, *"রাতে বাতি জ্বালানোর জন্য কয়েকজন মিলে কেরোসিন কেনার টাকা তোলার কথা আমার এখনো মনে আছে। নৈশবিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ছাত্রই ছিলেন দিনমজুর অথবা কৃষক। তাই, যখন এ এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না, সেইসময়ও আমাদেরকে রাতেই ক্লাস নিতে হয়েছিল।"* তিনি আরো জানালেন, গত চার দশক ধরে ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে আসছে তাদের সংগঠন।

এছাড়া, সমাজসেবীদের অনুদানের টাকায় সংস্থাটি একটি বৃত্তি কর্মসূচী পরিচালনা করে। এ কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে সরাইল উপজেলার ১২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। *"আমরা জানি, একটা এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখা ছেড়ে দিলে ঐ এলাকার কতোটা ক্ষতি হয়। তাই আমরা তাদেরকে স্কুলে রাখতে বৃত্তি দেয়ার চেষ্টা করি। প্রতি বছর প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ৪০০ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেয়া হয়,"* বলছিলেন সমিতির সভাপতি। তিনি আরো জানান, সংগঠনের কর্মীরা নিয়মিত স্কুলের হাজিরা খাতা দেখেন এবং কোনো শিক্ষার্থী পড়ালেখা ছেড়ে দিলে সে ব্যাপারেও খোঁজখবর নেন।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সংস্থাটি। স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণে বেড়তলা মেঘনা সমাজকল্যাণ সমিতি কয়েকটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনা করেছে।

বাল্যবিবাহ বিষয়ক একটি এসএপি পরিচালনা করেছেন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শেফালী সূত্র ধর। তার মতে, বাল্যবিবাহ একটি অগ্রহণযোগ্য সামাজিক অপরাধ, যার ভুক্তভোগী হয় ছোট ছোট ছাত্রীরা। *"গরিব বাবা-মায়েরা ছোট ছোট মেয়েদেরকে বোঝা মনে করেন বলেই তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেন। তাই মেয়েদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায় শেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা,"* বলছিলেন শেফালি।

তিনি আরো জানান, এসএপি সফল করতে প্রায় ৭০০ গ্রামবাসী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে তারা বেশ কিছু উঠান বৈঠক আয়োজন করেছেন। *"বাল্যবিবাহের কারণে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের যে ভয়ঙ্কর পরিণতি হয় এবং এটা যে একটা অপরাধ এ ব্যাপারে আমরা সচেতনতা তৈরি করেছি। অভিভাবকদেরকে তাদের মেয়েদের পড়ালেখা শেষ হওয়ার আগে বিয়ে না দেয়ার শপথ করিয়েছি।"*

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেছেন স্বেচ্ছাসেবী আলমগীর মিয়া। দীর্ঘদিন ধরেই এ সমিতির সাথে আছেন তিনি। শিক্ষা বিষয়ক এমন প্রকল্পে তিনি আগেও কাজ করেছেন।

"অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আগে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাই আমরা ইউনিয়নের তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাসিক অভিভাবক সমাবেশ আয়োজনের ব্যবস্থা করেছি," বলছিলেন আলমগীর। তিনি আরো জানান, এ উদ্যোগ অভিভাবকদেরকে স্কুলের পড়ালেখা এবং বাড়ির কাজ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে। *"স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণগুলো খুঁজে বের করতে আমরা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কাজ করেছি। বাচ্চাদেরকে স্কুলে রাখতে বৃত্তি অথবা খাবার দেয়ার কথা বলেছি।"*

সমিতির সভাপতি শামসুজ্জামান ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের একজন নেতা ছিলেন। তিনি মনে করেন, প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এসএপিগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব তৈরির দারুণ একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে পিফরডি। *"আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। পিফরডির মাধ্যমে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য এটা খুবই ভালো একটা ব্যাপার।"*

MITALI SOMAJKALLYAN SAMITI

Mitali Somajkallyan Samiti, established in 1978, is renowned for its annual Nokkhotrer Mela (carnival of stars) where the most dedicated teachers, guardians, students, farmers, doctors, newsmen, lawyers, and philanthropists of Sarail Upazila are honoured for their contributions. *"Our organisation is immensely popular for this annual programme. It is an initiative that promotes good work,"* says CSO leader Mahbub Khan, who is a journalist by profession but also a dedicated social worker.

Mitali Somajkallyan Samiti first started four decades ago to promote sports and cultural activities, but it gradually shifted to social work as the community needed additional support due to its remoteness and lack of government support. *"We realised that the community needed help to improve infrastructure, health, and education. We got support from affluent community members and went to work for the people,"* explains Mahbub.

The organisation has helped build roads, culverts, primary schools, and contributed to keeping children in school by implementing an annual stipend programme for 300 students from its own fund. *"We like to promote healthy competition among the students. They are more interested in studies if there are such incentives. Also, we sponsor a scout's group for voluntary work, and anyone under 18 can join,"* said Mahbub, adding that the organisation also assists people with income generation through entrepreneurship training. *"By partnering with other NGOs, we have provided training to a hundred youth on vegetable and fish farming in our community."*

Mitali Somajkallyan Samiti works extensively with the government's Department of Social Services by enlisting people with disabilities for social safety net programmes and observing national events. The organisation has been a P4D strategic partner at the grassroots level through dedicated Social Action Projects (SAPs).

Volunteer Robindro Bhoumik led the SAP on improving the quality of education at the union by working with education officials. The organisation set up guardians' councils in three primary schools to bridge the gap between the school management committee and residents. *"The primary students are very young and are not aware of what is taught. So, we decided to set up guardians' councils that could meet with school committees to ensure that children got proper lessons,"* says Bhoumik, adding that both the teachers and guardians have become more attentive through this initiative.

Firoza Begum, who worked on the SAP to curb child marriages, said she thinks that this social problem cannot be resolved unless the people hear about its flaws from the victims themselves. *"Our Union Council member Md Ali had married off his daughter when she was just 13. The girl died of pregnancy-related complications, and we held 9 meetings where Ali talked about his mistake to 400 villagers,"* said Firoza.

A repentant Ali also talked about how he made the biggest mistake of his life by marrying off his daughter early.

> *"No one will know my suffering unless they face it themselves. An early marriage means a young life lost. Everyone should know about the adverse health effects associated with child marriage."*

CSO leader Mahbub thinks good governance can only be achieved if the community is aware of different social aspects. *"We worked on social welfare issues before, but through P4D, we reached more people by diversifying our activities. I am proud to have played my part, and my volunteers feel the same."*

মিতালী সমাজকল্যাণ সমিতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দেওড়া গ্রামে অবস্থিত জেলার বিখ্যাত একটি নাগরিক সংগঠন। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মিতালী সমাজকল্যাণ সমিতি তাদের বার্ষিক আয়োজন নক্ষত্রের মেলার জন্য বিখ্যাত। এ অনুষ্ঠানে সরাইল উপজেলার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, কৃষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সমাজসেবীদেরকে তাদের অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। *"এই বার্ষিক আয়োজনের জন্য আমাদের সংগঠন খুবই বিখ্যাত। এটা ভালো কাজের প্রসার ঘটানোর একটা উদ্যোগ,"* বলছিলেন সমিতির সভাপতি মাহবুব খান। পেশায় সাংবাদিক হলেও তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী।

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিকাশ ঘটাতে চার দশক আগে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার হাত ধরে যাত্রা শুরু করে মিতালী সমাজকল্যাণ সমিতি। কিন্তু সরকারি সহায়তার অভাবে ঐ প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের বাড়তি সাহায্যের প্রয়োজন হলে সংস্থাটি ধীরে ধীরে সামাজিক কর্মকান্ডের দিকে মনোযোগী হয়। *"আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, এই এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সাহায্য প্রয়োজন। আমরা ধনী লোকদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে গেছি,"* বলছিলেন মাহবুব।

সংস্থাটি রাস্তা, কালভার্ট ও প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরিতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, নিজেদের তহবিল থেকে ৩০০ ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করার মাধ্যমে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

মাহবুব বলেন, *"আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি করতে চাই। এরকম প্রেরণা পেলে তারা পড়াশোনায় আরো আগ্রহী হবে। এছাড়া, একটি স্কাউট দলের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে আমরা আর্থিক সহায়তা দেই। ১৮ বছরের কমবয়সী যে কেউ এখানে অংশগ্রহণ করতে পারে।"* তিনি আরো জানান, তাদের সমিতি ব্যবসার মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপার্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। *"বিভিন্ন এনজিওর সাথে মিলে আমরা একশো যুবককে সবজি ও মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দিয়েছি।"*

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন এবং প্রতিবন্ধীদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে সংস্থাটি সরকারের সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করছে।

পিফরডি প্রকল্পেও কাজ করেছে সংস্থাটি। নির্দিষ্ট সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে পিফরডি।

শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক এসএপি বাস্তবায়নে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করেছেন স্বেচ্ছাসেবী রবীন্দ্র ভৌমিক। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার দূরত্ব কমাতে তারা তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক পরিষদ গঠন করেছেন। *"প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই ছোট। তারা পড়ালেখার ব্যাপারে বেশি কিছু বোঝে না। তাই বাচ্চাদের পড়ালেখার ব্যাপারে স্কুল কমিটির সাথে কথা বলার জন্য আমরা অভিভাবক পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি,"* বলছিলেন ভৌমিক। তিনি জানান, এখন শিক্ষক অভিভাবক দুই পক্ষই আগের চেয়ে যত্নবান হয়েছেন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ক এসএপিতে কাজ করেছেন ফিরোজা বেগম। তার মতে, মানুষ সরাসরি বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েদের কাছ থেকে এর কুফলগুলো না শুনলে এই সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে না। *"আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মো: আলী তার মেয়েকে মাত্র তেরো বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সন্তান ধারণ করতে গিয়ে মেয়েটি মারা যায়। আমাদের আয়োজিত নয়টি বৈঠকে ৪০০ জন গ্রামবাসীর সামনে অনুতপ্ত আলী তার ভুলের কথা স্বীকার করেছেন,"* বলছিলেন ফিরোজা।

মেয়েকে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যে বিরাট ভুল করেছেন, সে ব্যাপারে দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে আলী বলেন,

> *"নিজে ভুক্তভোগী হওয়ার আগে কেউই আমার কষ্ট বুঝবে না। একটা বাল্যবিবাহ মানে একটা নিস্পাপ জীবন শেষ। বাল্যবিবাহের স্বাস্থ্যগত কুফলগুলো সবারই জানা উচিত।"*

সমিতির সভাপতি মাহবুব মনে করেন, সাধারণ মানুষ সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হলেই কেবল সুশাসন অর্জন করা সম্ভব। *"আমরা আগেও সমাজকল্যাণমূলক কাজ করেছি। কিন্তু পিফরডির সাথে অন্যান্য বিষয়েও কাজ করার মাধ্যমে আমরা আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। এই কাজ করতে পেরে আমি ও আমার কর্মীরা গর্বিত।"*

FENI

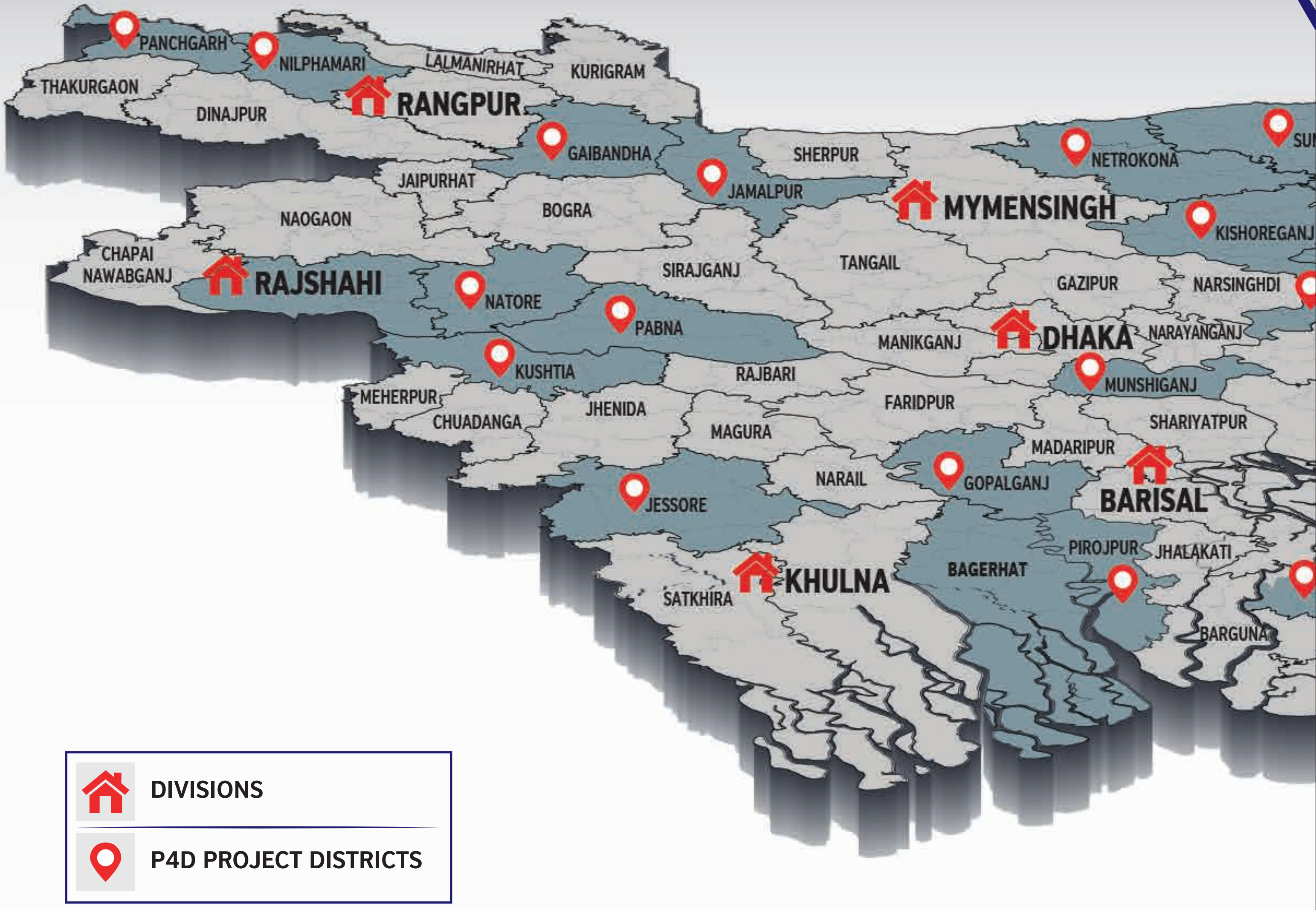
PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAMALPUR
JAIPURHAT
MYMENSINGH
NAOGAON
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
NATORE
GAZIPUR
NARSINGHDI
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
FARIDPUR
JHENIDA
CHUADANGA
SHARIYATPUR
MAGURA
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
BANDARBAN
PATUAKHALI
COX'S BAZAR

JUI SOCIETY

Feni-based civil society organisation (CSO), Jui Society, started as a centre for entrepreneurship development at the Selonia Bazar village in 1998. The organisation had pioneered a unique education and employment programme by enrolling students in skill development internships.

"We wanted young college students to join the organisation so that they could learn different skills like raising poultry and fish farming," says founder of the organisation, Mosharraf Hossain.

What made the organisation's approach unique was the co-operative investment option, which enabled the organisation to provide seed funding for new ventures among young entrepreneurs who do not have enough credit to receive bank loans. *"This approach helped many people get financial assistance for entrepreneurship development. Up until now, we have helped launch around a hundred fish farms, four hundred poultry farms, and a few embroidery shops,"* said the CSO leader, adding that the organisation also focuses on social development through education and health programmes.

The Jui Bidya Niketon School and Nurani Madrasa are two educational institutions run by the Jui Society. The two schools pay special attention to cultural and social volunteering activities to help students learn from extracurricular activities. *"We promote cultural and volunteering activities to develop the students as engaged and informed citizens,"* says CSO leader Mosharraf. With additional revenue from its programmes, the Jui Society also helps operate a free health clinic, where around 3,000 people have received treatment.

Jui Society joined P4D as a strategic partner to implement Social Action Projects (SAP) that promote policy instruments for good governance at the grassroots level. The organisation has worked on multiple SAPs including improving access to health, improving the quality of education, and promoting the Right to Information (RTI) Act.

Volunteer Giasuddin Sobuj, who worked on the SAP on improving community clinic services in the Union, said his group consulted around 400 locals at backyard meetings. They identified two topics of discussion; adequate time of patient care and proper treatment.

> *"The doctor is present from morning to noon, which is a small window for patients to get proper treatment. So, we intervened at the civil surgeon's office to ensure that the physician is present for at least six hours,"* said Sobuj.

He added that the locals were able to present their concerns to government officials through P4D's intervention.

Purnima Rani Das, another volunteer, worked to raise awareness of the RTI Act. She thought it was a very challenging project as many of the participants had no idea what the policy is about and nor what it does.

"Most of the locals had no knowledge about it, so we ran a comprehensive education programme. We gathered elected chairmen, residents, and government officials in backyard meetings and demonstrated how an RTI application can be filed for any sort of government information request as long as it does not compromise national security," said Rani. She felt especially encouraged in this work as many participants were eager to learn about the policy and asked many questions.

CSO leader Mosharraf Hosssain stated that the SAPs were able to educate many community members on multiple, important issues. He spoke about how citizens' participation and inquisition can help ensure good governance, and through more SAPs like these, they can continue to make a greater impact in thier District. *"We were able to reach about 1,200 people through different SAPs, and many important topics were yet to be explored. We told the participants to spread the information to others. We could do much more if there was more time,"* he said.

Mosharraf hopes that his organisation can replicate the lessons learned from the P4D project in future initiatives so that more citizens can actively participate in meaningful dialogue within the community and learn how to seek important information from public service providers.

জুঁই সোসাইটি

১৯৯৮ সালে উদ্যোক্তা তৈরির কেন্দ্র হিসেবে ফেনীর সেলোনিয়া বাজারে জুঁই সোসাইটি নামের সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে। কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক ইন্টার্নশীপ চালু করার মধ্য দিয়ে সংগঠনটি ছাত্রদের জন্য এক অভিনব শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মোশাররফ হোসেন বলেন, *"আমরা কলেজ ছাত্রদেরকে সংগঠনে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি যেন তারা মাছ চাষ এবং খামার করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।"*

সংগঠনের সমবায় বিনিয়োগ ব্যবস্থার কারণে অন্যান্য সংগঠন থেকে এটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক যেসব ছাত্র ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে না, এ ব্যবস্থায় তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। মোশাররফ বলেন, *"উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক অনেক মানুষকে আমরা আর্থিক সহায়তা দিয়েছি। এখন পর্যন্ত আমরা প্রায় ১০০টি মাছের খামার, ৪০০টি মুরগির খামার এবং কিছু অ্যাম্ব্রয়ডারির দোকান গড়ে তুলতে সাহায্য করেছি।"* তাছাড়া, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নেও কাজ করে এ সংগঠন।

সংস্থাটির অধীনে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জুঁই বিদ্যা নিকেতন নামের একটি স্কুল ও একটি নুরানী মাদ্রাসা। দুটি প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে নিযুক্ত হতে উৎসাহ দিয়ে থাকে। মোশাররফ নিজে চারুকলা থেকে স্নাতক পাশ করেছেন। তিনি বলেন, *"আমরা ছাত্রদেরকে সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী কাজে উদ্বুদ্ধ করি, যেন তারা যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।"* তিনি আরো জানান, সংগঠনের প্রাপ্য লভ্যাংশ দিয়ে তারা একটি ক্লিনিক পরিচালনা করেন, যেখানে প্রায় ৩০০০ মানুষ বিনামূল্যে সেবা নিয়ে থাকে।

সংস্থাটি প্ল্যাটফর্মস ফর ডায়লগের (পিফরডি) কৌশলগত সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জুঁই সোসাইটি এ প্রকল্পের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্য অধিকার বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক এসএপিতে কাজ করেছেন স্বেচ্ছাসেবী গিয়াসউদ্দিন। তার কর্মীবাহিনী প্রায় ৪০০ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে নিয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করে। তারা পর্যাপ্ত সময় রোগী দেখা ও সুচিকিৎসা নিয়ে দুটি আলোচনার বিষয়বস্তু চিহ্নিত করে।

> *"ক্লিনিকে ডাক্তার থাকেন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে অনেকেই সেবা নিতে পারেন না। ফলে, রোগীদেরকে চিকিৎসা না নিয়েই বাড়ি ফিরতে হয়। তাই আমরা সিভিল সার্জনের অফিসে গিয়ে চিকিৎসকদেরকে অন্তত ছয় ঘন্টা ক্লিনিকে সময় দেয়ার দাবি জানাই,"* বলছিলেন গিয়াসউদ্দিন।

তিনি আরো জানান, পিফরডির সহায়তায় এলাকাবাসী সরাসরি সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে তাদের দাবি জানাতে পেরেছেন।

তথ্য অধিকার বিষয়ক এসএপির পরিচালক পুর্নিমা রানী দাস। তার মতে, বেশিরভাগ মানুষেরই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা নেই। যে কারণে এসএপিটি তাদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল।

"এলাকার বেশিরভাগ মানুষই তথ্য অধিকারের ব্যাপারে জানতো না। তাদেরকে এ ব্যাপারে জানাতেই আমরা এসএপিটি বেছে নিয়েছি। আমাদের উঠান বৈঠকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সরকারি কর্মকর্তা এবং গ্রামবাসীদের একত্রিত করেছি। বৈঠকে গ্রামবাসীকে তথ্য অধিকার ব্যবস্থায় আবেদন করার নিয়ম শেখানো হয়।" রানী আরো বলেন, বৈঠকে প্রচুর মানুষ অংশ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়।

সংগঠনের সভাপতি মোশাররফ হোসেনের মতে, এসএপিগুলোর মাধ্যমে মানুষ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকাসহ বিভিন্ন বিষয় জেনেছে। তবে, প্রকল্পগুলোর জন্য বরাদ্দ সময় যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তিনি। *"এসএপিগুলোর মাধ্যমে আমরা ১২০০ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। এর বাইরে রয়ে গেছে আরও অনেকেই। আমরা অংশগ্রহণকারীদেরকে তথ্যগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে বলেছি। আরেকটু সময় পাওয়া গেলে ভালো হতো।"* পিফরডির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে তারা নিজেদের উদ্যোগে কাজ করবেন বলেও জানান তিনি।

Chadpur Sarbik Gram Unnaon Somobay Somity Ltd.

Ensuring youth can gain the skills and knowledge they need to be self-sufficient and contribute to society is key to community development. The Chadpur Sarbik Gram Unnaon Somobay Somity Ltd. in Feni is a cooperative in Dagonbhuiyan Upazila working to improve social welfare and community development, especially by lifting up local youth. Since its founding in 2010, the organisation has been a trusted institution in the community as a centre for understanding the importance of savings, skills training, and self-employment resources. *"Our main focus is to assist youth to become self-sufficient through the development of entrepreneurship,"* says the cooperative's leader, Abu Bakar.

With the monthly fees from 300 members, the organisation sponsors skills development workshops for people who are eager to earn a living working in agriculture, fisheries, or embroidery. By partnering with the Centre for Professional Development Programme (CPDP), the cooperative also provides training on computer literacy and specialized mechanical skills. In the last decade, around 1,000 people have become financially self-sufficient through the organisation's assistance programme and training workshops.

In addition, the organisation also contributes to social welfare by helping low-income people buy rickshaws or tricycle-vans at a subsidized rate. They also contribute to the improvement of sanitation systems, health services, and education in the community. *"We actively work to ensure that every resident in the Union has proper sanitation services. By working with the government offices, we were able to declare the Union under full sanitation coverage in 2010,"* added Abu Bakar.

More recently, Chadpur Sarbik Gram Unnaon Somobay Somity Ltd was enlisted as one of P4D's strategic partners. With guidance from P4D, the cooperative is implementing Social Action Projects (SAPs) that promote policy instruments designed for good governance.

The organisation has focused their SAPs on reducing drug abuse, improving the quality of education, and ensuring proper health care. Volunteer Abu Taher Babu, an undergraduate student, led the SAP on curbing drug abuse. He has seen firsthand how students are disproportionately affected by increasing drug use, and he determined that increased awareness along with strong administrative action would mitigate this problem.

> *"As part of the SAP, we brought together religious leaders, law enforcement, teachers, and community members to learn more about the issues around drug abuse,"*

he said, adding that the government officials promised to be more vigilant about reducing drug trafficking in the region.

Another volunteer, Zihad, led the SAP on improving health care in community clinics. Based on government data, he determined that only one community clinic in the Union provides healthcare to more than 7,000 people. *"The service was inadequate, and people had to travel long distances for basic healthcare. It is especially troublesome for pregnant women, and we wanted the health department to look into the matter,"* said Zihad. He also noted that the installation of P4D sponsored Citizen's Charters and public hearings increased patient numbers and helped thousands more access healthcare.

Lastly, the volunteers who worked on improving the quality of education at local high schools determined that most students did not regularly attend lessons because the parents were not made aware of the benefits of education. *"We found that there is no system that allows teachers to keep track of student attendance, so we encouraged the school management committee to make students' attendance record be a criterion for evaluating their final results. This helped increase student attendance to a great extent,"* he said, adding that the guardians were also notified about the importance of attendance in their Wards.

CSO leader Abu Bakar said that the P4D project provided a unique opportunity for the organisation as it shifted focus more on raising social awareness and improving education. *"The organisation has already realised that such awareness programmes can reach a huge number of people at the grassroots. This experience will help us improve our social welfare activities, especially for youth."*

চাঁদপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড

তরুণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতার বিকাশ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই একটি সমাজের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব: এগুলোই সমাজ কল্যাণের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২০১০ সাল থেকে ফেনীর দাগনভূঁঞা উপজেলাবাসীর জীবনমান উন্নত করতে কাজ করছে চাঁদপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য এলাকার গরিব মানুষদের কাছে সংস্থাটি নির্ভরতার প্রতীক হয়ে ওঠে। সংগঠনের সদস্য আবু বকর বলেন, *"আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবকদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা, যেন তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে।"*

সমবায়ের মোট ৩০০ জন সদস্য প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা অনুদান দেন। সেই টাকা দিয়ে কৃষিকাজ, মাছ চাষ কিংবা অ্যান্ত্রেপ্রেনারির কাজে আগ্রহী লোকজনকে সহায়তা করা হয়। সেন্টার ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (সিপিডিপি) সাথে যৌথভাবে কাজ করে সংস্থাটি কম্পিউটার শিক্ষা ও বিশেষ মেকানিক্যাল কাজের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে। গত এক দশকে প্রায় এক হাজার মানুষকে আর্থিক সহায়তা বা প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তুলেছে এ সংস্থা।

পাশাপাশি, তারা প্রান্তিক মানুষদেরকে রিকশা বা ভ্যান কিনে দিয়ে, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে সমাজ কল্যাণেও ভূমিকা রেখেছে। *"ইউনিয়নের সবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছি। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে ২০১০ সালে আমরা এ প্রকল্পে সফল হয়েছি,"* জানালেন আবু বকর।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ সংস্থা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্থাটি পিফরডি প্রকল্পের মাদকাসক্তি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

স্বেচ্ছাসেবী আবু তাহের বাবু একজন স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। তিনি মাদকাসক্তি বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেন। মাদকাসক্তি কীভাবে ছাত্রদের ক্ষতি করে, তা তিনি নিজ চোখেই দেখেছেন। তার মতে, সচেতনতার পাশাপাশি দৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

> *"এসএপির অংশ হিসেবে আমরা ধর্মীয় নেতা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, শিক্ষক ও এলাকাবাসীকে নিয়ে কয়েকটি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করেছি। বৈঠক ও পোস্টারের মাধ্যমে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো তুলে ধরা হয়।"* - আবু তাহের

তিনি আরো জানান, মাদক পাচার রোধে আরো সতর্ক হওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন সরকারি কর্মকর্তারা।

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেন জিহাদ। সরকারি তথ্য ঘেঁটে তিনি জানান, প্রায় ৭০০০ মানুষ তাদের কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেন। *"যথেষ্ট ক্লিনিক ও হাসপাতাল না থাকায় মানুষকে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এই ক্লিনিকে আসতে হয়। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য এটা বেশ কষ্টকর। তাই আমরা স্বাস্থ্য বিভাগকে এ ব্যাপারে কিছু করার তাগিদ দেই।"* তিনি আরো জানান, পিফরডির অর্থায়নে সিটিজেন চার্টার ও গণশুনানি আয়োজন করায় রোগীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি হাজার হাজার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাও সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষার মান বিষয়ক এসএপির কর্মীদের মতে, শিক্ষার সুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের অজ্ঞতাই ছাত্রদের ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার মূল কারণ। *"আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি, স্কুলে ছাত্রদের উপস্থিতি বাড়ানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই আমরা স্কুল কমিটিকে বলি যেন তারা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে মূল পরীক্ষার সাথে কিছু নম্বর যুক্ত করেন। এ পদ্ধতি ছাত্রদের স্কুলে নিয়মিত আসতে বাধ্য করে।"* তাছাড়া, ছাত্রদের উপস্থিতির বিষয়ে অভিভাবকদেরও অবগত করা সম্ভব হয়।

সমিতির সভাপতি আবু বকরের মতে, সামাজিক সচেতনতা ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করায় পিফরডির প্রকল্প থেকে এক অনন্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার সংগঠন। *"আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে হাজার হাজার প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। এ অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম উন্নত করতে সহায়তা করবে।"*

TARUN SANGHA

The youth organisation, Tarun Sangha in Enayet Nagar of Feni District, greets its guests with an attractive collection of trophies, mostly from sports and cultural competitions. The civil society organisation (CSO) was formed in 1986 to engage youth in social welfare programmes and reduce drug use. *"The youth of this country do not have much to do in their free time. So, the organisation aimed to engage them in sports, cultural activities, and social welfare,"* says a third-generation leader of the organisation, TS Rocky.

Noted for its good work in skill development and volunteerism, Tarun Sangha now has 500 members — mostly students in schools, colleges, and universities— all of whom are non-smokers. Rocky said, *"this is a requirement for membership in our organisation."* Their effort to make children aware of drug abuse has paid off, he said.

Apart from relief work during floods or harsh winters, the youth organisation provides training on entrepreneurship development and community management. Tarun Sangha also runs a football academy and a primary school. *"We try to take a holistic approach to social development. We recruit dedicated, young volunteers from our school, and the football academy is one of the finest in the region,"* Rocky said pointing to the trophies. He adds that the skill development programme has trained around 2,000 youth in poultry and fish farming as well as computer literacy and mobile repairing.

The youth organisation has partnered with BRAC and the Government of Bangladesh to identify and enlist people with disabilities for social safety net programmes as well. An annual 4km cleaning march is also carried out by the organisation to promote sanitation and waste management.

Tarun Sangha has been a strategic partner of P4D to promote good governance by carrying out Social Action Projects (SAPs) with their community members.

Volunteer Arifur Rahman, who led a project on Right to Information (RTI) and Grievance Redress System (GRS), said they chose these areas because people do not know about them nor how these instruments can be leveraged to apply for information and officially address grievances.

> *"If the residents are unhappy with any public service, they mostly protest on roads, and this just creates a rift between leadership and citizens. So, we introduced them to RTI and GRS,"*

he said, adding that the P4D intervention reached more than 600 people through backyard meetings where these were explained and discussed.

Mosharraf Hossain worked on the project to improve health services at community clinics. They scouted three community clinics in three adjacent Unions and determined lack of information and negligence of the physicians as two main problems that needed to be addressed. Imran, another volunteer of the group, says that they had several meetings with relevant officials about information charters. *"We put up three Citizen's Charters at the clinics so that the Union residents can easily find out what services could be availed there. Now, the residents know that 29 types of medicine can be obtained for free, and meetings with government officials resulted in better attendance, of the physicians,"* adds Mosharraf.

CSO leader, TS Rocky, said that social welfare has always been a core aim of the organisation and that helped them implement the SAPs efficiently. *"Our volunteers worked relentlessly, as social development is our only objective."*

তরুণ সংঘ

ফেনীর এনায়েত নগরে অবস্থিত তরুণ সংঘের অফিস বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আকর্ষণীয় সব ট্রফি দিয়ে সাজানো। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সংঘটি তরুণদেরকে মাদক থেকে দূরে সরিয়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত করেছে। *"আমাদের দেশে যুবকদের অবসরে করার মত তেমন কোনো কাজ থাকেনা। তাই আমরা তাদেরকে বিভিন্ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত করার কাজ শুরু করি,"* বলছিলেন সংস্থাটির তৃতীয় প্রজন্মের নেতৃত্ব টি এস রকি।

দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বেচ্ছাসেবী কাজে সুনাম অর্জন করা এই তরুণ সংঘে বর্তমানে ৫০০ জন সদস্য রয়েছে। এদের মধ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রও আছেন। তারা কেউই ধূমপান করেন না। রকি জানান, *"এ সংঘে কাজ করার ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।"*

ছাত্রদেরকে মাদক সম্পর্কে সচেতন করতে তাদের যে প্রচেষ্টা, তা সফল হয়েছে বলে মনে করেন রকি।

শীতকালে এবং বন্যার সময় ত্রাণ বিতরণ করার পাশাপাশি এই সংঘ উদ্যোক্তা তৈরি ও সমাজ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেয়। একটি ফুটবল একাডেমি ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও পরিচালনা করে সংস্থাটি। অফিসের ট্রফিগুলো দেখিয়ে রকি বলেন, *"সমাজ উন্নয়নে আমরা একটি সার্বিক ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের স্কুল ও ফুটবল একাডেমি থেকে আমরা এলাকার সেরা যুবকদেরকে বাছাই করি।"* তিনি আরো জানান, দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পে তারা ২০০০ যুবককে মাছ চাষ, মুরগীর খামার, মোবাইল ফোন মেরামত করা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকার ও ব্র্যাকের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পের জন্য প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ ও তালিকা করার কাজ করেছে। পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক চার কিলোমিটার স্যানিটেশন লং মার্চেরও আয়োজন করে থাকে তরুণ সংঘ।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ সংঘ। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটি এ প্রকল্পের কয়েকটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে।

তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেন আরিফুর রহমান। এই এসএপি নিয়ে কাজ করার কারণ হিসেবে তিনি জানালেন, বেশিরভাগ মানুষই এই আইন ও প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে জানে না। কীভাবে তথ্যের জন্য আবেদন করতে হয় বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দায়ের করতে হয়, সে সম্পর্কে কেউই অবগত নয়।

> *"সরকারি সেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট হলে বেশিরভাগ সময়ই লোকজন রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন। ফলে, নাগরিক ও নেতৃত্বের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাই আমরা তাদেরকে তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার সাথে পরিচিত করিয়ে দেই।"*
> - আরিফুর রহমান

তিনি আরো বলেন, পিফরডির সহায়তায় উঠান বৈঠক আয়োজন করে ৬০০ জনেরও বেশি মানুষকে এসব বিষয় শেখানো হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেন মোশাররফ হোসেন। তিনি ও তার সহযোগীরা তিনটি ইউনিয়নের তিনটি ক্লিনিক পর্যবেক্ষণ করে পর্যাপ্ত তথ্য ও সুচিকিৎসার আবশ্যকতা চিহ্নিত করেন। সমস্যা দুটি সমাধানেরও সিদ্ধান্ত নেন তারা। দলের আরেক স্বেচ্ছাসেবী ইমরান জানান, তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সিটিজেন চার্টার স্থাপনের বিষয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেন। *"আমরা ক্লিনিকগুলোতে তিনটি সিটিজেন চার্টার স্থাপন করি যেন ইউনিয়নের সবাই সহজেই প্রাপ্য সেবা সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। এখন ইউনিয়নবাসী সরকারের দেয়া ২৯ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে পাওয়ার কথাও জানেন। তাছাড়া, সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের ফলে ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসা সেবার মান উন্নত হয়েছে,"* বলছিলেন মোশাররফ।

তরুণ সংঘের সভাপতি রকি জানান, শুরু থেকেই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের কল্যাণ সাধন করা। তাই তারা সুষ্ঠুভাবে এসএপিগুলো সম্পন্ন করতে পেরেছেন। *"আমাদের মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক উন্নয়ন। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।"*

GAIBA

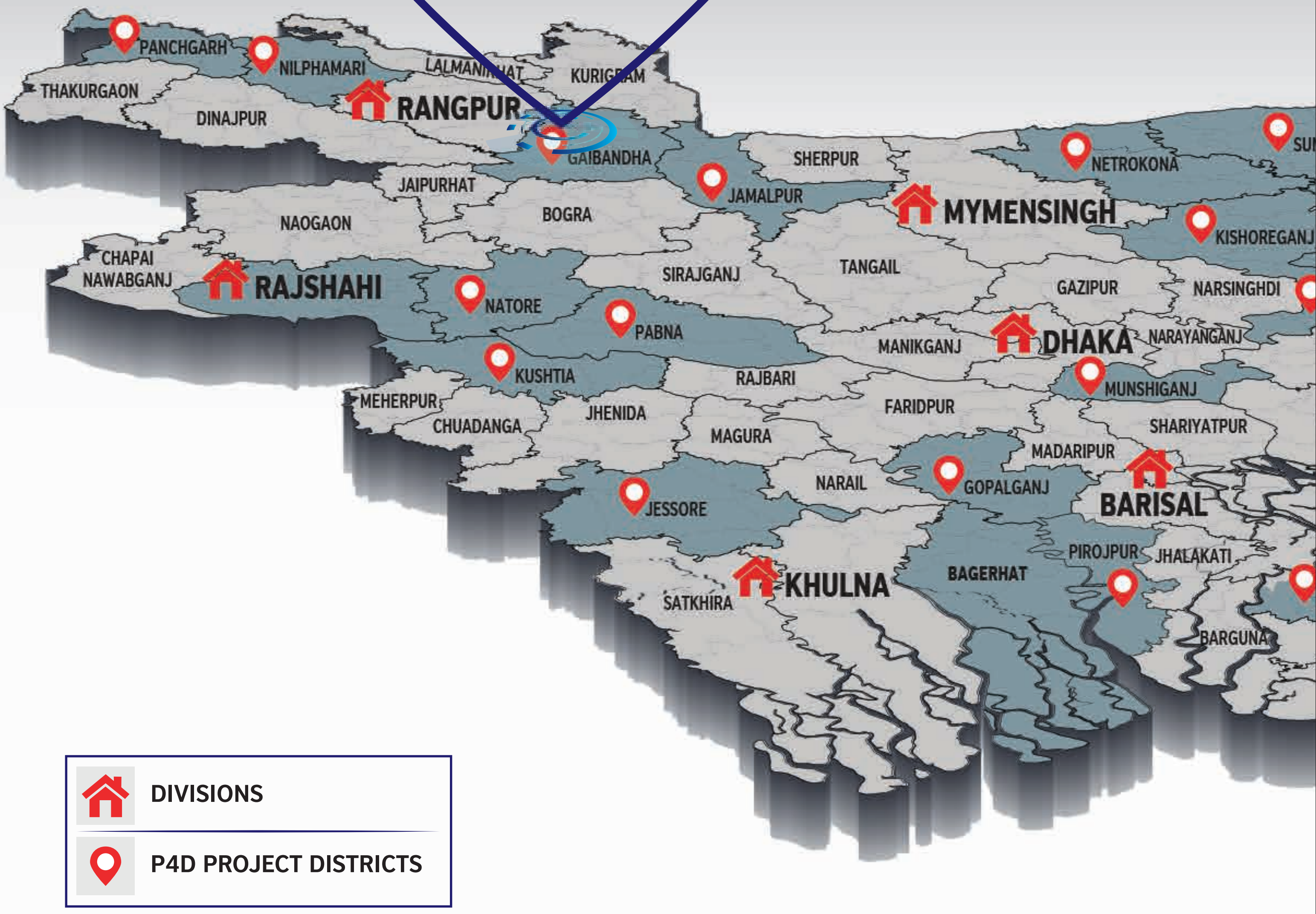
PANCHGARH
NILPHAMARI
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
KURIGRAM
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
KISHOREGANJ
NAOGAON
BOGRA
CHAPAI
NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
FARIDPUR
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

ANDHA

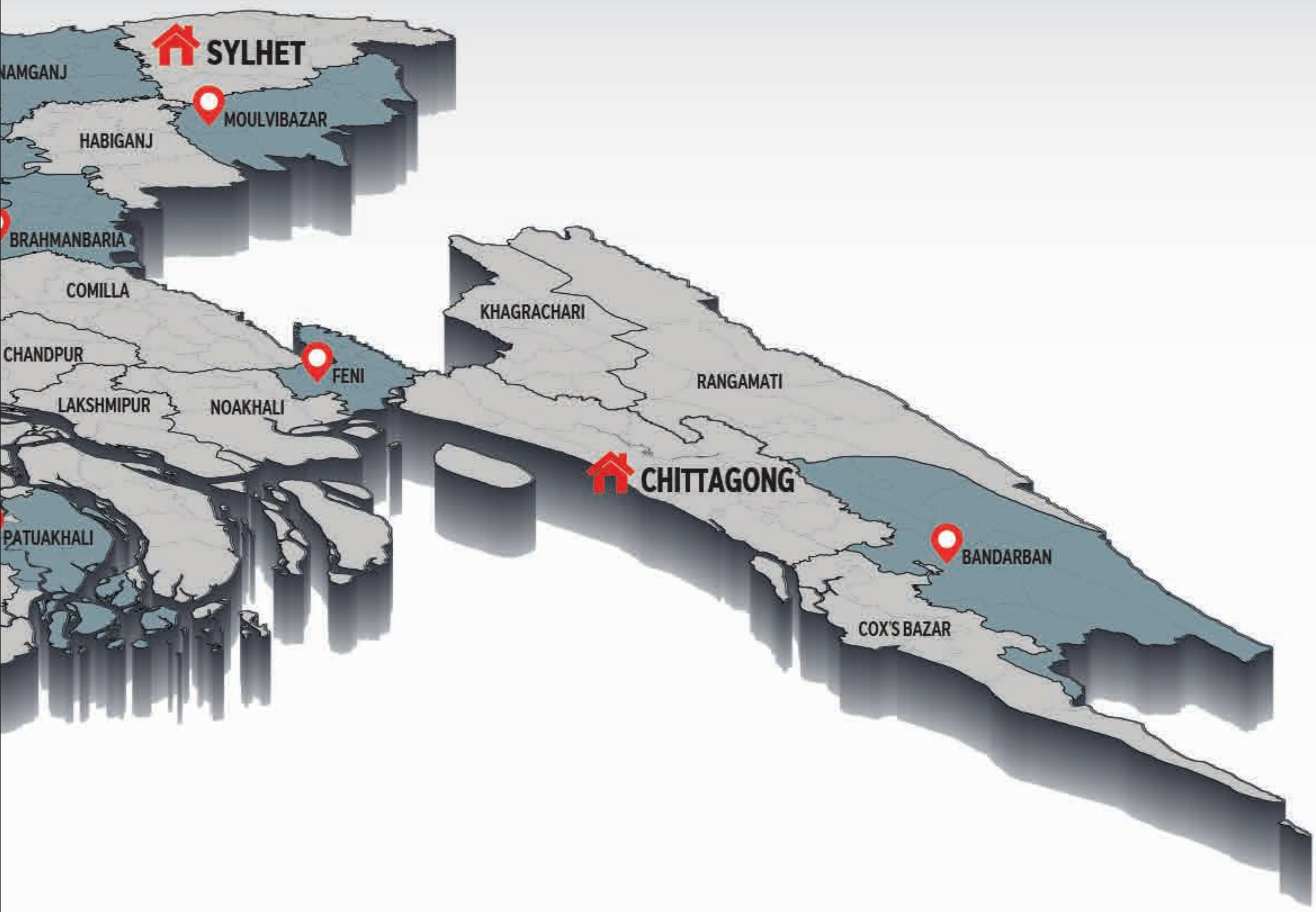

SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
KHAGRACHARI
CHANDPUR
FENI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

POLLI SOMAJ NARI UNNAYAN SANGATHAN

Rashida Begum had worked for BRAC for several years before she set up her own NGO in 1998. *"I had gathered valuable experience, and I wanted to establish an NGO to improve the socio-economic condition of women in our community,"* says Rashida Begum.

> *"Illiteracy and poverty are two main reasons behind the hardships of the people of Kholahati Union in Gaibandha Sadar Upazila. I had always dreamed of changing that narrative. My organisation is helping me reach that goal. Besides, I was an elected member and acting chairman of Kholahati Union Council for some time, which gave me further reason to pursue to my work."*

Rashida's organisation started coordinating voluntary social work with only two takas from each member per month and giving it to the needy. The subscription later rose to ten takas, but now, instead of going directly into social work, it goes into a savings account, from which those most in need can borrow, interest free. The organisation has also initiated outreach programmes and training courses for women and marginalised communities. So far, Polli Somaj Nari Unnayan Sangathan has trained more than 150 women and 12 transgender people in sewing and handicrafts. *"We raise awareness against child marriage and violence against women. We've stopped several early marriages in Kholahati. We have reinforced the concrete bases of more than 30 deep tube wells so that people can have uninterrupted access to safe water even during floods and other natural calamities."*

Polli Somaj Nari Unnayan Sangathan registered with the government's Department of Women's Affairs and Department of Cooperatives in 2016, and with the Department of Social Services in 2017, which further strengthened their mandate.

Polli Somaj Nari Unnayan Sangathan was selected to partner with Platforms for Dialogue (P4D), and has since managed three Social Action Projects (SAPs) under P4D's guidance.The SAPs include reducing student dropout, promoting the Citizen's Charter, and eliminating corruption in the local social safety net programme.

School dropout is a major reason behind the high illiteracy rate at Kholahati. SAP leader Md. Arif Mia and his group focused on re-enrolling students who had dropped out of Kholahati Farajipara Government Primary School.*"Nearly 50 of the total 192 students were irregular. After getting a list of the names from the school, we started meetings with the school management committee, teachers, and guardians to find out the causes behind the high dropout rate,"* says Arif.

"We found out that teachers' insincerity, lack of awareness among students and guardians, poverty, illness, lack of electric fans in the classrooms, and child marriage were the main reasons. Besides, there are only five teachers for whom it becomes very difficult to run classes in two shifts due to lack of resources."

Arif continued, *"after finding out the causes, we worked relentlessly to solve the issues, and now, almost all the dropouts are back in school. While working on this SAP, we also prevented the marriage of two girls in the fifth grade."*

During this process, the volunteers also addressed other problems like sanitary latrines and regular assembly. The SAP continues to monitor the school, and they are trying to replicate the same measures at other schools in the area.

In the SAP on anti-corruption, SAP leader Manik and his group met with all stakeholders and were able to set up a Citizen's Charter at the Kholahati Union Council.

"Nobody knew what a Citizen's Charter was. After our project, the people were very happy, and they thanked us a lot. However, it will require more time to make the entire population of Kholahati aware of the Rght to Information (RTI) tool," says Manik adding that this is only the beginning.

পল্লী সমাজ নারী উন্নয়ন সংগঠন

১৯৯৮ সালে নিজের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার আগে রশিদা বেগম কয়েক বছর ব্র্যাকে কাজ করেছিলেন। *"অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আমি এলাকার মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নত করতে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি,"* বলছিলেন রশিদা।

"গাইবান্ধা সদর উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের বাসিন্দাদের দুঃখ-কষ্টের প্রধান দুই কারণ হলো অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। আমি সবসময় এই অবস্থা বদলে দেয়ার স্বপ্ন দেখেছি। সেই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে আমার সংগঠন। আমি খোলাহাটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলাম। এমনকি কিছুদিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও ছিলাম। এসব অভিজ্ঞতা আমার কাজে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।" - রশিদা বেগম

প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে দুই টাকা করে নিয়ে তা দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে রশিদার সংগঠন। এই সদস্য ফি পরবর্তীতে বেড়ে ১০ টাকা হয়। তবে, সেই টাকা এখন আর সরাসরি সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় করা হয় না। বরং, তা ব্যাংকে জমা রেখে সেখান থেকে গরীবদেরকে সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হয়।

এখন পর্যন্ত সংস্থাটি ১৫০ জন নারীকে সেলাই ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ১২ জন হিজড়াও অংশগ্রহণ করেন, যা ঐ এলাকার জন্য একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

"আমরা বাল্যবিবাহ এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করেছি। খোলাহাটিতে কয়েকটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছি। বন্যাসহ যেকোনো দুর্যোগের সময়ও মানুষ যেন বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে সেজন্য ৩০টিরও বেশি গভীর নলকূপের পাকা ভিত্তি সংস্কার করেছি।"

২০১৬ সালে সংস্থাটি সরকারের নারী বিষয়ক অধিদপ্তর ও সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। পরের বছর এটি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত হয়। এসব অনুমোদনের ফলে এ সংগঠনটি আরো শক্তিশালী হয়।

পিফরডি প্রকল্পের আওতাভুক্ত একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবেও নির্বাচিত হয় সংস্থাটি। সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং সরকারের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় জনসাধারণ ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে কাজ করছে এ প্রকল্প।

পিফরডির আওতায় পল্লী সমাজ নারী উন্নয়ন সংগঠন ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে দুর্নীতি বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

খোলাহাটিতে অশিক্ষার প্রধান কারণ হলো স্কুল থেকে ঝরে পড়া। এলাকার পড়ালেখা ছেড়ে দেয়া ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে কাজ করেছেন মো: আরিফ মিয়া ও তার স্বেচ্ছাসেবী দল। এ কাজের জন্য তারা ফরাজিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বেছে নিয়েছেন।

"১৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রায় ৫০ জনই অনিয়মিত ছিল। আমরা স্কুল থেকে তাদের একটি তালিকা নিয়েছি। এরপর তাদের লেখাপড়া ছাড়ার কারণ খুঁজে বের করতে শিক্ষক, অভিভাবক ও স্কুল কমিটির সাথে বৈঠক করেছি," বলছিলেন আরিফ।

"আমরা দেখতে পাই যে, ঝরে পড়ার মূল কারণ হলো ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অসচেতনতা, শিক্ষকদের অবহেলা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা, ক্লাসরুমে বৈদ্যুতিক পাখার অভাব এবং বাল্যবিবাহ। তাছাড়া, স্কুলে শিক্ষক আছেন মাত্র পাঁচজন। ক্লাসরুমের অভাবে দুই শিফটে স্কুল চালানো তাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে যায়।"

আরিফ বলেন, *"কারণগুলো খুঁজে বের করার পর এসব সমস্যা সমাধানে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। এখন প্রায় সব ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ফিরে এসেছে। এই এসএপির কাজ করার সময় আমরা পঞ্চম শ্রেণির দুইজন ছাত্রীর বিয়েও বন্ধ করেছি।"*

তিনি আরো বলেন, *"এই প্রক্রিয়ায় আমরা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং স্কুলে নিয়মিত অ্যাসেম্বলিসহ অন্যান্য সমস্যারও সমাধান করেছি। আমরা স্কুলটিকে পর্যবেক্ষণ করছি এবং এলাকার অন্যান্য স্কুলেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি।"*

দুর্নীতি বিষয়ক এসএপির পরিচালক মানিক ও তার সহযোগীরা সংশ্লিষ্ট সবার সাথে কথা বলেছেন এবং সবশেষে খোলাহাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছেন।

মানিক বলেন, *"কেউ জানতোও না সিটিজেন চার্টার কী জিনিস! আমাদের প্রকল্পের পর এখন মানুষ বেশ খুশি। তারা আমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। তবে খোলাহাটির সব মানুষকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে এখনো সময় লাগবে।"* তার মতে, পিফরডির মাধ্যমে তাদের কাজ মাত্র শুরু হয়েছে।

BOALI YOUNG SPORTING CLUB

Boali Young Sporting Club is a prestigious organisation in Gaibandha's Boali Union. Formerly known as Boali Association Club, it was established in 1960 by the late Sultan Ali, the elder brother of current President Md. Nawsher Alam.

"Renowned for its sporting activity, the club renewed its identity in the community around 2008, when the current committee took over with a plan to make the club a hub for social development," says Secretary Firoz Kabir.

"Besides sports, we now organise awareness campaigns against drug abuse, child marriage, gambling, and more. We keep vigilant about social issues."

"So far, we've been able to stop more than 10 child marriages here in Boali. Now, people are aware of the bad effects of child marriage. We also provide financial help to poor students, and we have been trying to curb domestic violence against women for some time now."

When Boali Young Sporting Club was asked to work as a civil society organisation partner with Platforms for Dialogue (P4D), they gladly accepted. After joining P4D, the organisation incorporated 15 girls and 2 youth with disabilities into their volunteer programme to work on the Social Action Projects (SAPs). The three SAPs undertaken by Boali Young Sporting Club are eliminating corruption in the social safety net programme, promoting the Grievance Redress System (GRS), and reducing student dropout.

Md. Enamul Haque led the SAP on promoting the government's formal complaint mechanism, GRS, which had the biggest impact on local people, he says. *"The villagers here did not know what the Grievance Redress System was nor how to submit a complaint if they were deprived of any government service they were entitled to."*

The volunteers met with the Union Council, local leaders, and the people and raised awareness about GRS. They also organised campaigns at six high schools where they taught the students what GRS is, how to submit a complaint through the government's website, and how to submit a written complaint at the Union Council."

"Finally, we installed complaint boxes in those high schools and one at the Union Council. We then formed committees consisting of seven members for each box with authorised access to deal with the submitted complaints transparently. Then we organised two follow up meetings to evaluate the progress," said Haque.

Abdul Montakin Jewel, who led the project on anti-corruption said his group raised awareness among citizens and service providers to promote transparency and accountability at government offices. *"We mainly worked with the Right to Information (RTI) tool and installed a Citizen's Charter at the Boali Union Council,"* says Jewel.

"Before our work, people didn't even know that they could get the birth registration certificate of a newborn for free for up to 45 days. But now, people are aware of their rights, and they know that the UP and other government offices are bound to serve them as the Citizen's Charter says."

Md. Hasibur Rahman Limon, leader of the project on reducing school dropouts said, *"our goal was to raise awareness throughout the whole Union, but we specifically focused on Khamar Boali Government Primary School where we received a list of 25 irregular students."*

"We sat with the teachers, the school management committee, and the guardians and even went door to door to bring back the dropouts. Of the 25 students, 15 are now regular. It was possible because we addressed specific issues behind student dropout like lack of motivation, teachers' irresponsibility, non-functional school committee, and poverty."

The number of total beneficiaries Boali Young Sporting Club serves exceeds 2,000 individuals, and P4D has also played a big part in reaching members of the community. The organisation hopes that this number will increase in the years to come as more outreach continues.

বোয়ালি ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাব

গাইবান্ধার বোয়ালি ইউনিয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন বোয়ালি ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাব। বর্তমান সভাপতি মো: নাওশের আলমের বড় ভাই মরহুম সুলতান আলীর হাতে ১৯৬০ সালে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর নাম ছিল বোয়ালি অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব।

"খেলাধুলা আয়োজনের জন্য বিখ্যাত ছিল আমাদের ক্লাব। ২০০৮ সালে ক্লাবের বর্তমান কমিটি এটাকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। তখনই ক্লাবের নাম পাল্টানো হয়," বলছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ কবির।

"খেলাধুলার পাশাপাশি আমরা এখন মাদক, বাল্যবিবাহ, জুয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা অভিযান চালাই। অসামাজিক কার্যকলাপের ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত সোচ্চার।"

"এ পর্যন্ত আমরা ১০টির বেশি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছি। এখন মানুষ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন। এছাড়া, আমরা গরীব গরীব ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করি। কিছুদিন ধরে আমরা নারী নির্যাতনও বন্ধের চেষ্টা করছি।"

সংস্থাটিকে পিফরডি প্রকল্পের আওতাভুক্ত একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়া হলে তারা তা সাদরে গ্রহণ করে। সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং সরকারের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় জনসাধারণ ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে কাজ করছে এ প্রকল্প।

"পিফরডি আসার পর আমরা একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীসহ মোট ১৬টি মেয়েকে এবং একজন প্রতিবন্ধী ছেলেকে আমাদের সদস্য বানিয়েছি। তারা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টে (এসএপি) কাজ করেছেন।"

পিফরডির আওতায় বোয়ালি ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাব সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে দূর্নীতি, অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক তিনটি এসএপি বাস্তবায়ন করেছে।

ঐ এলাকার মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা বিষয়ক এসএপি। এ প্রকল্পের পরিচালক মো: এনামুল হক বলেন, *"ন্যায্যভাবে প্রাপ্য সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হলে কোথায় কীভাবে অভিযোগ জানাতে হবে, সে ব্যাপারে গ্রামবাসীর ধারণাই ছিল না,"*

"আমরা ইউনিয়ন পরিষদ, সাধারণ এলাকাবাসী ও গণ্যমান্য মানুষদের সাথে বসে তাদেরকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করেছি। এছাড়া, আমরা ছয়টি হাইস্কুলে সভা আয়োজন করেছি। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কী এবং কীভাবে সরকারি ওয়েবসাইট ও ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে হবে, সে ব্যাপারে ছাত্রদেরকে জানিয়েছি।"

কমিটিও গঠন করে দিয়েছি। এরপর অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে আমরা দুইটি ফলো-আপ মিটিংও করেছি।"

দূর্নীতি সংক্রান্ত এসএপির পরিচালক আব্দুল মোনতাকিন জুয়েল জানান, সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে তার সহযোগীরা সাধারণ নাগরিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করেছেন।

"আমরা মূলত তথ্য অধিকার ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছি এবং সবশেষে বোয়ালি ইউনিয়ন পরিষদে একটি সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছি," বলছিলেন জুয়েল।

"আমাদের কাজের আগে মানুষ জানতো না যে, একটি বাচ্চার জন্মের ৪৫ দিন পর্যন্ত বিনামূল্যে জন্ম সনদ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন তারা তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন। তারা জানেন যে, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদেরকে সেবা দিতে বাধ্য।"

ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক এসএপির পরিচালনা করেছেন মো: হাসিবুর রহমান লিমন। তিনি বলেন, *"আমাদের লক্ষ্য ছিল গোটা ইউনিয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তবে, আমরা বিশেষভাবে খামার বোয়ালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে কাজ করেছি। এই স্কুলে আমরা ২৫ জন অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী পেয়েছি।"*

"আমরা শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্কুল কমিটির সাথে আলোচনা করেছি। এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে আমরা তাদের বাড়ি বাড়ি গেছি। ২৫ জনের ১৫ জনই এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, আমরা শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা, অনুপ্রেরণার অভাব, অকার্যকর স্কুল কমিটি, দারিদ্র্যসহ ঝরে পড়ার পেছনে থাকা প্রতিটি সমস্যার সমাধান করেছি।"

বোয়ালি ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাবের মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২,০০০ ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি ভূমিকা পালন করেছে পিফরডি। ক্লাবের সদস্যদের আশা, দু-এক বছরের মধ্যেই এই সংখ্যা কয়েকগুণ হয়ে যাবে।

SOCIAL PROJECTION COMMITTEE (SPC)

Social Projection Committee (SPC) started its journey in 1998 in Raghunathpur village of Ramchandrapur Union in Gaibandha Sadar Upazila. *"Our very first activity was to organise a campaign against the use of polythene, which was quite happily accepted by the people. Later, we started community tree plantation. No matter what other work we have, we always try to do something for the environment,"* says President Md. Zulfiqur Rahman, who is an environmental activist himself.

> *"Our social works consist of disaster response during floods, storms and cold waves, financial support for the poor, for education, medical treatment or marriage, standing up for the marginalised blacksmith community, and raising awareness of social malpractices."*

SPC was registered with the government's Department of Social Services in 2007. *"After that, we started implementing government projects as well. We helped 56 people of our locality get a home through the government's 'Asroyon Prokolpo',"* said Rahman.

"We do 'social business' as an income generating activity. We collect funds from our members, and with that, we do cattle farming and fish farming. Through our business, we also try to incorporate marginalised individuals and recovering addicts."

SPC has taken up some activities voluntarily with the sole purpose of improving the livelihood of the people of Raghunathpur. *"We had no graveyard here. So, we have bought 12.5 decimals of land to build one. We have a plan to expand it to 33 decimals. We provide computer and internet services to local youth so that they can adapt to the modern world. We provide newspaper reading stands for the elderly to help them pass time and stay informed."*

With these varied activities, SPC has been able to support more than 7,000 direct beneficiaries. SPC happily agreed to work as a partner civil society organisation (CSO) with Platforms for Dialogue (P4D) project as it would enable them to help more people. The three Social Action Projects (SAPs) that SPC implemented with P4D are promoting the use of hotline numbers, educating the public on the Grievance Redress System (GRS), and reducing corruption in the local social safety net programme.

The SAP that had the most impact was on using hotline numbers, which was led by Sharifa Khatun. *"Once a house nearby caught fire, and as people were busy finding the number for the fire service, the house was totally destroyed,"* says Sharifa. She described the event while explaining the reasons behind selecting this particular project.

"We noticed the immediate impact of our work. We had completed most of our awareness campaigns when the hoax about the soaring salt price broke out. Shopkeepers started selling salt at a very steep price to make a quick profit. However, someone from the community, who had learned about the hotline number service from us, called 999 and submitted a complaint. The police immediately came and fined that shop Tk 50,000," says Sharifa.

Md. Mahbubar Rahman led the SAP on promoting the government complaint mechanism to raise awareness of the Grievance Redress System (GRS).

"We set up meetings with the people, the local elites, the UNO and even the DC. We taught everyone about the importance of GRS. We organised campaigns at schools to teach people how to complain online and offline. Finally, we set up two complaint boxes at two schools and at two community clinics. We also made the one at the Union Council operational," says Mahbubar.

Lastly, the SAP on anti-corruption focused on promoting the use of the Right to Information (RTI). *"We met with the Union Council and the local community and made sure the council provided all information that the locals needed. We did wall writing at the Union Council compound that included necessary public information. The local people are reaping its benefits and are thankful for the information,"* said SAP leader Ashukur Rahman Nirob.

Staying true to its ideal of always thinking outside the box, SPC organised an elaborate awareness campaign on cybercrime following the completion of the SAPs. *"We taught people what cybercrime is and what we can do to prevent it. Our work was very appreciated by everyone. We hope to continue such work in the future even after the P4D project is over."*

সোশ্যাল প্রোজেকশন কমিটি (এসপিপিসি)

১৯৯৮ সালে গাইবান্ধা সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় সোশ্যাল প্রোজেকশন কমিটি (এসপিপিসি)। "আমাদের প্রথম কার্যক্রম ছিল পলিথিন বিরোধী একটি প্রচারণা। সেটি মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছিল। পরে আমরা এলাকায় বৃক্ষরোপন করি। আমাদের অন্যান্য কার্যক্রম যাই হোক, আমরা সবসময়ই পরিবেশের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করি," বলছিলেন সংস্থাটির সভাপতি পরিবেশকর্মী মোঃ জুলফিকুর রহমান।

"আমাদের সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঝড় এবং শৈত্যপ্রবাহের সময় ত্রাণ বিতরণ করা, শিক্ষা, চিকিৎসা কিংবা বিয়ের জন্য গরীবদেরকে আর্থিক সাহায্য দেয়া, প্রান্তিক কামার সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানো, অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা ইত্যাদি।"- মোঃ জুলফিকুর রহমান

২০০৭ সালে সংস্থাটি সরকারের সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অনুমোদন লাভ করে। "এরপর আমরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পেও কাজ শুরু করি। সরকারের 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের' আওতায় এলাকার ৫৬ জন মানুষকে বাড়ি বানাতে সাহায্য করেছি।"

"অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে আমরা 'সামাজিক ব্যবসা' করি। সদস্যদের কাছ থেকে টাকা তুলে তা দিয়ে গবাদি পশু পালন ও মাছ চাষ করি। এসব প্রকল্পে আমরা দুঃস্থ ও মাদকাসক্তদেরকে কাজ দেয়ার চেষ্টা করি।"

রঘুনাথপুরের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সংস্থাটি বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। "আমাদের এখানে কোনো কবরস্থান ছিল না। তাই আমরা সাড়ে ১২ শতাংশ জমি কিনে একটি কবরস্থান তৈরি করেছি। এটাকে বাড়িয়ে ৩৩ শতাংশ করার পরিকল্পনা আছে আমাদের। আধুনিক দুনিয়ার সাথে তাল মেলাতে স্থানীয় যুবকদেরকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছি। বয়স্ক মানুষেরা যেন পত্রিকা পড়ে সময় কাটাতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করেছি।"

এমন বিচিত্র কর্মকান্ডের মাধ্যমে সংস্থাটি সাত হাজারেরও বেশি মানুষকে সরাসরি সেবা দিচ্ছে। আরো বেশি মানুষকে সেবার আওতায় আনতে তারা সানন্দে পিফরডি প্রকল্পে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং সরকারের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় জনসাধারণ ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে কাজ করছে এ প্রকল্প।

পিফরডির সাথে সংস্থাটি হটলাইন নাম্বার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে দূর্নীতি বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

এর মধ্যে ঐ এলাকায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে হটলাইন নাম্বার বিষয়ক এসএপিটি। এ প্রকল্পের পরিচালক শরীফা খাতুন। তিনি বলেন, "একবার কাছেই এক বাড়িতে আগুন লেগেছিল। লোকজন ফায়ার সার্ভিসের নাম্বার খুঁজে বের করতে করতে পুরো বাড়ি পুড়ে গেছে।" হটলাইন বিষয়ক এসএপি নেয়ার কারণ হিসেবে এ ঘটনা বলেন তিনি।

"আমরা আমাদের কাজের তাৎক্ষণিক প্রভাব লক্ষ্য করেছি। আমাদের কাজ সবচেয়ে বেশি হয়েছে লবণের দাম সংক্রান্ত গুজবের সময়। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য এক দোকানদার চড়া দামে লবণ বেচতে শুরু করেন। তখন এলাকার এক বাসিন্দা ৯৯৯ নাম্বারে ফোন দিয়ে অভিযোগ করেন। তিনি আমাদের এসএপি থেকে হটলাইনের ব্যাপারে জানতে পেরেছিলেন। যাইহোক, পরে পুলিশ এসে ঐ দোকানদারকে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করে," বলছিলেন শরীফা।

সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে এ সংক্রান্ত এসএপি পরিচালনা করেছেন মোঃ মাহবুবুর রহমান।

তিনি বলেন, "আমরা সাধারণ এলাকাবাসী, গণ্যমান্য ব্যক্তি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকের সাথে বসে সবাইকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করেছি। অনলাইন ও অফলাইনে অভিযোগ দায়ের করার নিয়ম-পদ্ধতি শেখাতে আমরা স্কুলে স্কুলে সভা আয়োজন করেছি। অবশেষে আমরা দুটি স্কুল ও দুটি কমিউনিটি ক্লিনিকে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করেছি। এছাড়া, আমরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অভিযোগ বাক্সটিও সচল করেছি।"

দূর্নীতি বিষয়ক এসএপির পরিচালক আশিকুর রহমান নিরব। তিনি ও তার স্বেচ্ছাসেবী দল মানুষকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে কাজ করেছেন। "আমরা ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে বৈঠক করেছি এবং নিশ্চিত করেছি যেন ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করে। ইউনিয়ন পরিষদের দেয়ালে এলাকাবাসীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য লিখে দিয়েছি। এসব কাজের সুফল পেয়ে এলাকাবাসী এখন আমাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।"

আদর্শের প্রতি অবিচল থাকা এবং সবসময় ব্যতিক্রমী চিন্তা করা একটি সংস্থা সোশ্যাল প্রোজেকশন কমিটি। এসএপির কাজ শেষ হওয়ার পর সংস্থাটি সাইবার অপরাধ বিরোধী প্রচারাভিযান চালিয়েছে। "আমরা মানুষকে সাইবার অপরাধ এবং এটি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে জানিয়েছি। সবাই আমাদের কাজের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন। আশা করি, পিফরডি প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও আমরা এসব কাজ চালিয়ে যেতে পারবো।"

PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
JAIPURHAT
NAOGAON
BOGRA
SHERPUR
JAMALPUR
NETROKONA
MYMENSINGH
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
PABNA
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
KUSHTIA
MANIKGANJ
NARAYANGANJ
MUNSHIGANJ
RAJBARI
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
MAGURA
SHARIYATPUR
NARAIL
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
BAGERHAT
SATKHIRA
BARGUNA
BRITISH COUNCIL
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

GOPALGANJ

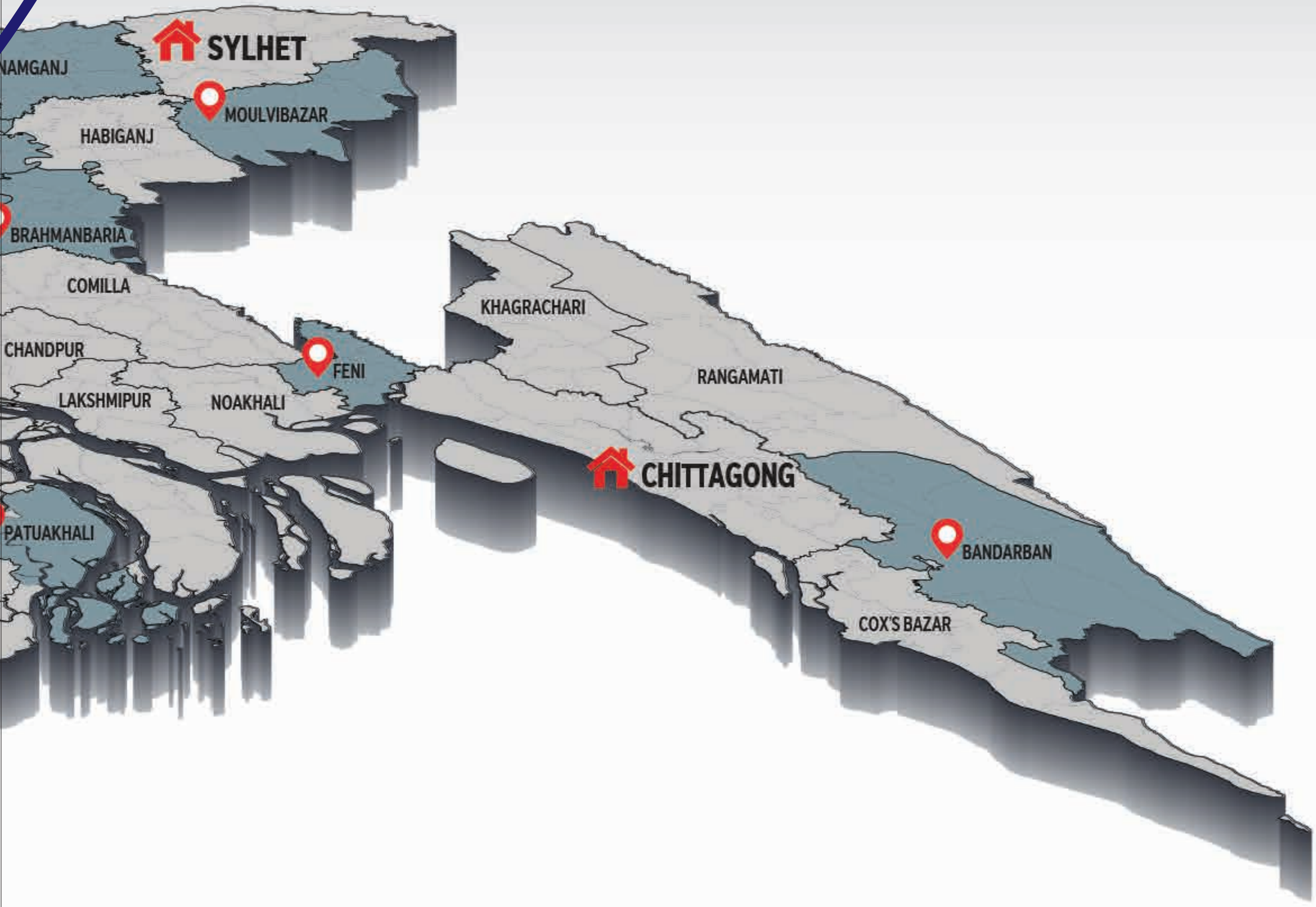

SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

GOLABARIA JUBO SANGHO

In 1998, Mahadi Hassan and his friends started Golabaria Jubo Sangho not as a social development organisation, but as a youth cooperative. They collected five takas from each member and created a fund to help the poor and ma rginalised people of Golabaria village in Gopalganj Sadar Upazila's Durgapur Union.

The youth platform applied for registration with the government's Department of Social Services, which was approved three years later. In the meantime, the members of Golabaria Jubo Sangho remained active building roads and repairing dams.

President Mahadi Hassan said, *"we have also helped the poor families during weddings and for health care. So far, we have provided financial support for around 20 weddings and contributed to the treatment of nearly 30 people. We also arrange small stipends for the top students at two schools and one madrasah. We provide these scholarships to motivate the children. We also give prizes during the yearly sports events at those institutions."*

The members of Golabaria Jubo Sangho also give winter clothes to the poor every year. Each year, they try to help at least 50 people during winter.

The money for all these activities comes from the organisation's central fund. The fund is acquired from the membership fees, donations from local leaders, and the Social Welfare Department's allocations. There are 120 active members of Golabaria Jubo Sangho who pay twenty takas monthly. Besides, every two years when a new executive committee is elected, three donor members are selected who pay five thousand takas every year.

As a partner civil society organisation (CSO) of Platforms for Dialogue (P4D), Golabaria Jubo Sangho worked on three Social Action Projects (SAPs) — improving local government service, stopping child marriage, and reducing drug addiction.

SAP leader Robiul Molla with 12 other multi-actor partnership (MAP) volunteers worked on reducing drug addiction. *"Drug addiction has been a big problem in our community. That is why most of our volunteers worked on this SAP, hoping to bring change,"* said Robiul Molla.

"The primary target was to raise awareness of drug addiction. We wanted to inform the parents about their role in protecting their children. We also discussed with the administration about taking necessary measures to prevent drug dealing and consumption."

The SAP members sat with the Union Council as part of their anti-drug campaign and organised a rally to spread the word. *"More than 200 people participated in the rally. There were two other awareness raising events, where leaflets were distributed."*

The organisation held an advocacy meeting attended by the top government official of the District, and the UNO addressed the local people about the dangers of drug addiction and preventive measures.

SAP leader Rianta Khanom led the project on improving local government service. *"Our goal was to bring transparency and accountability. After several meetings and discussions, we installed a Citizen's Charter at the Union Council premises so that people could easily find what services they can expect and at what cost."*

SAP leader Tonmoy Goldar worked on stopping child marriage.

> *"We worked to raise awareness and did two surveys among teenagers. We can happily say that we have been successful in preventing child marriages for nearly 95% of teenagers in our Union. The ones who got married went outside the Union, so they would not have to face us. We hope the rate will come down to zero in the future."*

গোলাবাড়িয়া যুবসংঘ

১৯৯৮ সালে স্কুল পড়ুয়া মাহাদী হাসান ও তার বন্ধুরা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন গোলাবাড়িয়া যুবসংঘ। তবে সমাজ উন্নয়নমূলক সংগঠন হিসেবে নয়, বরং একটি সমবায় হিসেবেই শুরু হয় তাদের পথচলা। গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোলাবাড়িয়া গ্রামের গরীব মানুষদেরকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে পাঁচ টাকা করে চাঁদা নিয়ে তারা একটি তহবিল গঠন করেন।

একপর্যায়ে, এই যুবসংঘ সরকারের সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। এরই মধ্যে সংগঠনের সদস্যরা রাস্তা তৈরী ও বাঁধ সংস্কারসহ তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যান। অবশেষে, আবেদনের তিন বছর পর সংস্থাটি নিবন্ধন লাভ করে।

সভাপতি মাহাদী হাসান বলেন, *"আমরা দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময় সাহায্য করেছি। তাদের চিকিৎসার জন্য সহায়তা করেছি। এ পর্যন্ত আমরা প্রায় ২০টি বিয়েতে আর্থিক সহায়তা দিয়েছি এবং প্রায় ৩০ জন মানুষকে চিকিৎসার জন্য টাকা দিয়েছি। এছাড়া, আমরা দুটি স্কুল ও একটি মাদ্রসায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ছোটখাটো বৃত্তির ব্যবস্থাও করেছি। বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করতে বৃত্তি দেয়ার পাশাপাশি আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে পুরস্কারও দেই।"*

যুবসংঘের সদস্যরা দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্রও বিতরণ করেন। প্রতি বছর অন্তত ৫০ জন মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করেন তারা।

এসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগঠনের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে নেয়া হয়। সদস্যদের চাঁদা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনুদান ও সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের বরাদ্দের অর্থ নিয়ে গঠিত এই তহবিল। সংগঠনের ১২০ জন সক্রিয় সদস্য মাসে ২০ টাকা করে অনুদান দেন। এছাড়া, দুই বছর পর পর নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের সময় তিনজন দাতা সদস্য নির্বাচিত করা হয়। তারা প্রত্যেকে সংস্থার তহবিলে বছরে ৫,০০০ টাকা করে দেন।

পিফরডি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবে গোলাবাড়িয়া যুবসংঘ স্থানীয় সরকার সেবা, বাল্যবিবাহ ও মাদকাসক্তি বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টে (এসএপি) কাজ করেছে।

এসএপি পরিচালক রবিউল মোল্লা ১২ জন মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনারকে সাথে নিয়ে মাদক নির্মূলে কাজ করেছেন। *"আমাদের এলাকার একটি বড় সমস্যা ছিল মাদকাসক্তি। সমস্যাটি সমাধানের আশায় আমাদের বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবীই মাদকাসক্তি বিষয়ক এসএপিতে কাজ করেছেন,"* বলছিলেন তিনি। *"আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা। মাদক থেকে এলাকার কিশোর-যুবকদেরকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অভিভাবকদেরকে তাদের তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানিয়েছি। পাশাপাশি, মাদক সেবন ও বেচাকেনা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছি।"*

মাদকবিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবীরা ইউনিয়ন পরিষদে বৈঠক করেছেন। সবার কাছে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে একটি শোভাযাত্রা আয়োজন করেছেন। *"র‍্যালিতে দুইশোরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। তাছাড়া, আরো দুটি সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করেছি আমরা। সেখানে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।"*

একটি মতবিনিময় সভাও আয়োজন করে সংগঠনটি। সেখানে জেলা পর্যায়ের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার অংশগ্রহণ করেন। তারা মাদকাসক্তির কুফল ও মাদকাসক্তি রোধে করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য দেন।

স্থানীয় সরকার সেবা বিষয়ক এসএপির পরিচালক রিয়াত্তা খানম। তিনি বলেন, *"আমাদের লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা। কয়েকটি বৈঠক এবং আলোচনার পর আমরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে একটি সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছি, যেন মানুষ সহজেই বিভিন্ন সেবা ও সেসবের খরচ সম্পর্কে জানতে পারে।"*

এসএপি পরিচালক তন্ময় গোলদার কাজ করেছেন বাল্যবিবাহ নিয়ে।

তিনি বলেন, "আমরা বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করেছি এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দুটি জরিপ চালিয়েছি। আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ইউনিয়নে ৯৫ ভাগ বাল্যবিবাহ রোধ করতে সফল হয়েছি আমরা। যে কয়জনের বিয়ে হয়েছে, তারা আমাদের নজর এড়াতে ইউনিয়নের বাইরে গিয়ে বিয়ে করেছে। আশা করি, শীঘ্রই বাল্যবিবাহের হার শূন্যতে নেমে আসবে।"

SAMMILONI JUBO SANGHO

The story behind the establishment of Sammiloni Jubo Sangho is unique. Even though the organisation now works for the development of Gopalganj's Karpara Union, it began as a token of protest and resistance against politically backed groups and their oppression.

In the late 80s, socially marginalised people were exploited by residents of the neighbouring villages. Current president Iqbal Mahmud's father and 57 other youth then formed Sammiloni Jubo Sangho in 1989 to resist such injustice.

"During the 80s, our traders could not sell anything. They would simply walk away with the goods at the market. And as unbelievable as it may sound, poor people were made to work against their will," says Iqbal.

"To put an end to such injustice, a group of 58 people started to station themselves at the market. It was not easy but the members were determined. They would even go to the local MP sometimes with complaints. Eventually, the exploitation ended and Sammiloni Jubo Sangho could focus on development."

In the beginning, the organisation only started with a membership fee of two takas. However, the members were motivated and inspired enough to start making a real difference with the small amount of money. Then in 1992, Iqbal's father passed away. Iqbal quickly became a member himself and started contributing. Soon, the members were able to buy nine decimals of land and build a small room as an office.

"In 2008, we applied for registration with the Department of Social Services. Our approval came a year later. Even though we were already working with our own resources, the approval increased our momentum," says Iqbal.

Iqbal Mahmud says that they have mainly helped the local poor community with education and wedding costs. *"We provided financial assistance to students who couldn't afford books and stationery. Besides, we have a token recognition for the top three students at the local primary school. We started with the school close to our organisation. Last year, we were able to cover all 17 schools in our Union."*

"We also contribute to weddings for those who cannot cover all the costs. Our volunteers help with manpower at almost every wedding. Currently, we have more than 200 members and the organisation bears the cost of primary healthcare of all the members. We also help needy people get medical treatment. For the past five years, we have been distributing winter clothes to poor families. We started with just 50 items of clothing. Last year, we gave away 200."

As a continuation of such efforts, Sammiloni Jubo Sangho started to work with the British Council as a partner civil society organisation (CSO) of Platforms for Dialogue (P4D). Since then, Sammiloni Jubo Sangho implemented three Social Action Projects (SAPs) on increasing the quality of education, improving local government service, and reducing drug addiction.

Drug addiction has been a big problem in Karpara. SAP leader Sajib Molla says, *"we worked really hard to stop drug abuse. We held meetings at schools and two clubs to raise awareness. We organised a rally and a public hearing. The public hearing was attended by 75 people including the UNO and other government officials."*

Sajib says a relative, Iskandar Molla, became an addict out of frustration and depression after his father had died.

"Our awareness campaign caught his attention. Then we provided counselling to him to return to normal life. Now, the 22-year old plays football, volleyball, and works at a poultry farm."

Sojib Sheikh led the work on quality education. *"We wanted to ensure quality education at the local schools. We sat with the guardians, the students, the teachers, and the school management committee. Now, the situation has improved, and we are working to make the changes sustainable."*

SAP leader Chinmoy Biswas helped address inadequate local government services. *"Our goal was to bring back transparency and accountability of government service providers. We arranged various meetings, a rally, and public hearings to ensure that every stakeholder was aware about every service the local government was obligated to provide the citizens. As the final step, we installed a Citizen's Charter at the Union Council office."*

Sammiloni Jubo Sangho, which has been fighting to establish the rights of the people of Karpara, since its inception is set to continue the good work long after P4D phases out, says Iqbal.

সম্মিলনী যুবসংঘ

সম্মিলনী যুবসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গল্পটি একেবারেই অন্যরকম। গোপালগঞ্জের করপাড়া ইউনিয়নের বর্তমানে এলাকার উন্নয়নে কাজ করলেও সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে।

আশির দশকের শেষের দিকে পাশের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিলেন এখানকার বাসিন্দারা। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৮৯ সালে ৫৭ জন যুবককে সাথে নিয়ে এই যুবসংঘ গড়ে তোলেন বর্তমান সভাপতি ইকবাল মাহমুদের বাবা।

“আশির দশকে এ এলাকার ব্যবসায়ীরা কিছু বেচতে পারতেন না। তাদেরকে পণ্য নিয়ে বাজার থেকে বের হয়ে যেতে হতো। অবিশ্বাস্য শোনালেও, গরীব মানুষদের তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করানো হতো,” বলছিলেন ইকবাল।

এই জুলুমের বিরুদ্ধে ৫৮ জন মানুষ বাজারে অবস্থান নেয়া শুরু করেন। কাজটি মোটেই সহজ ছিল না। তবে যুবসংঘের সদস্যরাও ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা মাঝে মাঝে স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে অভিযোগ জানাতেন। একপর্যায়ে এই অত্যাচার বন্ধ হলে সংগঠনটি এলাকার উন্নয়নের ওপর নজর দেয়।

শুরুতে সংগঠনের সদস্য ফি ছিল মাত্র দুই টাকা। তবে, এ সামান্য টাকা দিয়েই এলাকার পরিস্থিতি বদলে দিতে প্রস্তুত ছিলেন সংগঠনের কর্মীরা। ‘৯২ সালে ইকবালের বাবা মারা গেলে তিনি দ্রুত সদস্যপদ গ্রহণ করে সংগঠনের কাজ করা শুরু করেন। শীঘ্রই সদস্যরা নয় শতাংশ জমি কিনে একটি অফিসঘর বানিয়ে ফেলেন।

ইকবাল বলেন, *“২০০৮ সালে আমরা সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করি। এক বছর পর আমাদেরকে অনুমোদন দেয়া হয়। এতোদিন নিজেদের যা ছিলো তা নিয়েই আমরা কাজ চালিয়ে গেছি। তবে এই অনুমোদনের ফলে আমাদের কাজ আরো গতিশীল হয়েছে।”*

তিনি জানান, তারা মূলত এলাকার গরীব মানুষদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিয়ের সময় সাহায্য করেন। *“যেসব ছাত্রছাত্রী বই খাতা কিনতে পারে না, তাদেরকে আমরা আর্থিক সাহায্য করি। এছাড়া, এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেরা তিনজন ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা কিছু পুরস্কার দিই। শুরুতে সংগঠনের কাছের স্কুল দিয়ে শুরু করেছি। তবে, গত বছর আমরা ইউনিয়নের মোট ১৭টি স্কুলে এই কার্যক্রম চালিয়েছি।”*

“যারা বিয়ের খরচ বহন করতে পারেন না, তাদেরকেও আমরা সাহায্য করি। এলাকার প্রতিটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাদের সদস্যরা স্বেচ্ছাশ্রম দেন। বর্তমানে আমাদের দুইশোরও বেশি সদস্য আছে। এদের সবার প্রাথমিক চিকিৎসার খরচ বহন করে সংগঠন। আমরা গরীব মানুষদেরকেও চিকিৎসা পেতে সাহায্য করি। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছি। মাত্র ৫০টি কাপড় দিয়ে শুরু করলেও গত বছর ২০০টি শীতের কাপড় দিয়েছি।”

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের অংশ হিসেবে পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজ শুরু করে সম্মিলনী যুবসংঘ। সরকারের জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থায় জনসাধারণ ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে এ প্রকল্প।

প্রকল্পের অংশীদার হিসেবে শিক্ষা, স্থানীয় সরকার সেবা ও মাদকাসক্তি বিষয়ক তিনটি এসএপি বাস্তবায়ন করেছে সম্মিলনী যুবসংঘ।

এসএপি পরিচালক সজিব মোল্লা জানান, করপাড়ার একটি বড় সমস্যা ছিল মাদকাসক্তি। *“মাদক নির্মূলে আমরা প্রচুর কাজ করেছি। সচেতনতা তৈরি করতে বিভিন্ন স্কুলে এবং দুটি ক্লাবে বৈঠক করেছি। পাশাপাশি, শোভাযাত্রা এবং গণশুনানির আয়োজন করেছি। শুনানিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাসহ মোট ৭৫ জন অংশগ্রহণ করেছেন।”*

সজিব জানান, ইস্কান্দার মোল্লা নামে তার এক আত্মীয় বাবার মৃত্যুর পর হতাশা ও বিষন্নতা থেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন।

“আমাদের সচেতনতামূলক প্রচারণা তাকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে আমরা তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছি। ২২ বছর বয়সী ছেলেটি এখন একটি পোল্ট্রি ফার্মে কাজ করে এবং নিয়মিত ফুটবল, ভলিবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলা করে।”- সজিব মোল্লা

শিক্ষার মান বিষয়ক এসএপির কাজ করেছেন সজিব শেখ। *“আমরা স্থানীয় বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথেও বৈঠক করেছি। এখন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এই পরিবর্তনকে টেকসই করতে কাজ করছি আমরা।”*

এলাকায় স্থানীয় সরকারের অপর্যাপ্ত সেবার বিষয়ে এসএপি পরিচালনা করেছেন চিন্ময় বিশ্বাস। *“আমাদের লক্ষ্য ছিল সরকারি কর্মচারীদের কাজে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি ফিরিয়ে আনা। স্থানীয় সরকারের প্রতিটি সেবা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করতে আমরা কয়েকটি বৈঠক, একটি র‍্যালী এবং একটি গণশুনানির আয়োজন করেছি। চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি সিটিজেনস চার্টার স্থাপন করেছি।”*

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই করপাড়ার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে সম্মিলনী যুবসংঘ। পিফরডির কাজ শেষ হওয়ার পরও সংস্থাটি দীর্ঘদিন সমাজসেবামূলক কাজ চালিয়ে যেতে চায় বলে জানালেন ইকবাল।

ULPUR JUBO KALLAN PORISHAD

From education and skills training to stopping child marriage and improving government accountability, Ulpur Jubo Kallan Porishad has been working to build a bright future for youth in Gopalganj.

Rubel Ukil and six of his childhood friends established Ulpur Jubo Kallan Porishad primarily as a library to motivate people to read. *"We established it in 2009, right after our SSC exams. Now, some of us run businesses, some of us have jobs, but throughout our college days, our organisation was all we thought about,"* says Rubel.

"One day, this government official from the Department of Youth Development came to offer a certificate training on fish farming, and all seven of us jumped at the opportunity." It was this official, Sirajul Islam, who encouraged Rubel and his friends to get the library registered as a club with the government's Department of Youth Development.

Having officially registered Ulpur Jubo Kallan Porishad as a youth club in 2012, the organisation arranged four workshops on fish farming and sewing, as required by the government. Apart from that, Rubel and his friends continued other activities like organising sport and cultural programmes. Initially, this was all done with individual contributions, which meant Rubel and his friends mostly supported the activities out of their own pocket. Later, in 2015, they registered with the Department of Social Welfare.

"Throughout the years, we've always tried to help the poor and needy, especially with education and wedding related support. Our club members would go to local philanthropists to raise funds to help those in need. We ourselves also helped them as much we could," notes Rubel.

Despite being a relatively new organisation, Ulpur Jubo Kallan Porishad was selected as a civil society organisation (CSO) to work with P4D.

With P4D, Rubel's organisation implemented three Social Action Projects (SAPs) on stopping child marriage, raising awareness of drug addiction, and improving local government services.

Child marriage is a big problem not only in Ulpur Union but the whole of Gopalganj. SAP leader, Jewel Molla, and his volunteers started addressing this issue at the local UP.

"We had to deal with the issue strategically. We chose our plan of action in a way that would attract the attention of the local people and would help them understand the pitfalls of child marriage," says Jewel.

"We organised six courtyard meetings which were attended by people from across the District, especially teenagers and their parents, we had meetings with the Union Council, and we also organised meetings which brought together both locals and government officials."

The biggest impact, however, was through the power of presentation. The volunteers selected a suitable short film on child marriage and projected it for the audience.

"We showed the drama just after sunset so that everyone in the region could come and watch. Our initiative was really successful. At the beginning of the SAP, we identified about 150 unmarried boys and girls between 16-18 years. At the end our SAP, our second survey showed us that only two of these 150 had been married — both of them girls."

"We tried to stop the one that we were informed about," says Jewel, *"however, they manipulated the birth certificate, and the girl was married off. Nevertheless, we are satisfied that we were at least able to put the brakes on child marriage for many of the surveyed youth."*

Arif Molla and 11 other volunteers also worked to improve local government services.

> Arif Molla says, *"we were able to bring back transparency and accountability of local institutions. We organised a rally, courtyard meetings, public hearings, and several meetings with government offices to ensure proper government services. Finally, we set up a Citizen's Charter at the Union Council office to improve transparency and accountability."*

The third SAP on drug abuse was mainly focused on raising awareness of the negative effects of drug use. Before, youth used to take drugs in broad daylight, however since the SAP began raising awareness of this issue, drug use has seemingly declined, especially in public places.

উলপুর যুব কল্যাণ পরিষদ

এলাকার মানুষকে বই পড়ায় উৎসাহিত করতে রুবেল উকিল ও তার বাল্যবন্ধুরা মিলে একটি পাঠাগার গড়ে তোলেন। কালক্রমে এই পাঠাগারই হয়ে ওঠে উলপুর যুব কল্যাণ পরিষদ।

"২০০৯ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা। এখন আমাদের কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকরিজীবী। কিন্তু কলেজ জীবনে এই সংগঠনই ছিল আমাদের ধ্যান-জ্ঞান," বলছিলেন রুবেল।

পাঠাগারটিকে সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত করতে রুবেল ও তার বন্ধুদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম। রুবেল বলেন, *"তিনি আমাদেরকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দিলে আমরা সাতজনই তা লুফে নিই। ২০১২ সালে আমরা অনুমোদন পাই।"*

উলপুর যুব কল্যাণ পরিষদ নামে নিবন্ধিত হওয়ার পর সংস্থাটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মাছ চাষ ও সেলাই বিষয়ক চারটি কর্মশালা আয়োজন করে। পাশাপাশি, তারা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনসহ অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যান। শুরুতে ব্যক্তিগত অনুদান থেকেই সংগঠনের ব্যয় নির্বাহ করা হতো। অর্থাৎ, রুবেল ও তার বন্ধুদেরকে নিজের পকেট থেকেই খরচ করতে হতো। ২০১৫ সালে তারা সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর থেকেও নিবন্ধন লাভ করে।

"আমরা সবসময়ই গরীব ও অসহায় মানুষকে সহায়তা করার চেষ্টা করি। বিশেষ করে তাদের সন্তানদের পড়ালেখা এবং বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে। আমাদের কর্মীরা এলাকার ধনী মানুষদের কাছ থেকে টাকা তুলে গরীবদেরকে দেন। আমরা নিজেরাও যতদূর সম্ভব সাহায্য করি," বলছিলেন তিনি।

নতুন সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও উলপুর যুব কল্যাণ পরিষদ পিফরডির সাথে কাজ করার জন্য একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে এবং সরকারের জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থায় জনসাধারণ ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে এ প্রকল্প।

পিফরডির সাথে বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি ও অপর্যাপ্ত স্থানীয় সরকার সেবা বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে রুবেলের সংগঠন।

শুধু উলপুর নয়, বরং সমগ্র গোপালগঞ্জেই একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যার নাম বাল্যবিবাহ। এসএপি পরিচালক জুয়েল মোল্লা ও তার সহযোগীরা তাদের ইউনিয়ন থেকে এ সমস্যা নির্মূলে কাজ করেন। তিনি বলেন, *"আমরা কৌশলে সমস্যাটি মোকাবেলা করেছি। এমনভাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছি যেন তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারা বাল্যবিবাহের কুফলগুলো বুঝতে পারে।"*

"আমরা ছয়টি উঠান বৈঠক করেছি। সেখানে কিশোর-কিশোরী এবং তাদের মা-বাবাসহ সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসী, ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি কর্মকর্তাদেরকে সাথেও বৈঠক করেছি।"

তবে এই এসএপির সবচেয়ে বড় চমক ছিল উপস্থাপনা। স্বেচ্ছাসেবীরা ইন্টারনেট থেকে বাল্যবিবাহের কুফল সংক্রান্ত কয়েকটি নাটিকা ডাউনলোড করে প্রোজেক্টরের মাধ্যমে তা এলাকাবাসীকে দেখিয়েছেন।

"আমরা সূর্যাস্তের পর নাটকগুলো দেখিয়েছি যেন সবাই এসে দেখতে পারেন। আমাদের উদ্যোগ দারুণ সফল ছিল। শুরুতে আমরা ১৬-১৮ বছর বয়সী ১৫০ জন ছেলেমেয়েকে চিহ্নিত করেছি। এসএপির শেষে আমরা আরেকটি জরিপ চালিয়ে দেখি এই দেড়শো জনের মধ্য থেকে মাত্র দুটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে।"

"একটা বিয়ের ব্যাপারে জানতে পেরে আমরা সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলাম," বলছিলেন জুয়েল। *"কিন্তু তারা জন্মসনদ জাল করে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দেয়। যাইহোক, তবুও এলাকায় বাল্যবিবাহের গতি অন্তত কমাতে পেরেছি বলে খুশি আমরা।"*

১১ জন স্বেচ্ছাসেবককে সাথে নিয়ে স্থানীয় সরকার সেবা বিষয়ে কাজ করেছেন আরিফ মোল্লা। তিনি বলেন,

"আমরা এলাকার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ফিরিয়ে এনেছি। স্থানীয় সরকার সেবা নিশ্চিত করতে উঠান বৈঠক, গণশুনানি, শোভাযাত্রা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের আয়োজন করেছি। সবশেষে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি সিটিজেনস চার্টার স্থাপন করেছি।"

মাদকাসক্তি বিষয়ক অন্য একটি এসএপি ছিল মূলত সচেতনতামূলক। আগে যুবকেরা প্রকাশ্যে মাদক সেবন করতো। কিন্তু এসএপি শুরু হওয়ার পর তা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

JAM

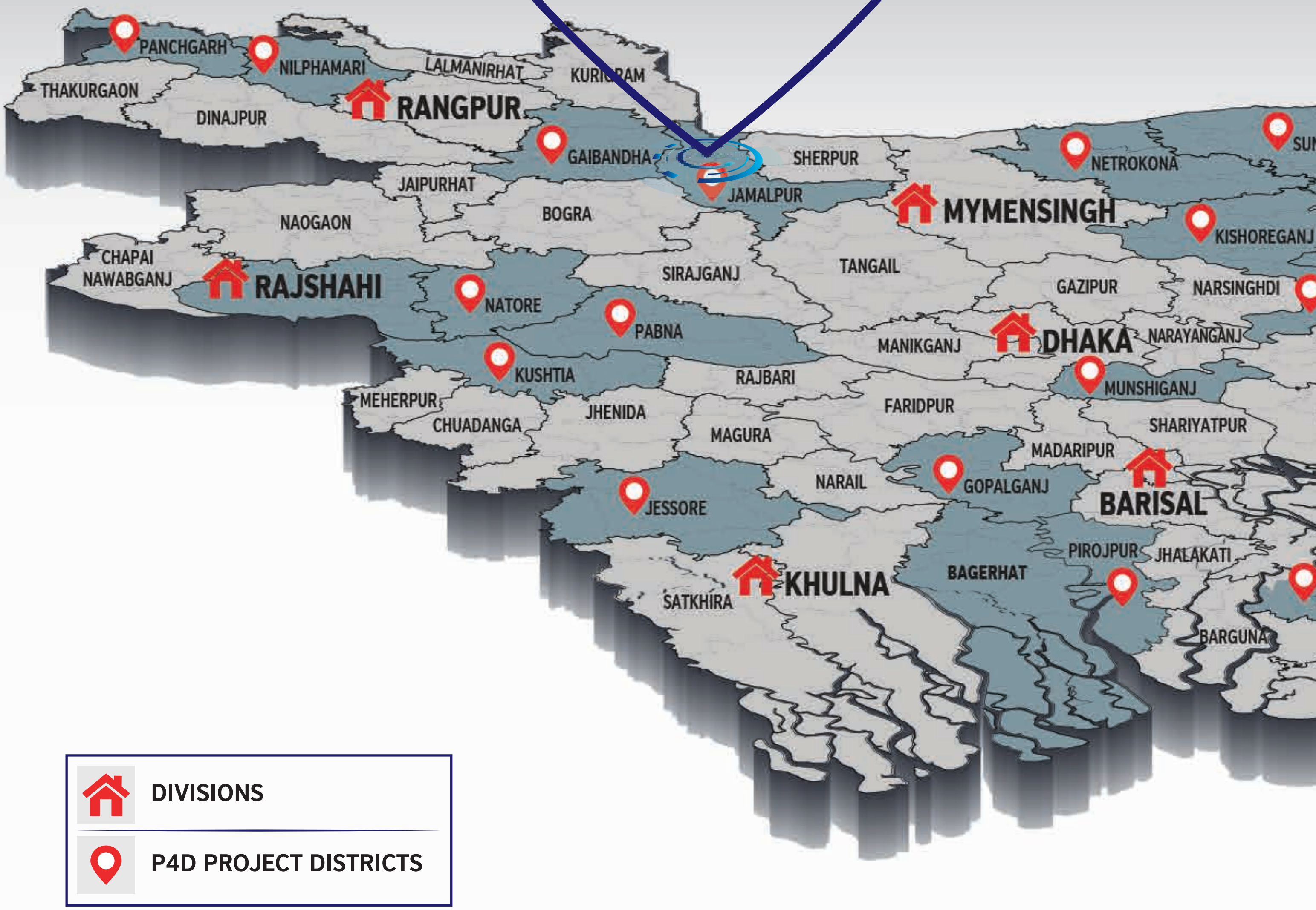
PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAMALPUR
JAIPURHAT
BOGRA
MYMENSINGH
KISHOREGANJ
NAOGAON
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
MAGURA
FARIDPUR
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
SATKHIRA
BAGERHAT
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

ALPUR

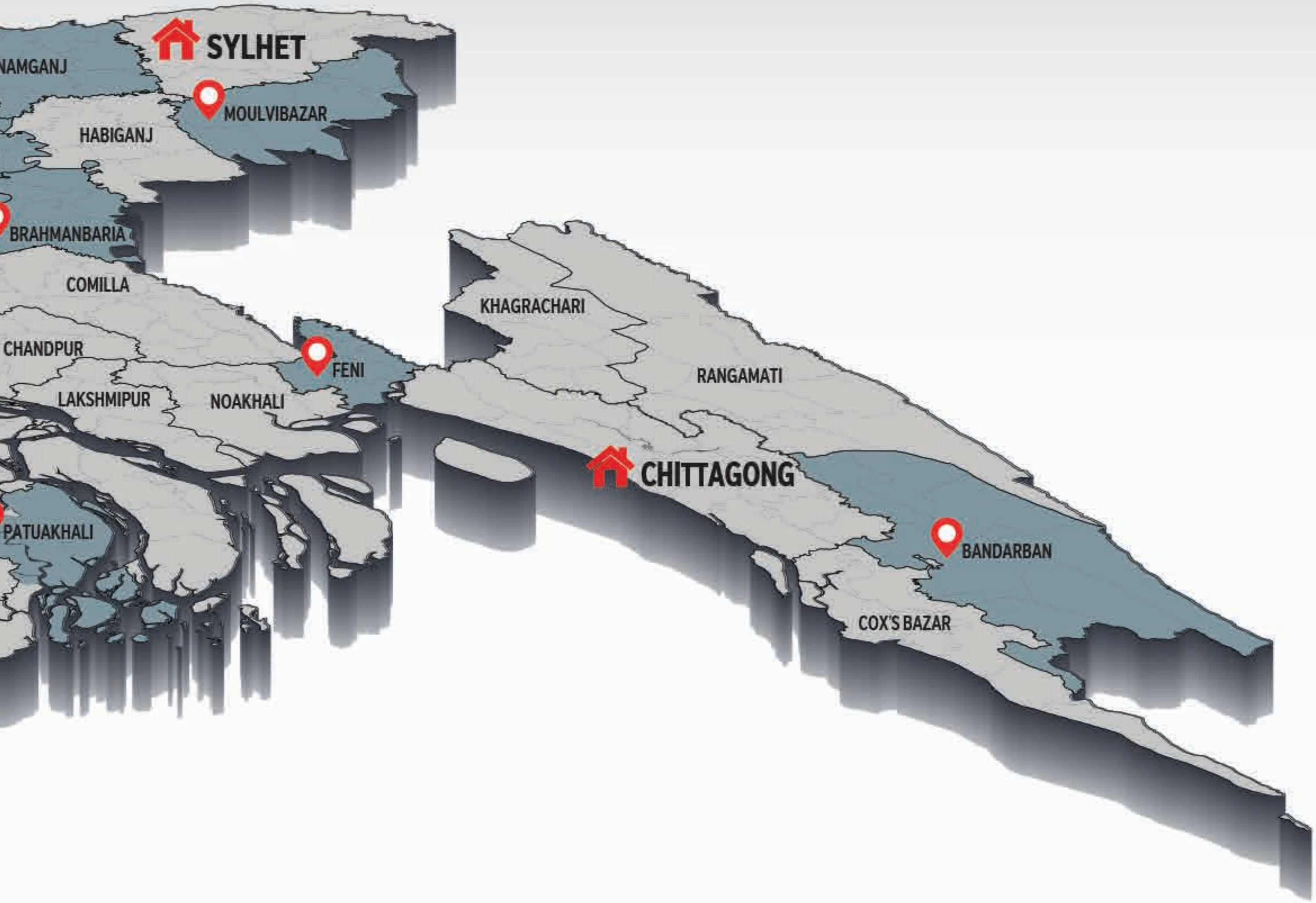
SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

HR KHAN SMRITI SANGHA

Just a few minutes away from the Brahmaputra River, the village of Sirajabad in Jalampur District proudly displays an array of streetlights — a rare sight in most villages of Bangladesh as the Board of Rural Electrification mainly focuses its efforts on agriculture and housing. Sirajabad is unlike any other village in the vicinity with lit up roads where people enjoy walks after sundown. This was made possible by the social welfare organisation HR Khan Smriti Sangha. Named after the former chairman of the Union, Habibur Rahman Khan, who was a politician and philanthropist that changed the face of the village during his tenure in office.

The spirit of Hamidur Rahman was furthered by his followers. Back in 2015, the locals gathered to form the association that would set up the first ever streetlights in the village from its own funds. The organisation's endeavors transformed the village as crime plummeted, markets boomed, schools sprouted up, and transportation was available long after the sundown. Along with that, a lesson was learned — small efforts do make a difference.

The HR Khan Smriti Sangha, which mainly depends on membership fees and donations, did not stop at streetlights. Incumbent president of the association, Rafiqul Islam Khan says the villagers know his organisation very well as they distribute warm clothes every winter among the poor. The organisation has funds for flood relief efforts since the area is prone to flood during monsoon season. *"We want to put smiles on the villagers' faces despite all their struggles. Every Eid, we buy tonnes of vermicelli and sugar for distribution,"* Khan says while talking about the association's activities.

Financial assistance for residents suffering from chronic diseases is another service the association provides. The organisation has set up a team of student volunteers who assist persons with disabilities to reach their destination and conduct extracurricular activities in three primary schools. In addition, the organisation plays an active role in upholding human rights in village courts. Since becoming a part of the P4D project, the association has been able to utilise their voluntary workforce for more pressing issues.

Through the Social Action Projects (SAPs) taken under the P4D project, the association has been working to ensure accountability and efficient services at the local government offices including the Upazila Parishad and three community clinics. It aslo included the residents and stakeholders in effective meetings. MAP volunteers of HR Khan Smriti Sangha also worked to raise awareness of government policies and drug addiction. One of the beneficiaries of the projects, Fazlur Rahman, aged 63, said he never got proper service in the local UP office, and he had to struggle from one day to the next as he could not get the old-age allowance.

> *"I got called to a meeting once and complained about it directly to the UNO. I got my card within three days."*

HR Khan Smriti Sangha was the first in the region to conduct an open budget meeting at the Union office where hundreds of villagers learned for the first time that the government allocated a certain amount for their development. CSO leader Rafiqul Islam Khan thinks that information has the potential to empower people and stop injustice right where it begins.

"We believe that small efforts can make a difference. P4D initiatives might not have physical products involved, but the people are learning and they can utilise this knowledge when they need it," Khan said, pointing out that social welfare will continue to be their cornerstone as it has been during their work with P4D.

এইচ আর খান স্মৃতি সংঘ

ব্রহ্মপুত্র নদের খানিকটা দূরেই জামালপুরের সিরাজাবাদ গ্রাম। রাতে এ গ্রামের রাস্তায় চলতে গেলে দেখা মেলে স্ট্রিট লাইটের। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দৃশ্যটি বেশ বিরল। কারণ, এদেশে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সাধারণত বাড়িঘর ও কৃষিকাজে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিই বেশি গুরুত্ব দেয়। এক্ষেত্রে সিরাজাবাদ গ্রামের মানুষ ভাগ্যবান। সূর্যাস্তের পরও তারা আলোকিত রাস্তা দিয়ে নির্বিঘ্নে হাঁটতে পারেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে এইচ আর খান স্মৃতি সংঘের কল্যাণে। সংস্থাটির নামকরণ করা হয় সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান খানের নামানুসারে। দায়িত্ব নেয়ার পর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে গ্রামের চেহারা বদলে দেন তিনি।

হাবিবুর রহমানের অনুসারীরা গ্রামে তার সমাজসেবামূলক কার্যক্রম চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৫ সালে স্থানীয়রা একটি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং নিজেদের অর্থায়নে গ্রামের রাস্তায় প্রথমবারের মতো বাতি লাগানো শুরু করেন। এর ফলে গ্রামে উলেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। অপরাধ কমার পাশাপাশি হাট-বাজার ও স্কুল-কলেজগুলো জমজমাট হওয়া শুরু করে। এমনকি সন্ধ্যার পর চলতে থাকা একধরনের অলিখিত কারফিউ উঠে গিয়ে যানবাহন চলাচলও বেড়ে যায়। এতে বোঝা যায় যে, ছোটখাটো প্রচেষ্টার মাধ্যমে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব।

সংস্থাটি সদস্যদের নির্ধারিত ফি ও ব্যক্তিগত অনুদানে পরিচালিত হয়। তবে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করেই সংস্থাটি থেমে থাকেনি। বর্তমান সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান জানান, শীতবস্ত্র বিতরণ করার কারণে গ্রামের গরীব মানুষদের কাছে তাদের সংগঠন দারুণ পরিচিত। প্রতিবছর বর্ষায় বন্যার পানিতে গ্রামটি তলিয়ে যায়। যে কারণে সংগঠনটি আলাদা একটি তহবিল গঠন করেছে। সংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম খান বলেন, *"আমরা গ্রামের মানুষদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করি। প্রতি ঈদে আমরা তাদের মাঝে প্রচুর সেমাই-চিনি বিতরণ করি।"*

এ সংঘের আরেকটি প্রশংসনীয় কার্যক্রম হলো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাফেরায় সহায়তা করার জন্য তারা ছাত্রদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছে। এছাড়া, তারা ইউনিয়নের তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি, এই সংঘ গ্রামে মানবাধিকার সংস্থা হিসেবেও দারুণ সক্রিয়। ২০১৭ সাল থেকে সংস্থাটি প্ল্যাটফর্মস ফর ডায়লগ (পিফরডি) প্রকল্পের কাজ করছে। এই প্রকল্পের আওতায় এইচ আর খান স্মৃতি সংঘ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে।

পিফরডির সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়নে সংস্থাটি এলাকাবাসী থেকে শুরু করে সংশিষ্ট সবাইকে নিয়ে কাজ করছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও তিনটি কমিউনিটি ক্লিনিকসহ স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করেছে সংস্থাটি। সংগঠনের ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবী মাদকবিরোধী ও সরকারি নীতিমালা বিষয়ক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ৬৩ বছর বয়সী ফজলুর রহমান জানালেন, তিনি কখনোই স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ঠিকমতো সেবা পাননি। এমনকি বয়স্কভাতা না পাওয়ায় দিনের পর দিন তাকে প্রচন্ড কষ্ট করতে হয়েছে। তিনি বলেন,

> *"আমাকে একটি বৈঠকে ডাকা হয়। সেখানে আমি সরাসরি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ জানাই। এরপর তিনদিনের মধ্যেই আমি আমার কার্ড হাতে পেয়ে যাই।"*

সংগঠনটি এ অঞ্চলে প্রথমবারের মত বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করে। ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত এই অধিবেশনে শত শত গ্রামবাসী প্রথমবারের মতো জানতে পারেন, সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা রয়েছে। সংগঠনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান মনে করেন, তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা ও অন্যায় প্রতিরোধ করা সম্ভব। তিনি বলেন, *"আমি আগেই বলেছি, ছোটখাটো পদক্ষেপের মাধ্যমেই বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। পিফরডির কাজের মাধ্যমে বস্তুগত প্রয়োজন না মিটলেও মানুষ অনেক কিছু জানতে পারছে। এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা তাদের অধিকার আদায় করে নিতে পারছে।"*

তিনি জানান, পিফরডি প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মতো ভবিষ্যতেও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমই তাদের সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে।

EMDAD AL-AMIN TARUN SHANGATHAN

The name Edad Al-Amin Tarun Shangathan, a proactive youth organisation in Jamalpur, was derived from two Arabic words meaning faithful helper. The youth organisation has kept true to its name; it has acted as a reliable helping hand for the people of Gaibandha Union in Jamalpur District since 2001.

Realising that the government's development endeavours would not reach their village if they did not lobby for themselves, a group of 40 youth from the Purarchar village formed a cooperative fund and established the Emdad Al-Amin Tarun Shangathan in 2001.

The youth group's first agenda was to ensure the construction of a bridge and several roads in their Union. Jamalpur is fertile with silt from the Brahmaputra River, but it lacked the proper infrastructure to support an agriculture-based economy. Two decades later, the villages in the Union are regularly yielding far beyond the expectations of agriculture officials, and locals are seeing their lives change for the better. *"All this change did not come in one day,"* says Nazmul Hasan, leader of the Emdad Al-Amin Tarun Shangathan.

As their lobbying efforts brought substantial change to the Union, the youth organisation shifted their priorities to other projects and worked intensively with the government's Social Development Foundation (SDF) to alleviate poverty in their Union. Since then, the organisation has been at the forefront of installing hygienic sanitation systems, supporting public health education in Gaibandha Union, and supporting relief programmes during floods.

The youth group has also transformed itself gradually into a financial assistance organisation for poor households and helped many villagers build concrete homes in flood prone areas. *"We provide loans for micro-entrepreneurs and our repayment policies are very accessible. The villagers know what we have done for the community, so we're very well known here,"* adds Hasan while talking about the organisation's efforts to bring about change at the micro-level.

As a strategic partner with Platforms for Dialogue, Emdad Al Amin Tarun Shangathan has used its good reputation in the community and experience to promote the government's social accountability policies. With P4D, the CSO is tackling issues like drug addiction, improving the quality of education, and promoting use of the Right to Information policy tool as part of P4D's Social Action Projects (SAPs).

Some of the volunteers working on SAPs under P4D say it was an amazing learning experience for the whole team. *"We didn't know about the tools to hold government officials accountable for their actions. Now, we have handed over these tools to the people, and it is making a difference,"* adds Md Nazmul Ferdous, during a story about local resident Md Saddam Hossain, who was able to save his business from land grabbers by using the RTI tool that he learned about at one of the SAP meetings.

Local resident Saddam adds, *"if I did not know how to use the RTI tool, those landgrabbers would have taken all my land. Upon filing an RTI application, I knew that their claims of government order were false."*

Saddam is just one of many who have been empowered by these educational campaigns on social accountability tools. Members of Emdad-Al-Amin Tarun Sangathan hope they can continue to help people.

> *"We are more experienced now since we have worked with P4D. Like our name suggests, we will continue to be the helping hand that we are,"* says Nazmul Hasan Ferdous with a smile on his face.

এমদাদ আল আমিন তরুণ সংগঠন

সংগঠনটির নাম নেয়া হয়েছে দুটি আরবি শব্দ (আল আমিন) থেকে, যার অর্থ 'বিশ্বস্ত সহযোগী'। কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তরুণের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে এই যুব সংগঠন। জামালপুরের গাইবান্ধা ইউনিয়নের সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে সংগঠনটি তার নামের যথার্থতা প্রমাণ করেছে।

২০০১ সালে পুরারচর গ্রামের ৪০ জন যুবক এমদাদ আল আমিন তরুণ সংগঠন গড়ে তোলেন। তারা বুঝতে পারেন যে, গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে সরকারের কোনো উদ্যোগ ঠিকমতো কাজ করবে না।

সংগঠনের প্রথম কাজ ছিল এলাকায় একটি সেতু ও রাস্তা তৈরি করা। ব্রহ্মপুত্র নদের পলিমাটি দ্বারা উর্বর হলেও গাইবান্ধা ইউনিয়নের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরো উন্নত করার মতো অবকাঠামো ছিল না। তবে দুই দশক পর বর্তমানে এখানের গ্রামগুলোতে ফসল উৎপাদন রীতিমতো কৃষি বিভাগের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এভাবে ইউনিয়নের বাসিন্দাদের ভাগ্যের চাকাও ঘুরে গেছে।

"এসব পরিবর্তন একদিনে আসেনি," বলছিলেন সংগঠনের প্রধান নাজমুল।

তাদের প্রচেষ্টায় ঐ এলাকা বদলে যাওয়ায় সংগঠনটি বর্তমানে অন্যান্য কাজে গুরুত্ব দিচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনে তারা সরকারের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এসডিএফ) সাথে কাজ করেছে। তখন থেকেই ঐ ইউনিয়নে বন্যার সময় বার্ষিক ত্রান প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি। পাশাপাশি তারা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

গ্রামের সীমিত আয়ের মানুষদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি সংস্থাটি বন্যা উপদ্রুত জনপদে বহু মানুষকে পাকা ঘর নির্মাণে সহায়তা করেছে।

ঐ এলাকায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সংগঠনের চেষ্টার ব্যাপারে হাসান আরো বলেন, *"আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দেই। আমাদের ঋণ আদায় নীতি খুবই গরীব-বান্ধব সুবিধাজনক। এই এলাকার জন্য আমাদের অবদানের কথা সবাই জানেন বলে আমরা এখানে খুবই পরিচিত।"*

২০১৭ সাল থেকে সংগঠনটি পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজ করছে। এলাকায় তাদের সুনাম ও সমাজসেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ সংস্থা মাদকাসক্তি, শিক্ষার মান ও তথ্য অধিকার বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করে।

এসএপিগুলো পরিচালনা করেছেন সংগঠনের মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার মো: নাজমুল হাসান ফেরদৌস, শিখা রানী ও আতিকা সুলতানা। এসএপিগুলো তাদের জন্য দারুন এক অভিজ্ঞতা ছিল বলে জানান তারা।

সাদ্দাম হোসেন নামের এক ব্যবসায়ীর কথা বলতে গিয়ে নাজমুল বলেন, *"আগে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনার কোনো উপায় জানা ছিল না আমাদের। এখন এসএপির মাধ্যমে আমরা মানুষকে সেই উপায় শিখিয়ে দিয়েছি। এর ফলে পরিস্থিতির উন্নতিও হচ্ছে।"*

তথ্য অধিকার পদ্ধতি ব্যবহার করে ভূমিদস্যুদের কবল থেকে নিজের জমি রক্ষা করেন সাদ্দাম। একটি এসএপি বৈঠক থেকে এ পদ্ধতির ব্যাপারে জানতে পারেন তিনি।

সাদ্দাম হোসেন বলেন, *"তথ্য অধিকার সম্পর্কে না জানলে ঐ ভূমিদস্যুরা আমার সব জমি নিয়ে যেতো। একটি অভিযোগ দায়ের করার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, ওদের দেখানো সরকারি নোটিশগুলো ছিল ভুয়া।"*

পিফরডির আওতায় সহায়তা পাওয়া হাজারো মানুষের একজন সাদ্দাম। সংগঠনের সদস্যদের আশা, তারা সবসময় এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবেন।

হাসিমুখে নাজমুল হাসান ফেরদৌস বলেন, *"পিফরডির সাথে কাজ করে আমরা দারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সংগঠনের নামের মতোই বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে মানুষের পাশে থাকবো আমরা।"*

UNIQUE WELFARE ORGANISATION

Mister, uniquely named after the English honorific for men, leads the CSO Unique Welfare Organisation, which is located on the banks of Brahmaputra River in the Guthail village of Jamalpur District. The first story told by the people working with the youth group was that they had saved a village from being turned into a dam.

Mister says it happened because one of his volunteers was approached by a group of people after a GRS campaign with P4D. *"They learned about the government's Grievance Redress System from one of our Social Action Projects. We helped them file the application after the military wanted to build a dam over their land, and the authorities acted on it quickly. We saved their homes,"* says Fahad Hossain, who led the campaign for GRS awareness.

This is just one success story from the Unique Welfare Organisation, which was launched in 2010 when a group of 32 high school graduates decided they would work for the well-being of the people of their Union Council, which had long been afflicted by floods and the negligence of the government's trickle down policies.

The founders have all grown up to be successful businessmen, farmers, entrepreneurs, and enthusiastic social workers, which has allowed the Unique Welfare Organisation to be a centre for conversations and a democratic institute working for the community.

Since its inception, the Unique Welfare Organisation has been extensively involved in relief programmes in the flood-prone Islampur Union, where the monsoon season brings misery for thousands as rising water levels invade their homes. The organisation also supports meritorious students with yearly stipends and arranges funding for orphans living in mosques and madrasahs.

As a registered organisation with the Department of Social Services, the youth group has also worked with international organisations like Islamic Relief in the past to distribute blankets, food, and essential commodities among marginalised communities. Since becoming a strategic partner of P4D, members have utilised their experience to focus on Social Action Projects (SAPs) designed to promote good governance tools like the Right to Information, Grievance Redress System, National Integrity Strategy, and the Citizen's Charters.

The organisation's SAP on Grievance Redress System (GRS) was perhaps the most successful as it was able to directly help a group of people, namely Jolukha, Sahar Ali, Hira Sarker, Sharifuddin, Morsheda, Rafiqul, and Sharmina to save their houses from forcible acquisition. *"I have three grandkids who live with me, and if my house were to be taken from me, all of us would have been on the streets,"* said an emotional Morsheda while talking about how the P4D project helped them.

Other than GRS, Unique Welfare Organisation has also worked on accountability of the local Union Council offices, quality of education, and reducing corruption in social safety net programmes. Mister says the experience of working with P4D has given them the tools to carry on their good work.

> *"You know what they used to say after the Liberation War? They said, 'we gave back the weapons, but not the training'. That's exactly what I say about the P4D programme. Everyone learned from it and we will use this knowledge in the future."*

ইউনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে জামালপুর জেলার গুঠালি গ্রামে অবস্থিত ইউনিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা। এ সংস্থায় কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে সদস্যরা জানান, একটি বাঁধ প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে গ্রামটিকে রক্ষা করেছেন তারা।

এটা কিভাবে সম্ভব হলো জানতে চাইলে মিস্টার জানান যে, তারা সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রচারণা চালানোর পর গ্রামের মানুষ সচেতন হয়ে ওঠেন। একদল গ্রামবাসী এসে একজন মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনারের (এমএপি) কাছে অভিযোগ জানায়। *"আমাদের একটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) মাধ্যমে তারা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। সেনাবাহিনী তাদের ফসলি জমি ও ভিটার ওপর বাঁধ নির্মাণ করতে গেলে আমরা গ্রামবাসীকে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তা করি,"* বলছিলেন মিস্টার।

পিফরডি প্রকল্পের আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে এই প্রচারণা চালানো হয়। অভিযোগ প্রতিকার বিষয়ক প্রচারণাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য ফাহাদ হোসেন।

২০১০ সালে গড়ে ওঠা সংগঠনটির এমন আরো বহু গল্প রয়েছে। ঐ বছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ৩২ জন ছাত্র মিলে ইউনিয়নের মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। বন্যাকবলিত ও সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এলাকাটি বহু বছর ধরে নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ সেই তরুণেরা বর্তমানে একেকজন সফল ব্যবসায়ী, কৃষক, উদ্যোক্তা ও সমাজকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ফলে তাদের সংগঠন এলাকার কল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা করার এবং আলোচনা সভা আয়োজনের একটি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

বর্ষায় এ অঞ্চলের ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়ে হাজারো গ্রামবাসীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। তাই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি ইসলামপুর ইউনিয়নের বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, প্রতি বছর তারা দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি, মাদ্রাসার এতিম ছাত্রদেরকেও আর্থিক সাহায্য করে।

ইতোমধ্যেই এ সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমোদন লাভ করেছে। ইসলামিক রিলিফ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে সংস্থাটি দরিদ্রদের মাঝে কম্বল, খাবার ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী বিতরণ করেছে। ২০১৭ সাল থেকে এটি পিফরডির কৌশলগত সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। সমাজকর্মী হিসেবে নিজেদের পূর্বাভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সংগঠনের সদস্যরা পিফরডির কয়েকটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি নিয়ে এসএপিগুলো সাজানো হয়েছে।

এখন পর্যন্ত সংগঠনটি সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত এসএপিতে। সংস্থার কর্মীরা জলুখাঁ, সাহার আলী, হিরা সরকার, শরীফুদ্দীন, মোরশেদা, রফিকুল ও শারমিনা সহ কয়েকজন মানুষের বাড়ি জোরপূর্বক দখল হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

পিফরডির সহায়তার কথা তুলে ধরে আবেগ জড়িত কণ্ঠে মোরশেদা বলেন, *"এই বাড়িতে আমার সাথে আমার তিনজন নাতি থাকে। বাড়ি দখল হয়ে গেলে আমাদেরকে রাস্তায় থাকতে হতো।"*

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ছাড়াও সংস্থাটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে কাজ করেছে। মিস্টারের মতে, পিফরডির সাথে কাজের অভিজ্ঞতা তাদেরকে জনকল্যাণমূলক কাজের উপায়-উপকরণ জুগিয়েছে। তিনি বলেন,

"আপনি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের একটা কথা জানেন? 'আমরা অস্ত্র জমা দিয়েছি, প্রশিক্ষণ নয়।' পিফরডির ব্যাপারে আমি এই কথাটাই বলবো। আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সামনে আরো বড় কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে এই শিক্ষা ব্যবহার করবো।"

PANCHGARH
NILPHAMARI
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
NAOGAON
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
JHENIDA
FARIDPUR
CHUADANGA
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
GOPALGANJ
JESSORE
BARISAL
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
BAGERHAT
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

JESSORE

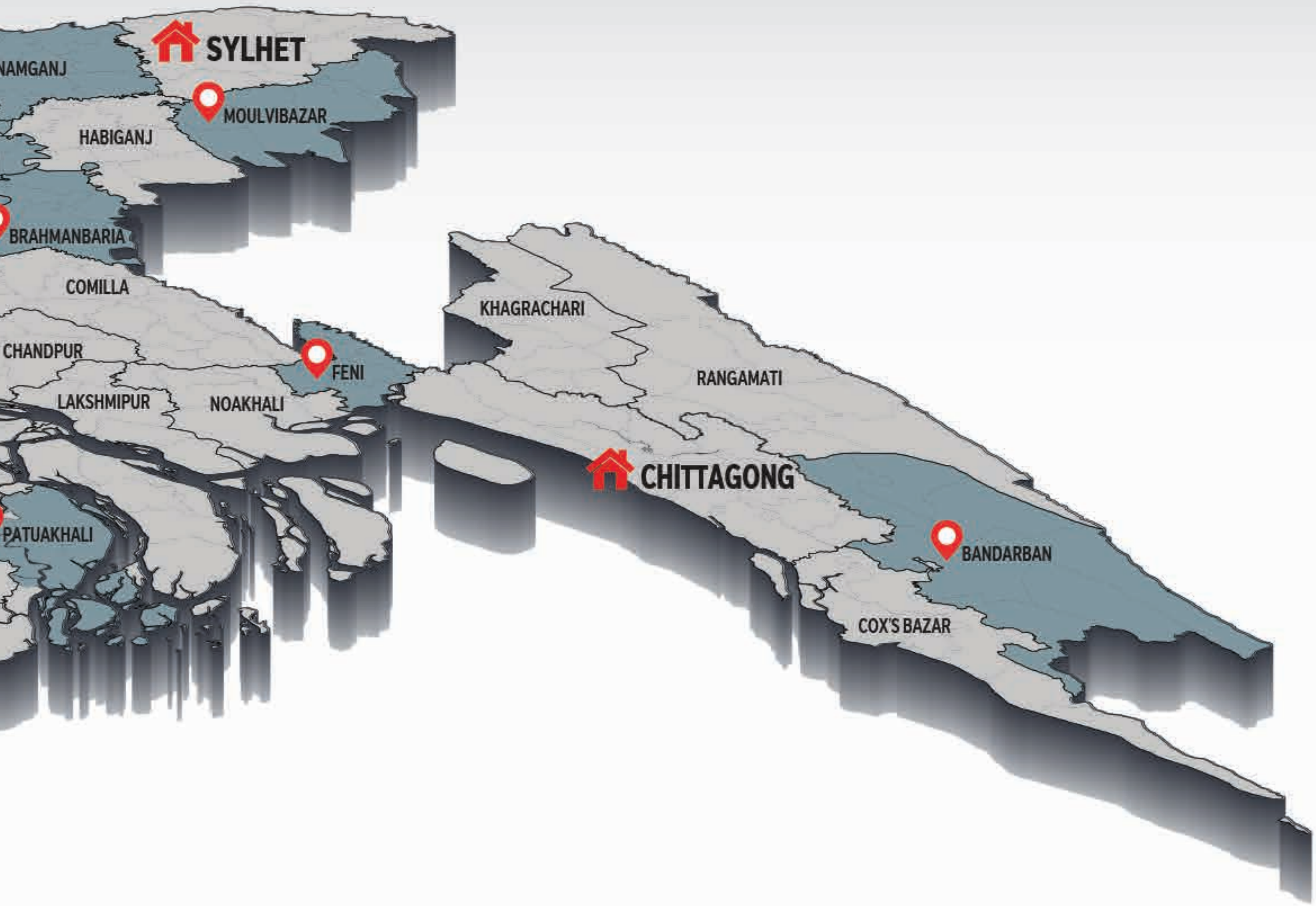
SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

BIBEKANANDA JUBA SANGHA

Bibekananda Juba Sangha set out to build 100 latrines with its volunteers under the leadership of a local farmer, Dhiman Roy, many years ago. Most of the volunteers being young students, Dhiman noticed that many lacked motivation in school, and began a night coaching programme for the children. The current Organising Secretary, Probir Biswas, who was one of the coaches, said there were a bunch of students on the verge of dropping out of school. They were not motivated, and their grades were suffering. *"We had coaching classes in the school building where students would come and study, and older students would help them with homework."*

That was ten years ago, and the small organisation has only grown since. Two younger volunteers sitting at a partially constructed one-room office said the night coaching sessions had in fact helped them get through school. *"Most people are poor and cannot afford extra tuition for tutoring. The only way to help so many young people was to help each other. And it helped us too."*

"The idea has paid off", says Dhiman, who remains a farmer but is still very much the driving force of his younger peers who have gone on to pursue other opportunities. Probir and his friends, who have taken on more important roles since their student days, say that they wanted to improve their village. *"Since waterlogging is a typical problem here, we dug a canal connecting it to a river to drain the water,"* said Probir. *"It has helped the entire community",* he said.

More recently the club has joined forces with Platforms for Dialogue (P4D) to implement Social Action Projects (SAPs). One of the projects is on improving the quality of primary education at three local schools. Volunteers are trying to engage the management committees and conduct yard meetings to discuss the major issues the schools are facing. *"We are trying to make the parents and other community members aware of what they can expect from the schools,"* said one volunteer who was one of the students at the night coaching programme. Furthermore, she said the management committees become more active with just a little push, and once they start functioning as they should, it becomes much easier to create change.

In another SAP on community health, volunteers are focusing on the prevention of Hepatitis B. Dhiman Roy, who took a strong interest in this project, says he has learned a lot from the yard meetings and is now implementing some of the lessons of staying healthy at his home.

> *"We have conducted yard meetings with the local community, and our volunteers regularly engage with people at public places like tea stalls, schools, and markets."*

Dhiman says, *"after learning about it, I have started keeping our toothbrushes in separate mugs at home. And I keep telling people about Hepatitis B myself, whenever I can. Simple measures can go a long way in preventing an epidemic."*

বিবেকানন্দ যুব সংঘ

বেশ ক'বছর আগে কৃষক ধীমান রায়ের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক ১০০টি শৌচাগার নির্মানের মাধ্যমে বিবেকানন্দ যুব সংঘ নামের একটি সংগঠনের সূচনা করেছিলেন। সংগঠনের প্রায় সব ক'জন স্বেচ্ছাসেবকই ছিলেন ছাত্র। ধীমান তাদেরকে দিয়ে গরীব পরিবারের শিশুদের জন্য নৈশকোচিং এর ব্যবস্থা করেছিলেন। সংস্থাটির বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর বিশ্বাসও সেই কোচিং এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি বলেন, *"অনেক ছেলেমেয়েই স্কুল থেকে ঝরে যাচ্ছিল। তাদের সামনে তেমন কোনো অনুপ্রেরণা ছিলো না। তাই তাদের ফলাফলও ভাল ছিল না। আমরা তাদের জন্য স্কুল ভবনে অথবা বারান্দায় কোচিং এর ব্যবস্থা করেছিলাম। উপরের ক্লাসের ছাত্ররা তাদেরকে বাড়ির কাজে সাহায্য করতো।"*

এসব দশ বছর আগের কথা। এরপর সেই ছোট্ট সংগঠনটিকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

আংশিক তৈরি হওয়া অফিসে কক্ষে বসে ছিলেন সংগঠনের দু'জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবক। এরা নিজেরাও নৈশকোচিং এর কারণেই স্কুলের পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছেন। তাদের একজন বললেন, *"এখানকার বেশিরভাগ মানুষই গরীব । পড়ালেখার জন্য আলাদা করে টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই তাদের। এত বেশি ছেলেমেয়েকে সাহায্য করার একটাই উপায় ছিল একজন অন্যজনকে সাহায্য করা। এই পদ্ধতি আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে।"*

"এই উদ্যোগ খুবই কাজে দিয়েছে," বলছিলেন ধীমান। তিনি এখনো কৃষক। তবে এলাকার যেসব তরুণ-যুবক বহুদূর এগিয়ে গেছে, তাদের জন্য তিনি এখনো অনুপ্রেরণা।

প্রবীর ও তার বন্ধুরা ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত ছিলেন। তারা তাদের গ্রামকে একটি আদর্শ রূপ দিতে চান। এজন্য তারা বেশ কিছু উদ্যোগও নিয়েছেন। প্রবীর বলছিলেন, *"জলাবদ্ধতা আমাদের গ্রামের নিয়মিত সমস্যা ছিল। তাই আটকে থাকা পানি বের করার জন্য আমরা একটি নালা কেটেছি। এই নালা দিয়ে সব বৃষ্টির পানি পাশের নদীতে চলে যায়। এই উদ্যোগ আমাদের পুরো এলাকাকে বদলে দিয়েছে।"*

তাদের ক্লাব পিফরডির সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। একটি এসএপির অধীনে এলাকার তিনটি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। এ লক্ষ্যে সংস্থাটির স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন ও উঠান বৈঠক আয়োজনের চেষ্টা করছেন।

একজন স্বেচ্ছাসেবী বলছিলেন, *"এলাকার সব অভিভাবক ও সাধারণ মানুষকে বিদ্যালয়ের উপকারিতা বোঝানোর চেষ্টা করছি।"* তিনি আরো জানান, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সামান্য বোঝানোর পরই তারা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছেন। *"স্কুল কমিটি তাদের কাজটা ঠিকমতো করলে পরিবর্তন আনা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়,"* বললেন এই স্বেচ্ছাসেবক।

হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আরেকটি এসএপির বিষয়েও ক্লাব সভাপতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রায় জানালেন, উঠান বৈঠকগুলো থেকে শিক্ষাগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখাও সম্ভব হচ্ছে।

ধীমান বলেন, *"(বাসায়) এখন আমরা আমাদের প্রত্যেকের ব্রাশ আলাদা রাখছি। সুযোগ পেলেই আমি মানুষকে হেপাটাইটিস বি সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করি।"* তার মতে, ছোট একটি পদক্ষেপও একটি মহামারী প্রতিরোধে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

> *"আমরা গ্রামবাসীদের সাথে উঠান বৈঠক করেছি। পাশাপাশি, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা চায়ের দোকান, স্কুল কিংবা বাজারের মতো জায়গায় নিয়মিত সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা বলেন।"*- ধীমান রায়

DUMURTALA NABA JAGORON SANGHA

Dumurtala Naba Jagoron Sangha, a volunteer organisation focused on social welfare, is situated in a remote corner of Abhaynagar that remains waterlogged for most of the monsoon season. A member of the village police employed by the local Union Council, Apurba Roy has been running the organisation since its inception in 1995.

The organisation has been running a variety of welfare activities since that time. One of them is a database of roughly 300 blood donors. *"We have typed the blood groups and maintain a current list of donors. Whenever someone needs blood, all they have to do is let us know the blood type, and we can then put them in touch with the potential donors."*

The Dumurtala Naba Jagoron Sangha has also been running a modest scholarship programme for meritorious students over the last three years, in addition to organising cultural and sporting events. Apurba Roy says it is difficult organise and conduct largescale programmes because of a lack of funds, but the club organises several volunteer activities. They dug out some canals to improve drainage and reduce water logging, said Apurba. *"We also built a bamboo bridge to make sure that the school kept running during the monsoon season."*

A fourth grader from the local primary school, Sudipta, recalls the bridge had made it so much easier to get to school. *"I would always get my pants wet wading through the water to get to school, and mother would scold me every day. But this year was better!"* The club members had collected building materials from the community, and everyone joined hands in building the bridge, said Apurba.

Currently the club also has three Social Action Projects (SAPs) as part of the Platforms for Dialogue (P4D) project. Groups of volunteers are working to improve education, community health, and the village court. Sandhya Biswas, who heads the project on community health, said they have held yard meetings within the community to learn about people's needs and complaints. *"We also held meetings with the local Community Groups and Community Support Grpups of the community clinics to strengthen and motivate them."*

The education SAP is also proceeding well as the local headmaster gladly announced. There have been meetings with the school management committee and at the homes of the pupils explaining the roles and responsibilities of the school. *"The management committee is holding regular meetings with the members present, which is a rarity in itself,"* said the headmaster. He said parents have become more aware about their children's education since there have been yard meetings around the community.

A mother of two young pupils, Bimala Rani, had come to the school to inquire about the progress of her children. She said she never realised she could ask questions at the school about her children's education.

Bimala says, *"even the smallest effort goes a long way in improving the lessons at school."*

ডুমুরতলা নব জাগরণ সংঘ

অভয়নগর উপজেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে অবস্থিত 'ডুমুরতলা নব জাগরণ সংঘ'। এটি একটি সমাজকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বর্ষার প্রায় পুরোটা সময় গ্রামটি জলাবদ্ধ থাকে। ১৯৯৫ সালে অপূর্ব রায় নামক জনৈক গ্রাম পুলিশ সদস্য এই সংগঠন প্রাতষ্ঠা করেন। সেই থেকে তিনিই এই সংগঠনের কর্ণধার।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি নানা ধরণের সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তেমন একটি কাজ হলো প্রায় ৩০০ রক্তদানকারীর একটি ডাটাবেজ তৈরি করা।

"আমরা অনেক মানুষের ব্লাডগ্রুপিং করে একটি তালিকা বানিয়েছি। কারো রক্ত লাগলে আমাদেরকে শুধু রক্তের গ্রুপটা জানালেই হয়। আমরা তাদেরকে সম্ভাব্য রক্তদাতার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিই।"

গত তিন বছর ধরে সংগঠনটি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করছে।

অপূর্ব রায় জানান, টাকার অভাবে তাদের পক্ষে বড় অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা করা কঠিন। তবে নিয়মিতই নানাধরণের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। *"এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করতে স্বেচ্ছাসেবকেরা কয়েকটি নালা কেটেছেন,"* বলছিলেন তিনি।

"বর্ষাকালেও যেন ছেলেমেয়েরা ঠিকমত স্কুলে যেতে পারে সেজন্য আমরা একটি বাঁশের সাঁকো বানিয়েছি।" স্থানীয় বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুদীপ্ত জানায়, সাঁকোটি তাদের জন্য বিদ্যালয়ে যাতায়াতকে আরো সহজ করে দিয়েছে। *"নাহলে পানির মধ্যে হাঁটতে গিয়ে সবসময় আমার প্যান্ট ভিজে যেতো, আর মা প্রতিদিন আমাকে বকতেন। কিন্তু এ বছর এমন হয়নি।"*

অপূর্ব জানান, *"ক্লাবের সদস্যরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সাঁকো বানানোর জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছেন। গ্রামের সবাই এই সাঁকো তৈরিতে অংশ নিয়েছে।"*

সম্প্রতি পিফরডির কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংগঠনটি তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিচার ব্যবস্থা উন্নত করতে কাজ করে যাচ্ছে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী দল। স্বাস্থ্য বিষয়ক এসএপির পরিচালক সন্ধ্যা বিশ্বাস জানালেন, গ্রামবাসীদের চাহিদা ও অভিযোগ নিয়ে কথা বলার জন্য তারা তাদের সাথে উঠান বৈঠকে বসেছেন।

"এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো উন্নত করে সেগুলোকে আরো কার্যকর করার জন্য কমিউনিটি গ্রুপ এবং কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপগুলোর সাথে বসেছি, কথা বলেছি।" বলছিলেন সন্ধ্যা।

স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দের সাথে জানালেন, শিক্ষা বিষয়ক এসএপির কাজও বেশ ভালোভাবেই চলছে। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সাথে বৈঠক হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, *"এখন স্কুল কমিটির নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে। আগে এটি একটি বিরল ঘটনা ছিল।"*

তিনি আরো জানান, নিয়মিত উঠান বৈঠকের ফলে এই এলাকার অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক সচেতন হয়েছেন। সন্তানদের পড়াশোনার অগ্রগতির ব্যাপারে খোঁজ নিতে বিদ্যালয়ে এসেছেন দুই শিশু শিক্ষার্থীর মা বিমলা রানী। তিনি বলেন, তিনি কখনো কল্পনাই করতে পারেননি স্কুলে এসে নিজের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে এভাবে প্রশ্ন করতে পারবেন।

বিমলা রানী মতে, *"ছোট একটি উদ্যোগও বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে।"*

PALLY WELFARE ASSOCIATION

The Pally Welfare Association had its first meeting in 1997 when the organisers decided to work for women's empowerment, socio-economic development, good governance, and culture. Executive Director, S M Nazrul Islam, a former NGO worker himself, thought of starting his own initiative when he realised that the villagers were not benefiting from the programmes of other NGOs, some of which he had implemented himself.

Already an experienced development professional, Nazrul Islam started working for the women's empowerment and education organisation almost two decades ago. *"We started with night schools for women."* Islam said his volunteers would set up with one lantern and a mat at designated balconies. There would be up to 30 women at each school. Soon the initiative started getting grants from funding agencies running 15 such schools. The small NGO then began marriage counselling with 10 couples initially. The programme was very effective, says the Executive Director Islam. Although that is not operational at this time, the Pally Welfare Association still works to prevent child marriage, which Islam says is, *"a scourge on the community."*

He remembers one case of a young girl who had been smuggled into India and sold off to become a prostitute by a man who had married her. Islam was able to get the girl back through his network of NGOs and helped rehabilitate the girl at home. Having made a name for herself as a tailor, Rabeya is now a mother herself (having remarried at a more mature age). She says, *"who knows what would have happened if I were not able to make it back. I am grateful to be able to get back to a normal life."*

The humble NGO is currently overseeing three Social Action Projects (SAPs) as part of its partnership with Platforms for Dialogue (P4D). These SAPs are working towards promoting animal health awareness, preventing drug abuse, and improving primary education - all of which are rooted in the NGO's efforts for the improvement of women's lives.

The executive director says women constituted 90% of the patients at the community clinics when he first started working with child marriage.

> *"This is a direct result of early marriage as mere girls become mothers."*

The Pally Welfare Association has started conducting awareness meetings around the neighbourhood as part of their Social Action Projects. Islam explained that animal health awareness could potentially benefit women as some of them would be trained in vaccination and provided with the means of providing vaccine service in the community for a token fee.

Prokash Chandra, who leads the child marriage SAP, said they are trying to put together a database of birth certificates, which can be made available to the officials who officiate marriages. *"This could then easily take care of the fake certificates that are produced at the time of marriage."* He says it is already working. *"All you have to do is make the marriage officials a little more aware of the situation and how easily they can prevent it."*

পল্লী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

পল্লী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নামের সংগঠনটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালে। সে সময় সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক সাবেক এনজিও কর্মী এসএম নজরুল ইসলাম। তিনি যখন বুঝতে পারলেন গ্রামবাসীরা অন্য এনজিওগুলোর কার্যক্রম থেকে খুব একটা উপকৃত হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেই একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অভিজ্ঞ উন্নয়নকর্মী নজরুল ইসলাম নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার জন্য কাজ করে আসছেন।

"আমরা মহিলাদের জন্য নৈশবিদ্যালয় দিয়ে শুরু করেছিলাম," বলছিলেন নজরুল ইসলাম। *"সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা নির্দিষ্ট বাড়ির বারান্দায় হারিকেন জ্বালিয়ে দিত এবং মাদুর পেতে দিত। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩০ জন পর্যন্ত নারী শিখতে আসতেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা থেকে অনুদান পেতে শুরু করি। এক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় পনেরোটি।"* দশটি দম্পতিকে দিয়ে ছোট এই সংগঠন দাম্পত্য বিষয়ক পরামর্শ দানের কাজও শুরু করে। নজরুল বলেন, *"এই প্রকল্পও বেশ কার্যকর ছিলো।"*

এখনো পুরোপুরি একটি প্রকল্প হিসেবে চালু না হলেও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধেও কাজ করে যাচ্ছে পল্লী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। নজরুলের মতে, বাল্যবিয়ে একটি অভিশাপ।

তিনি বাল্যবিয়ের শিকার একটি মেয়ের ঘটনা শোনালেন। রাবেয়া নামের এই মেয়েকে তার স্বামী পতিতালয়ে বিক্রির জন্য ভারতে পাচার করে দিচ্ছিল। নিজের এনজিও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নজরুল মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর মেয়েটির নিজ বাড়িতেই তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

পরবর্তীতে পরিণত বয়সে আবারো বিয়ে হয় রাবেয়ার। সন্তানের জননী রাবেয়া এখন দক্ষ একজন দর্জি হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন, *"ওখান থেকে ফিরে আসতে না পারলে আমার যে কী হতো, কে জানে! সেসব ভাবলে আমি এখনো শিউরে উঠি।"*

পিফরডি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছোট এই সংস্থা বর্তমানে তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের সাথে (এসএপি) যুক্ত রয়েছে। এসএপিগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাণীস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন। এগুলো সবই নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত এনজিও কার্যক্রমের মৌলিক অংশ।

নজরুল ইসলাম জানান, তিনি যখন বাল্যবিয়ে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, তখন কমিউনিটি ক্লিনিকের ৯০ ভাগ রোগীই ছিলেন নারী। তার মতে,

"এসব রোগী ছিলেন মূলত বাল্যবিয়ের কারণে অল্পবয়সে মা হওয়া মেয়ে।" বলছিলেন নজরুল ইসলাম।

এসএপি এর অংশ হিসেবে পল্লী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আশেপাশের এলাকায় বিভিন্ন ধরণের সচেতনতা বৈঠক শুরু করেছে।

নজরুল ব্যাখ্যা করেন, *"পশুপাখির স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা থেকে মহিলারা উপকৃত হবেন। বেশ কয়েকজন মহিলাকে টিকাদানের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তারপর নির্দিষ্ট টোকেন ফি'র বিনিময়ে তাদেরকে টিকা দেয়ার উপকরণ দেয়া হবে।"*

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ প্রকল্পের প্রধান প্রকাশ চন্দ্র বলেন, তারা ওই এলাকার বাসিন্দাদের একটি জন্মসনদ ডাটাবেজ তৈরির চেষ্টা করছেন। বিয়ে নিবন্ধনকারী কর্মকর্তাদের জন্য এই ডেটাবেস ডাটাবেজ উন্মুক্ত থাকবে।

তিনি বলেন, *"এটি থাকলে সহজেই বিয়ের সময় বানানো নকল জন্মসনদ শনাক্ত করা যাবে।"*

তিনি আরো জানান, প্রকল্পটি নিয়ে ইতোমধ্যেই মাঠপর্যায়ে কাজ চলছে। *"পরিস্থিতি সম্পর্কে কাজীদেরকে আরেকটু সচেতন করতে হবে। আর তাদেরকে বোঝাতে হবে কত সহজেই তারা বাল্যবিয়ের মত একটি সামাজিক অপরাধকে প্রতিরোধ করতে পারেন।"*

PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
NAOGAON
BOGRA
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
FARIDPUR
SHARIYATPUR
MAGURA
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

KISHOREGANJ

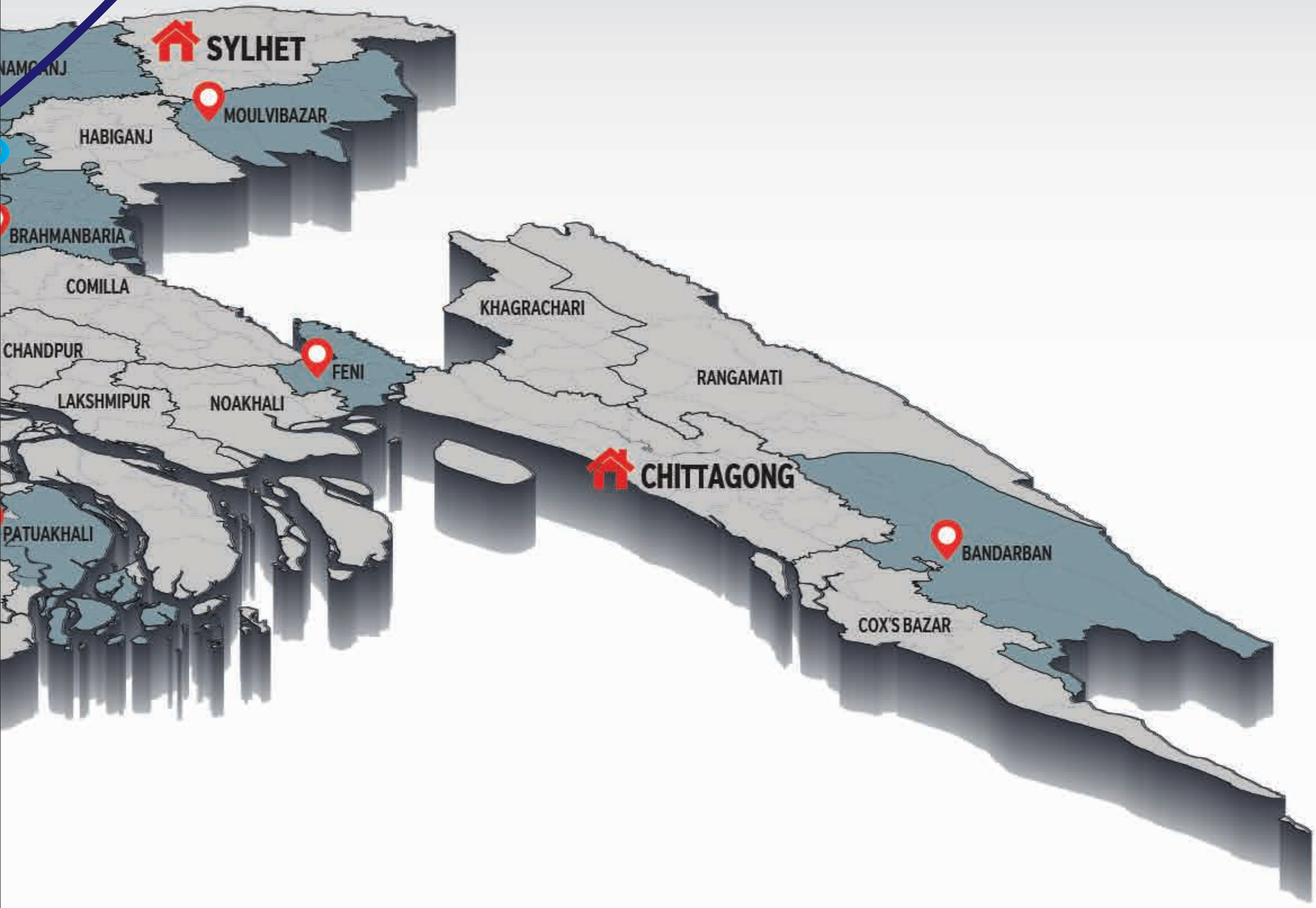

AGRADUT MAHILA UNNAYAN SAMITY

Chandra Rani Sarkar teaches at a girls' high school in Karimganj Upazila of Kishoreganj district. She is better known as a social worker than as a teacher, however, because of her role as the founder of the civil society organisation (CSO) Agradut Mahila Unnayan Samity.

Rani's decision to start the organisation in 1999 came when she realised that many of her students were being married off even before they turned 16. She subsequently noticed that these young girls also faced repression, malnutrition, reproductive health issues, and domestic violence. *"I needed to take a stance. I realised that if it went on like this, the school would not have any female students in the long run,"* Rani adds, explaining how Bangladeshi society was and still is suffering from the scourge of child marriage.

When launching her organisation, Rani was able to garner support from local leaders, philanthropists, law enforcement, and the dedication of 35 local women to fight against child marriage, violence against women, and stigmatism that labelled women as incapable of education or work. *"I have been fighting these for the last 21 years. Just last week, the UNO and the local police officer led a raid to stop a child marriage after classmates of the bride-to-be called me."*

Perhaps Rani's utmost dedication towards teaching and protecting women prompted her to advocate for quality education in one of the Social Action Projects (SAP) for the P4D project. As a strategic partner of P4D, Rani's organisation worked with teachers, students, parents, and education officials to discuss and solve the problems that arise in primary education.

> *"It is common knowledge that quality education including aspects of moral teachings and social justice can minimise the gender gap. So, we decided to work extensively on the quality of education and teachers,"*

adds Rani, while introducing Sonia Akhter, a domestic violence survivor and a volunteer for the organisation's SAPs on education.

Sonia says she is proud to be a voice for those who can not speak up, and she aims to teach the importance of gender equality to students. *"I was abandoned by my abusive husband. Women need to understand that they will be stronger when they are aware of their rights,"* she mentions, explaining how hundreds of students attended her SAP seminars on women's rights.

Rani explains that awareness of gender equality and a social movement to stop violence against women (VAW) have just begun to gain traction, but it still needs a lot of work. She adds that all stakeholders, including educators, public officials, law enforcement, and the public must collectively take action to protect women and children from social problems. Agradut Mahila Unnayan Samity has 87 members who deposit a monthly sum of one hundred taka to support women entrepreneurs and provide legal aid in VAW cases.

"We are just a team of volunteers working for the people. P4D has educated us on policy instruments and social justice. There were 25 volunteers working for the programme, and I think it was a valuable lesson for all of them, including me," Rani comments on P4D's initiatives, hoping these small steps will result in something good in the long run.

অগ্রদূত মহিলা উন্নয়ন সমিতি

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন চন্দ্রা রানী সরকার। তবে অগ্রদূত মহিলা উন্নয়ন সমিতি নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করায় এলাকায় তিনি একজন সমাজকর্মী হিসেবেই বেশি পরিচিত।

১৯৯৯ সালে এই সমিতি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন রানী। সে সময় তিনি দেখলেন যে, তার বেশিরভাগ ছাত্রীর বয়স ১৬ পেরোনোর আগেই তাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আর এ বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে তারা মাতৃত্ব, অপুষ্টি ও দাম্পত্য নিপীড়নের মতো বিষয়গুলো মোকাবেলা করতে গিয়ে শোষণের শিকার হচ্ছে।

"আমার আসলে একটা সিদ্ধান্ত নেয়াই লাগতো। আমি ভেবে দেখলাম, এমন চলতে থাকলে কিছুদিন পর স্কুলে আর কোনো ছাত্রীই থাকবে না," বলছিলেন রানী। এসময় তিনি অনিয়ন্ত্রিত বাল্যবিবাহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সমাজের অতীত ও বর্তমান চিত্র বোঝানোর চেষ্টা করেন।

সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার সময়ই বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন এবং নারীকে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ৩৫ জন স্থানীয় নারীর সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন রানী। *"২১ বছর ধরে আমি এ লড়াই করছি। এই তো, গত সপ্তাহে একটি মেয়ের বাল্যবিবাহের সময় তার সহপাঠীরা আমাকে কল দিয়ে জানায়। তখন ইউএনও এবং স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা গিয়ে ঐ বিয়ে বন্ধ করেছেন।"*

নারীশিক্ষা ও নারীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন রানী। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তিনি পিফরডি প্রকল্পের শিক্ষার মান সংক্রান্ত একটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করেছেন।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে রানীর সংগঠন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো আলোচনা ও সমাধানের লক্ষ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করেছে।

রানী আরো বলেন, "এটা জানা কথা যে, মানসম্পন্ন শিক্ষার দুটি অংশ হলো নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। এ বিষয়গুলো সবক্ষেত্রেই জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে দিতে পারে। তাই আমরা শিক্ষা ও শিক্ষকদের মান বাড়াতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।"

এসময় তিনি নিপীড়নের শিকার হওয়া এক নারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সোনিয়া আক্তার নামের এই নারী বর্তমানে শিক্ষার মান বিষয়ক এসএপির অন্যতম মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার (এমএপি)।

নিপীড়িতদের হয়ে কথা বলতে পেরে দারুণ গর্বিত বলে জানান সোনিয়া। তার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে জেন্ডার সমতার গুরুত্ব শিক্ষা দেয়া। নারী অধিকার বিষয়ে তার এসএপি সেমিনারে অংশ নেয় শতাধিক শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, *"আমার অত্যাচারী স্বামী আমাকে অসহায় অবস্থায় রেখে চলে যায়। নারীদেরকে বুঝতে হবে যে, তারা তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হলে তাদেরকে আর নির্যাতনের শিকার হতে হবে না।"*

রানী জানান, সম্প্রতি নারী নির্যাতন বিরোধী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক একটি সামাজিক আন্দোলন বেশ গতি পেয়েছে। তবে এটা নিয়ে আরো কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, *"মহিলা ও শিশুদেরকে সামাজিক অন্যায় থেকে রক্ষা করতে হলে শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সাধারণ মানুষসহ সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।"*

বর্তমানে অগ্রদূত মহিলা উন্নয়ন সমিতির ৮৭ জন সদস্য রয়েছেন। তারা প্রত্যেকে মাসিক ১০০ টাকা হারে অনুদান দেন। এই অনুদানের টাকা থেকে নারী উদ্যোক্তাদেরকে সহায়তা দেয়া হয়। পাশাপাশি, এই তহবিল থেকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে সাহায্য করা হয়।

পিফরডি প্রকল্পের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে রানী বলেন *"আমরা তো শুধু মানুষের জন্য কাজ করা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নীতি নির্ধারণী বিষয়ে হাজার হাজার মানুষকে জানানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহায্য করেছে পিফরডি। এ প্রকল্পে মোট ২৫ জন মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার কাজ করেছেন। আমি মনে করি, আমাদের সবার জন্যই এই প্রকল্প মূল্যবান একটি শিক্ষণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।"*

এই ছোট ছোট পদক্ষেপই ভবিষ্যতে দারুণ সুফল বয়ে আনবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

MEGHBORSHON SAMAJ KALLYAN SHANGSTHA

Civil society organisation (CSO) Meghborshon Samaj Kallyan Shangstha has been advocating for social welfare since its inception in 2009. The youth organisation, led by Aminul Huqe Manik, has been especially active in its efforts to eradicate child labour in Karimganj, a sub district of Kishoreganj.

"One of our first projects was to eradicate child labour. We scouted every commercial operation in the union and found 200 child labourers. We enrolled all of the children in the local pre-school, and we threatened their employers with legal action," says Manik. The young CSO leader with other members of Meghborshon Samaj Kallyan Shangstha have virtually stopped child labour in Karimganj Upazila. Their vigilance has had astounding results. *"Go visit the market. You will not see a single child working there. People know us for that."*

The organisation has also previously worked with The Hunger Project to fight against malnutrition in Kishoreganj, and they regularly arrange free health camps for locals in partnership with doctors and philanthropists. The organisation also has a relief fund, which they use to distribute free blankets to those in need during the winter.

In addition to their work protecting children's rights, reducing malnutrition, and supporting the underprivileged, Meghborshon Samaj Kallyan Shangstha has been enlisted as a strategic partner with the P4D project. As part of the CSO's Social Action Projects (SAPs) with P4D, the youth group has conducted anti-drug campaigns in schools, worked with local authorities to ensure accountability from public service providers, and coordinated with community clinics to ensure better healthcare.

"As a result of the SAP on government accountability, 150 households were able to talk to the Union Chairman directly and express their concerns," says Md Abu Bahar, who led the project. He added that people were not even aware the Union Council's responsibilities. *"The citizens were able to discuss the condition of the roads, pavements, and water supply, and the Chairman promised that these problems would be solved."*

Another SAP volunteer, Mazarul Islam, mentioned that the Social Action Projects have helped the organisation educate many local people on policy tools that can assist them to access their rights and public services. *"While conducting the anti-drug campaign in schools, we taught hundreds of students how to file Right to Information (RTI) applications. I told them that having access to public information would help curb corruption in the community."*

Mazarul also pointed out that people were eager to change the system, but they did not know how. Equipped with an understanding of RTI and other social accountability tools, they now have the resources to stay engaged with local leaders and decision makers. Manik, the CSO leader, added that the P4D SAPs have helped his organisation reach more people, and as a result, community members are learning about policy instruments and using them to establish good governance.

Manik said that local youth created the organisation so that they can contribute to building a better community.

"We were just a volunteer organisation. Now both the beneficiaries and the volunteers are aware of the policy instruments because of P4D's initiatives. This will help us all in the long run."

মেঘবর্ষণ সমাজ কল্যাণ সংস্থা

মেঘবর্ষণ সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামের সংগঠনটি একদল নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবী যুবকের গল্প বলে। সংস্থার সভাপতি আমিনুল হক মানিক জানান, ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে উপজেলার সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত তারা।

“শুরুর দিকে আমাদের একটি কাজ ছিল শিশুশ্রম বন্ধ করা। আমরা ইউনিয়নের প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান করে প্রায় ২০০ শিশুশ্রমিক পাই। তাদের সবাইকে এলাকার স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছিল। সেই সাথে, সেসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে সতর্ক করা হয়েছিল,” বলছিলেন মানিক। সংগঠনের কর্মীদেরকে সাথে নিয়ে তিনি করিমগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে তারা দারুণ ফল পেয়েছিলেন। *“আপনারা বাজারে গিয়ে দেখেন। সেখানে একটি বাচ্চাকেও কাজ করতে দেখবেন না। শিশুশ্রম বিরোধী কাজের জন্য আমরা এখানে খুবই পরিচিত।”*

তবে, শুধু এ কাজের জন্যই বিখ্যাত নয় সংস্থাটি। বর্তমানে এটি পিফরডি প্রকল্পের অন্যতম কৌশলগত সহযোগী।

পিফরডির সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) অংশ হিসেবে মেঘবর্ষণ সমাজকল্যাণ সংস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাদক বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে। জনগণের প্রাপ্য মৌলিক সেবাগুলোর ব্যাপারে সরকারি কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করে গেছে। এছাড়া, কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান উন্নত করতেও কাজ করেছে তারা।

সরকারি সেবা বিষয়ক এসএপির পরিচালক মো: আবু বাহার। তিনি বলেন, *“এসএপির অংশ হিসেবে ১৫০টি পরিবার সরকারি সেবার বিষয়ে সরাসরি চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছে।”* তিনি আরো জানান, আগে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতো না। *“চেয়ারম্যানের সাথে তারা এলাকার রাস্তাঘাট এবং পানি সরবরাহের বিষয়ে কথা বলেছে। সব সমস্যার সমাধান হবে বলে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন চেয়ারম্যান।”*

আরেকটি এসএপিতে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবক মাজহারুল ইসলাম বলেন, সাধারণ মানুষকে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে জানানোর ক্ষেত্রে তাদের সংগঠনকে সাহায্য করেছে পিফরডি। তার মতে, এই জ্ঞান তাদের অধিকার বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। *“স্কুলে মাদকবিরোধী প্রচারণা চালানোর সময় আমরা শত শত ছাত্র-ছাত্রীকে তথ্য অধিকার ব্যবস্থায় আবেদন করা শিখিয়েছি। আমি তাদেরকে বলেছি, এই পদ্ধতি এলাকায় দূর্নীতি কমাতে সাহায্য করবে।”* তিনি আরো বলেন, মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলাতে চায়, কিন্তু তার নিয়ম জানে না।

সংগঠনের সভাপতি মানিক বলেন, পিফরডি তার সংগঠনকে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। ফলে, মানুষ নীতি উপকরণসমূহের বিষয়গুলো জেনেছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই জ্ঞান তাদের কাজে লাগবে বলে মনে করেন তিনি।

এর আগে কিশোরগঞ্জ থেকে অপুষ্টি দূর করতে সংস্থাটি ‘দ্যা হাঙ্গার প্রজেক্ট’ নামের একটি প্রকল্পেও কাজ করেছে। তখন তারা সমাজসেবী ও চিকিৎসকদেরকে নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নিয়মিত বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী আয়োজন করেছে। এছাড়া, প্রতি শীতেই সংগঠনের ত্রাণ তহবিল থেকে দরিদ্রদেরকে কম্বল দেয়া হয়।

মানিক বলেন, গঠনমূলক কিছু করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় যুবকেরা সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছে।

> *“আমরা শুধুই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিলাম। কিন্তু এখন পিফরডির কল্যাণে আমাদের কর্মীরাসহ এলাকার সাধারণ মানুষ নীতি উপকরণসমূহের বিষয়ে সচেতন। এই জ্ঞান দীর্ঘমেয়াদে আমাদেরকে উপকৃত করবে।”*

ISHA KHA SAMAJ KALLYAN SAMITY

Youth Group, Isha Kha Samaj Kallyan Samity, has helped youth stay engaged in school and community initiatives ever since it was founded.

Isha Kha Samaj Kallyan Samity was first established in 1984 by a group of roughly 40 high school graduates to get together regularly, maintain their friendships, and have a forum where they could help each other and their community when in need. Within the first two years, the organisation managed to save some money and used those funds to plant trees along the Ghorautra riverbank as a means to prevent erosion. Those trees marked the beginning of the organisation's social endeavours.

Three and a half decades later, only a few of the initial founders remain. The organisation is now run by local youth and philanthropists who provide financial assistance to the poor and run social awareness initiatives. *"We mainly work with low income residents now, as we want to lift them out of poverty. Our volunteers also work with local students so that they can continue their studies,"* says Mir Ashraf Uddin, one of the third-generation leaders of the organisation.

The welfare association has also become a strategic partner of the Platforms for Dialogue (P4D) project. In order to implement effective Social Action Projects (SAPs) to promote good governance, the organisation is addressing issues like drug addiction, school dropout rates, community health, and raising awareness of the Grievance Redress System (GRS) in Kadirjangal Union.

Mehedi Hasan, a college student who led the SAP on reducing school dropout rates suggests that it has been the most successful project since the organisation has focused on adolescent education. *"I've been a member of the organisation since high school. We often counsel adolescents to remain in school and continue even further,"* Mehedi says.

Mehedi's volunteers distributed leaflets to students presenting the benefits of higher studies. *"We formed parent-teacher associations in three high schools so that guardians have a better understanding of their children's studies,"* mentioned another volunteer, Ashiqur Rahman. He adds that around 700 students attended the sessions which later helped the CSO to encourage the school managing committees to be more proactive about dropouts.

In addition to this, the volunteers also increased awareness about drug abuse and its long-term effects. *"We decided to promote anti-drug campaigns in schools too,"* says Ashraf. *"Our organisation understands the necessity of education. It is a requirement at the club that members must continue their studies."*

Ashraf adds that the organisation regularly assists the poor with medical, nutritional, and financial support, especially during the winter and monsoon season. The organisation has been actively providing social support for more than three decades, and it plans to carry on these initiatives.

"P4D gave us the opportunity to work extensively with government officials. I hope the volunteers will remember their experience engaging with the official working processes of the government. These experiences will come in handy for organisations like ours as we grow."

ঈশা খাঁ সমাজকল্যাণ সমিতি

ঈশা খাঁ সমাজকল্যাণ সমিতির শুরুটা ছিল খুবই সাদামাটা। বন্ধুত্ব ধরে রাখতে নিয়মিত একটু আড্ডা দেয়া আর বিপদে আপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে ৪০ জন ছাত্র মিলে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তারা সবাই ১৯৮৪ সালে স্থানীয় স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করেছেন। দুই বছরের মধ্যে সংগঠনের কিছু টাকা জমা হয়। এই টাকা দিয়ে তারা ঘোড়াউত্রা নদীর তীরে কিছু গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেটিই ছিল সংগঠনের প্রথম সমাজকল্যাণধর্মী কাজ।

সাড়ে তিন দশক পর সেই ৪০ জনের মধ্য থেকে এখন সংগঠনের সাথে আছেন হাতে গোনা ক'জন। বর্তমানে এ সংগঠন পরিচালনা করছেন এলাকার সমাজসেবী যুবকেরা। তারা এলাকার গরিব মানুষদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন।

সংগঠনের তৃতীয় প্রজন্মের নেতৃত্বের একজন মীর আশরাফ উদ্দীন। তিনি বলেন, *"এখন আমরা মূলত গরিব মানুষদেরকে নিয়ে কাজ করি। আমরা তাদের অভাব দূর করার চেষ্টা করি। এছাড়া, এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা যেন উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যেও কাজ করছেন আমাদের কর্মীরা।"*

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সংস্থাটি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঈশা খাঁ সমাজকল্যাণ সমিতি এ প্রকল্পের কয়েকটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে। সংস্থাটি কাঁদিরজঙ্গল ইউনিয়নে মাদকাসক্তি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, জনস্বাস্থ্য ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক এসএপির পরিচালক কলেজ ছাত্র মেহেদী হাসান। তিনি জানান, অতীতেও তাদের সংগঠন স্কুলছাত্রদের শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছে। এ কারণেই তাদের সমিতি এই এসএপি বাস্তবায়নে দারুণভাবে সফল হয়েছে। তিনি বলেন, *"আমি হাইস্কুল থেকেই সংগঠনের সদস্য। আমরা প্রায়ই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে উৎসাহ-পরামর্শ দিতাম।"*

মেহেদীর কর্মীবাহিনী শিক্ষার্থীদের মাঝে উচ্চশিক্ষার উপকারিতা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেছে। আরেকজন স্বেচ্ছাসেবী আশিকুর রহমান বলেন, *"আমরা তিনটি হাইস্কুলে শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন করেছি যেন অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে আরো ভালোভাবে জানতে পারেন।"*

তাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন বলেও জানান তিনি। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ঝরে পড়া রোধে স্কুল কমিটিকে সক্রিয় করতে সংগঠনকে সাহায্য করেছে।

ঝরে পড়ার বিষয়ে এলাকাবাসীকে সচেতন করার পাশাপাশি সংগঠনের কর্মীরা শিক্ষার্থীদেরকে মাদকাসক্তি এবং এর কুফল সম্পর্কে জানিয়েছে। *"মাদকাসক্তি বিষয়ক আলাদা এসএপি থাকলেও আমরা একই সাথে স্কুলে মাদকবিরোধী প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি,"* বলছিলেন আশরাফ। *"আমাদের সংগঠন শিক্ষার গুরুত্ব বোঝে। এখানকার সদস্যদের জন্য পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক।"*

তিনি আরো জানান, তাদের সংগঠন এলাকার গরিব মানুষদেরকে নিয়মিত খাবার, ওষুধ ও টাকা দিয়ে সাহায্য করে; বিশেষ করে শীত ও বর্ষায়। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সংগঠনটি তাদের সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও চালিয়ে যেতে চায়।

"পিফরডি আমাদেরকে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। আশা করি, সরকারি দাপ্তরিক কাজ কাছ থেকে দেখার এই অভিজ্ঞতা আমাদের কর্মীদের মনে থাকবে। এমন অভিজ্ঞতা আমাদের মতো সংগঠনের জন্য সবসময়ই উপকারী," বলছিলেন আশরাফ।

KUS

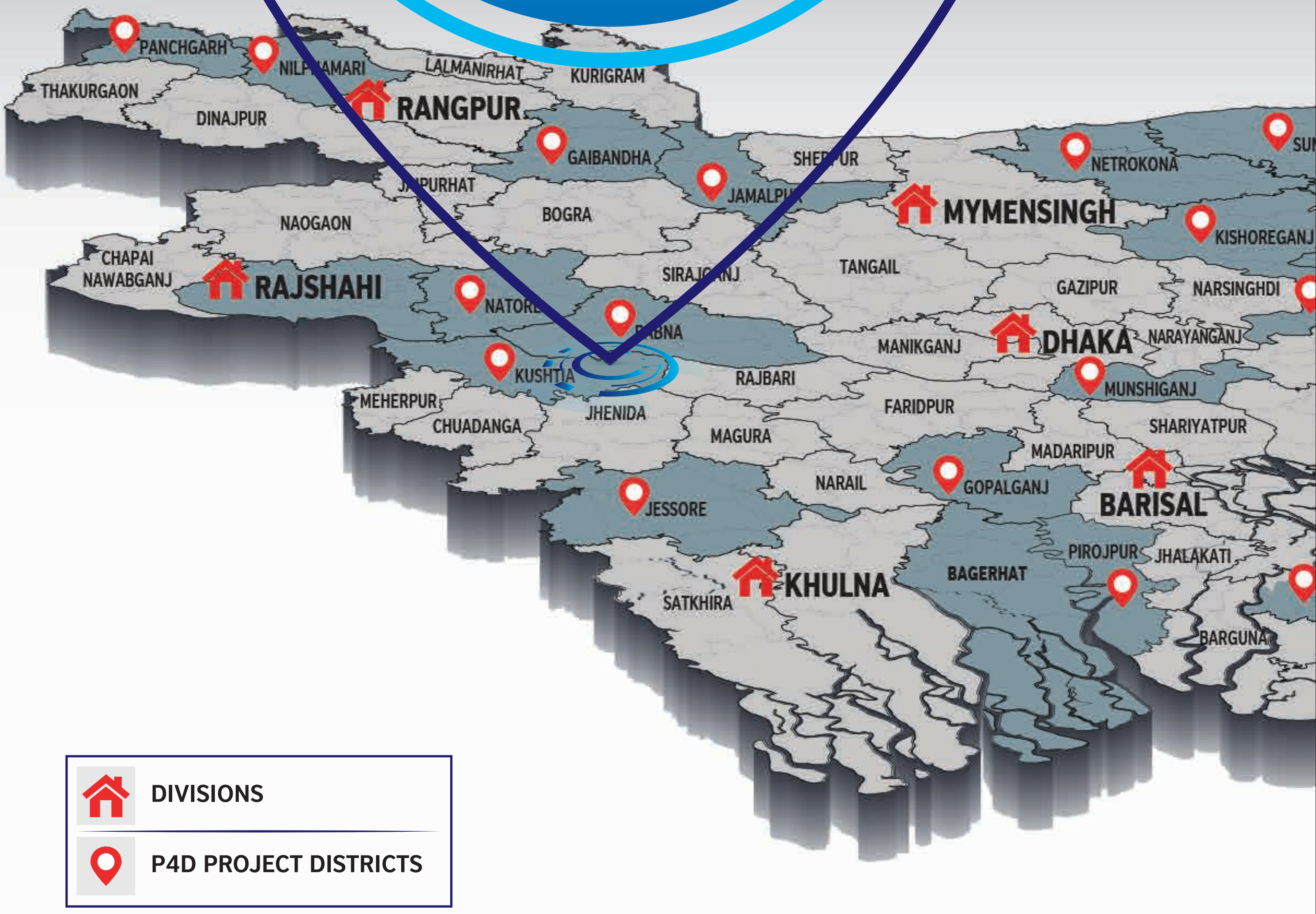
PANCHGARH
THAKURGAON
LALMANIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
BOGRA
NAOGAON
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
TANGAIL
MYMENSINGH
NETROKONA
KISHOREGANJ
GAZIPUR
NARSINGHDI
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
MUNSHIGANJ
KUSHTIA
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
RAJBARI
FARIDPUR
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

SHTIA

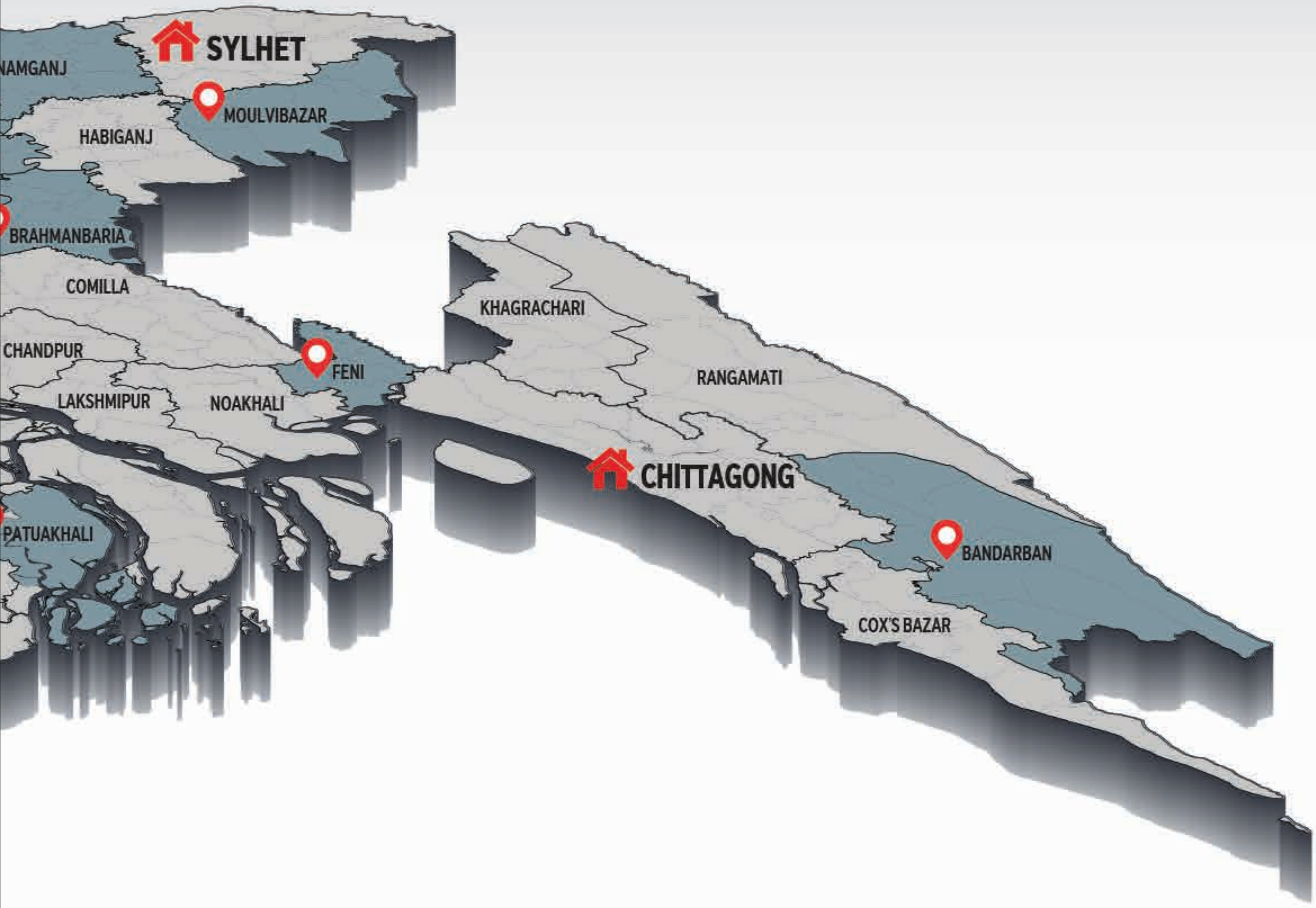

NAMGANJ
SYLHET
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
PATUAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
BANDARBAN
COX'S BAZAR

SHOBAR SHATHE SHIKHBO

Working in the backwaters of small-town Kushtia, Shobar Shathe Shikhbo is run by a group of special individuals. Somewhat limited because of their disabilities, this particular group of people decided that they were fed up. They realised that they needed to stand up for people with disabilities and do something to improve circumstances for people like them. Back in 1995, at a time when polio was still a problem in most hard-to-reach areas, a group of 140 people from Kushtia, each with their own unique disability, gathered to form this NGO for one particular goal – to secure basic rights for people with disabilities.

They needed wheelchairs, affordable care, decent living, education, accessible infrastructure, and more in order to improve their quality of life and place in the community. With no one else to look after them and without familial support for many, they were determined to march to the capital, marking their initiative to serve the most neglected part of the population.

25 years later, the NGO now has 223 beneficiaries who are members of a micro-savings programme. Today, the organisation has managed to achieve a lot with the support from the social welfare department. As part of the welfare programmes, Shobar Shathe Shikhbo has run schools for children with disabilities, advocated for job quotas for people with special needs, and provided wheelchairs, visual aids, crutches, and much needed medical support for the differently abled members of the community. As nutrition and vaccination programmes made a lasting difference in many of the Unions that are covered by Shobar Shathe Shikhbo, the number of people with congenital disabilities reduced gradually, and polio was successfully eradicated from the region. The NGO, which has worked so hard for people in need, has now shifted its focus elsewhere.

Born with one eye, the current general secretary Sohel Rana – curiously nicknamed 'Montri' (meaning minister in Bengali) by his grandmother – has been with the organisation since he was 14. He said that Platforms for Dialogue (P4D) reached out to his organisation at a time when they were already organising public awareness sessions. Their goal was to educate the public on the need for improved accessibility to public administration offices for people with disabilities, highlighting the need for wheelchair ramps.

Since 2018, the NGO has been involved with a number of Social Action Projects (SAP) designed to meet the goals set by P4D. Of the four SAPs undertaken by the NGO, Shobar Shathe Shikhbo has been particularly successful in installing Citizen's Charters in community clinics and rail stations. Due to the lack of proper information charts, many people ended up paying brokers for the most basic services that are provided for free by the government. Similar campaigns were conducted at the local land offices as well.

Because of their initiative to install and educate more community members on the newly installed Citizen's Charters, more and more people are aware of the services available to them and how to access them. Especially for the most vulnerable members of society, this work is essential to improving quality of life and helping individuals and families access their basic needs.

> Sohel Rana said, *"I never thought high officials from the government would attend programmes organised by a small NGO run by a bunch of people with disabilities and listen to them, but they did."*

As part of their other SAP initiatives, the NGO also initiated school visits and council meetings at primary schools in adjacent Unions where guardians can freely express their concerns about the quality of education. Government officials are listening and promising to look into the matter.

সবার সাথে শিখবো

মফস্বল শহর কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় একদল অসাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে 'সবার সাথে শিখবো' নামের সংগঠনটি। শারীরিক প্রতিবন্ধিত্বের কারণে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই মানুষগুলো জীবনের একটা পর্যায়ে এসে ভাবলেন, দৈহিক এই পঙ্গুত্ব সত্ত্বেও তো তাদের অনেক কিছু করার আছে। সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদের মতোই যারা প্রতিবন্ধী, সেই মানুষদের জন্য তারা কিছু একটা করবেন।

১৯৯৫ সালের কথা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখনো একটি বড় সমস্যা ছিলো পোলিও। কুষ্টিয়ার ১৪০ জন মানুষ প্রতিবন্ধীদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন এই সংস্থাটি। এই মানুষদের নিজেদেরই কোন না কোন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ছিলো।

হুইলচেয়ার, সাশ্রয়ী সেবা, স্বাভাবিক জীবনমান, শিক্ষা, সহজগম্য অবকাঠামোসহ বেশ কিছু প্রয়োজন ছিলো তাদের। পরিবার ও সমাজে প্রায়শই উপেক্ষিত ও অবহেলিত এই মানুষেরা নিজেদের দাবী-দাওয়া তুলে ধরতে রাজধানীতে এসে মিছিল-সমাবেশও করেন। সেই থেকে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষদের সেবার লক্ষ্যে তাদের যাত্রা শুরু।

২৫ বছর পর বর্তমানে সংস্থাটির ২২৩ জন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সদস্য রয়েছেন। তারা সরাসরি এখান থেকে সুবিধা ভোগ করেন। এখন পর্যন্ত সংস্থাটি সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর থেকে অনেক ধরণের সহায়তা পেয়েছে। সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই সংগঠন এলাকার প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন চাকরিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের জন্য কোটা লনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি দরিদ্র প্রতিবন্ধীদেরকে হুইলচেয়ার, ক্রাচ, চশমা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করছে।

সংস্থাটির কার্যক্রমের আওতায় থাকা কয়েকটি ইউনিয়নে পুষ্টি ও টিকাদান কর্মসূচীগুলো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুর হার ধীরে ধীরে কমে গেছে। ওই অঞ্চল থেকে এবং এক পর্যায়ে দেশ থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পোলিও। চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে কাজ করায় অভিজ্ঞ এই সংস্থার কার্যক্রমের পরিধি ধীরে ধীরে বাড়ছে।

সংগঠনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা এক চোখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার দাদী তাকে আদর করে মন্ত্রী বলে ডাকতেন। ১৪ বছর বয়স থেকেই এই সংগঠনের সাথে আছেন তিনি। রানা জানান, সরকারি অফিসে প্রতিবন্ধীদের জন্য সহজগম্য দরজা ও হুইলচেয়ার র‍্যাম্পের ব্যাপারে সচেতনতামূলক একটি কর্মসূচির সময় পিফরডি প্রকল্পের সাথে তার সংগঠনের পরিচয়।

'সবার সাথে শিখবো' সংগঠনটি ২০১৮ সাল থেকে পিফরডির বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) সাথে যুক্ত রয়েছে।

গৃহীত চারটি এসএপির মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক ও রেলস্টেশনে সিটিজেন চার্টার সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সংস্থাটি বিশেষভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। এসব জায়গায় তথ্যমূলক তালিকার অভাবে জনসাধারণ ভোগান্তির শিকার হতো। এমনকি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাপ্য মৌলিক সেবাগুলোর জন্য দালালদেরকে অর্থ প্রদান করতে হতো। স্থানীয় ভূমি অফিসেও একই ধরনের কার্যক্রম চালিয়েছে তারা।

সংস্থাটি নিয়মিত আশেপাশের ইউনিয়নে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে এবং সেখানে কাউন্সিল মিটিং এর আয়োজন করে। এসব বৈঠকে অভিভাবকগণ নির্দ্বিধায় তাদের মতামত জানান। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সরকারি কর্মকর্তাগণ সেসব মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন।

সোহেল রানা বলেন, "আমি কখনো ভাবিনি যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা কয়েকজন প্রতিবন্ধীর ক্ষুদ্র সংগঠনের অনুষ্ঠানে এসে তাদের কথা শুনবেন। কিন্তু তারা এখানে আসছেন এবং আমাদের কথাগুলো শুনছেন,"

SUNMOON CLUB AND LIBRARY

The Sunmoon Club began an initiative to promote sports and education programmes in Alichara Union of Kushtia in 1998 when Asad Uzzaman, the current president, was still in school himself. Soon after, they managed to register with the government's Department of Social Services and added voluntary tree-planting initiatives to their sporting events and educational activities.

When Asad noticed youth struggling with unemployment and drug use, the club shifted focus and formed a fund for economic and community development. *"We used to disburse loans to poor and underprivileged people from that fund."* The club raises funds from individual subscriptions—the club now has 61 male and 80 female members, donations from local philanthropists, and government funding. So far, the organisation has implemented a variety of projects including pisciculture, tree plantation, sports activities, free doctor's clinic events, and micro credit loans.

Since 2017, Sunmoon Club has been involved in implementing Social Action Projects (SAPs) under the Platforms for Dialogue (P4D) project. *"In the beginning, we only had 2-4 female members. But with P4D's involvement, we implemented gender inclusion by opening Sunmoon Female Welfare Agency,"* says Asad, *"and it completely changed the face of the club. It is quite impressive that we now have more women in the club than men."* The monthly subscription fee for men is Tk 300 and Tk 100 for women.

Sunmoon Club's three SAPs focus on education, agriculture, and health.

> *"In many ways, they are not too far from what we had been trying to do before. But these new projects have really added a different dimension to the kind of work that we do in the community."*

With years of experience in the community, it was not too daunting for the club to encourage participants to join its SAP campaigns. One of their education meetings hosted over 500 attendees, including guardians and teachers where they exchanged their views on how to improve the quality of education.

"Most of the school committee members had no idea about the quality of education before these meetings," said Asad. Teachers' role in improving the quality of education was also discussed, and everyone left the meetings more satisfied with the open dialogue.

On the agriculture front, Asad said farmers used to complain that agriculture officers did not provide them with assistance while the officers claimed that the farmers gave fertiliser and seed dealers more importance and did not care much about the officers' opinions. *"Things have changed now, after we held several meetings,"* says Asad.

The local Agricultural Extension Office reported more frequent visits from local farmers. The extension officer said that block supervisors who go out to visit the crop fields come back with dozens of queries from the farmers. *"With this surge of awareness and demand for services, my officials have also become more active and, honestly, more efficient."* He said now they know the farmers are more aware of what they are entitled to, and they intend to seek government assistance when they need.

সানমুন ক্লাব ও পাঠাগার

কুষ্টিয়ার আলিছড়া ইউনিয়নের মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও খেলাধুলার চর্চা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে যাত্রা শুরু করে সানমুন ক্লাব। ক্লাবের বর্তমান সভাপতি আসাদুজ্জামান তখন স্কুলছাত্র ছিলেন। প্রতিষ্ঠার পরপরই ক্লাবটি সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। খেলাধুলা ও মেলা আয়োজনের পাশাপাশি বৃক্ষরোপন কর্মসূচিও হাতে নেয় ক্লাবটি।

আসাদুজ্জামান বলেন, *"এলাকার গরিব মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্লাবটি সেসময় একটি তহবিল গঠন করে।"* আমরা এই তহবিল থেকে গরিব ও অসহায় মানুষদেরকে ঋণ দিতাম। বর্তমানে সরকারি সহায়তার পাশাপাশি ক্লাবটি এর ৬১ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারী সদস্যের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা ও অনুদান সংগ্রহ করে।

এ পর্যন্ত সংস্থাটি মাছচাষ, বৃক্ষরোপন, ক্রীড়ানুষ্ঠান, বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা, ক্ষুদ্রঋণ সহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৭ সাল থেকে এটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের সাথে (এসএপি) যুক্ত রয়েছে।

"দারুণ ব্যাপার হলো এখন আমাদের পুরুষ সদস্যের চেয়ে নারী সদস্যের সংখ্যা বেশি। পুরুষদের জন্য মাসিক ফি ৩০০ টাকা এবং নারীদের জন্য ১০০ টাকা," বলছিলেন আসাদুজ্জামান।

"শুরুতে আমাদের মাত্র ২-৪ জন নারী সদস্য ছিলেন। কিন্তু পিফরডি প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার পর আমরা নারী কল্যাণ সমিতি চালু করেছি।" আসাদ বলেন। *"এই উদ্যোগ আমাদের ক্লাবের চেহারা বদলে দিয়েছে।"*

সানমুন ক্লাব শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ক তিনটি এসএপির সাথে যুক্ত আছে।

> *"আমরা এতোদিন যা করার চেষ্টা করছিলাম তার সাথে এসএপিগুলোর খুব একটা তফাৎ নেই। বরং আমাদের সেই প্রচেষ্টায় এসএপিগুলো নতুন মাত্রা যোগ করেছে।"* - আসাদুজ্জামান

সমাজসেবামূলক কাজ করার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকায় এসএপি ক্যাম্পেইনের জন্য মানুষ জোগাড় করাটা ক্লাবের জন্য খুব একটা কঠিন ছিল না। তাদের আয়োজিত শিক্ষার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত বৈঠকে শিক্ষক ও অভিভাবকসহ পাঁচ শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে।

আসাদুজ্জামান জানালেন, *"এই বৈঠকগুলোর আগে শিক্ষার মান নিয়ে স্কুল কমিটির বেশিরভাগ সদস্যেরই কোনো ধারণা ছিলো না।"* শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকাও আলোচিত হয় এসব বৈঠকে। বৈঠকে মুক্ত আলোচনা শেষে সবাই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

কৃষির বিষয়ে আসাদুজ্জামান বলেন, *"কৃষকেরা কৃষি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন যে তারা কৃষকদেরকে সহায়তা করেন না। অন্যদিকে কর্মকর্তাদের অভিযোগ ছিলো কৃষকেরা তাদের চেয়ে সার কোম্পানির ডিলারদেরকেই বেশি গুরুত্ব দেন। কর্মকর্তাদের কথায় তারা খুব একটা কান দেন না। কিন্তু আমরা কয়েকটি বৈঠক করার পর পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে।"*

উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঘন ঘন মাঠ পরিদর্শনে পাঠানোর জন্য কৃষকেরা স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়কে জানিয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বলেন, *"এখন ক্ষেত পরিদর্শনে গিয়ে বক সুপারভাইজারেরা কৃষকদের কাছ থেকে অনেক প্রশ্ন নিয়ে ফেরেন। কৃষকরা সচেতন হওয়ায় এবং তাদের মধ্যে সেবার চাহিদা থাকায় আমার কর্মকর্তারাও সক্রিয় হয়েছেন। সত্যি বলতে কি, আগের তুলনায় তাদের দক্ষতাও বেড়েছে।"*

তিনি বলেন, *"এখন কর্মকর্তারা জানেন কৃষকেরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছে।"*

UNITED CLUB AND LIBRARY

The United Club and Library in the Kamlapur village of Ziarrokhi Union, Kushtia District was founded in 1968 by Musa Ahmed to engage youth in sports and improve social welfare. Since then, it has been working for the betterment of the entire district. Besides holding sporting and cultural events, the club regularly conducts professional training programmes, repairs and builds roads, and operates a library.

As of October 2019, United Club and Library has been running three Social Action Projects (SAPs) under Platforms for Dialogue (P4D). Musa said his SAPs include raising awareness about drug addiction, improving public health, and promoting social accountability through the Right to Information Act.

With the health project kicking off in July 2019, Musa's club brought together stakeholders of local health services in order to bridge gaps of understanding and ensure that local needs were being addressed. The club has arranged several discussions with locals, doctors, and public figures since then.

"There is a Union Health Complex, but before the discussions, most of the people had no idea what services they were entitled to."

After the meetings, the United Club took the initiative to form a committee at the health complex which is working to ensure that services are provided properly to all citizens.

"We intend to have the committee sit face to face with the public to determine the people's needs and the health complex's ability to meet them," explains Musa.

He then explained that since drug addiction was a major problem in the community, the anti-drug campaign was rather significant. *"We've had many victims of drug addiction. I also have two school-aged sons. I wouldn't want them to become addicted to drugs or even socialise with others who are using substances."*

United Club organised meetings at each of the 9 Union Wards before hosting combined meetings.

"As this is a dire need, Shirin Akter, the District's Deputy Director of Narcotics Control, has eagerly agreed to participate in all our meetings." The local police chief has also given his word to provide the necessary support. *"300-400 people participated at each Ward meeting that we've organised so far."*

The campaign is already successful among parents and guardians, as they are becoming more aware of the negative effects and symptoms of drug abuse.

Mostafa Kamal was among a group of college students hanging around a tea stall at the local market. He said the campaign had been very effective among his peers. Just the other day, the father of one of his close friends confided that his friend had been reclusive and displayed signs of addiction. Mostafa says, *"I began to keep an eye on him and found out he had been popping yaba pills."* Mostafa and other friends have now decided to bring the whole group together for counselling.

> *"Hopefully, this peer pressure will get him to quit. If not, we will get the elders to step in too."*

ইউনাইটেড ক্লাব ও পাঠাগার

যুবসম্পদায়কে ক্রীড়া ও সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে কুষ্টিয়ার জিয়ারখী ইউনিয়নের কমলাপুর গ্রামে ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনাইটেড ক্লাব ও পাঠাগার। শুরু থেকেই সংস্থাটি পুরো জেলাতে তাদের কার্যক্রম বিস্তত করে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি ক্লাবটি নিয়মিত রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার, বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং একটি পাঠাগার পরিচালনা করে আসছে।

গত অক্টোবরের তথ্য অনুযায়ী, ক্লাবটি পিফরডি প্রকল্পের তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্ড়বায়ন করেছে। ক্লাবের কর্ণধার মুসা আহমেদ জানান, তারা আপাতত মাদকবিরোধী সচেতনতা, তথ্য অধিকার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করছেন। নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাতে এবং স্বাস্থ্যসেবার সাথে জড়িত সবার পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে দূরত্ব কমাতে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্পটি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ওই অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সংশিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছে মুসার সংগঠন। স্থানীয় জনসাধারণ, চিকিৎসক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছে সংস্থাটি।

এলাকায় একটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও সেখানকার সেবা সম্পর্কে বেশিরভাগ মানুষেরই কোনো ধারণাই ছিলো না। তাই ইউনাইটেড ক্লাব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির দায়িত্ব হলো জনসাধারণের জন্য সহজে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কাজ করা।

"আমরা এই কমিটি এবং এলাকার সাধারণ মানুষকে মুখোমুখি বসানোর ব্যবস্থা করি। এতে কমিটি সরাসরি মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারে। আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সক্ষমতা সম্পর্কে তাদেরকে জানাতেও পারে," বলছিলেন মুসা।

এরপর তিনি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি মাদকাসক্তি নিরাময়ে মাদকবিরোধী প্রচারণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। *"আমরা মাদকের অনেক শিকার দেখেছি। আমার দুটি স্কুলপড়ুয়া ছেলে আছে। আমি অবশ্যই চাই না তারা মাদকাসক্ত হোক অথবা মাদকাসক্তদের সাথে বেড়ে উঠুক।"*

ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্মিলিত বৈঠকের আগে সংস্থাটি প্রতিটি ওয়ার্ডে আলাদা বৈঠকের আয়োজন করেছে। *"এরকম প্রচারণার গুরুত্ব বুঝতে পেরে জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শিরিন আখতার আমাদের সব বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে আন্তরিকভাবে রাজি হয়েছেন।"* স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাও যাবতীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। *"আমাদের ওয়ার্ড পর্যায়ের প্রতিটি বৈঠকে ৩০০-৪০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।"*

ইতোমধ্যেই মাদকবিরোধী প্রচারণা দারুণ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রচারণার ফলে বেশিরভাগ যুবক ও অভিভাবক এখন আরো সচেতন।

স্থানীয় বাজারে একটি চা দোকানে গল্প করছিলেন চার-পাঁচজন যুবক। তাদের মধ্য থেকে মোস্তফা কামাল নামের একজন জানালেন, মাদকবিরোধী এই প্রচারণা দারুণ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। কিছুদিন আগে তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর বাবা তাকে জানিয়েছিলেন যে তার ঐ বন্ধু কেমন একা ও বিষন্ন হয়ে গেছে। তার মধ্যে মাদকাসক্তির লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল।

মোস্তফা বলেন, *"আমি তার ওপর নজর রাখতে শুরু করলাম এবং আবিষ্কার করলাম যে সে ইয়াবা সেবন করছে।"* এখন মোস্তফা ও তার অন্যান্য বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এলাকার মাদকসেবীদেরকে তারা কাউন্সেলিং করাবেন।

"আশা করছি বন্ধুবান্ধবের চাপে তারা মাদকাসক্তি থেকে বেরিয়ে আসবে। আর তা না হলে আমরা বড়দের সাহায্য নেব।"- মোস্তফা কামাল

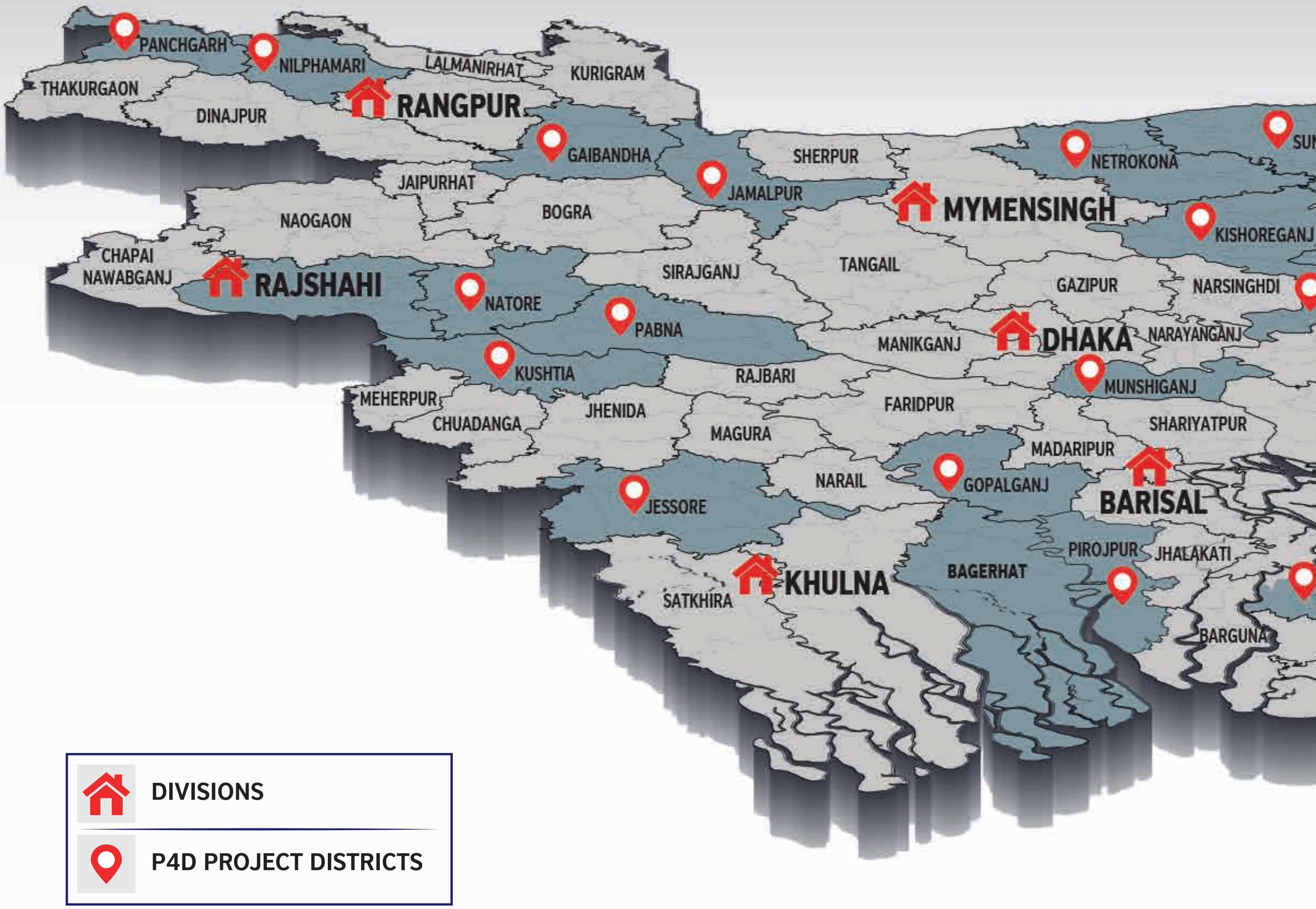
PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAMALPUR
JAIPURHAT
MYMENSINGH
NAOGAON
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
JHENIDA
FARIDPUR
CHUADANGA
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

MOULVIBAZAR

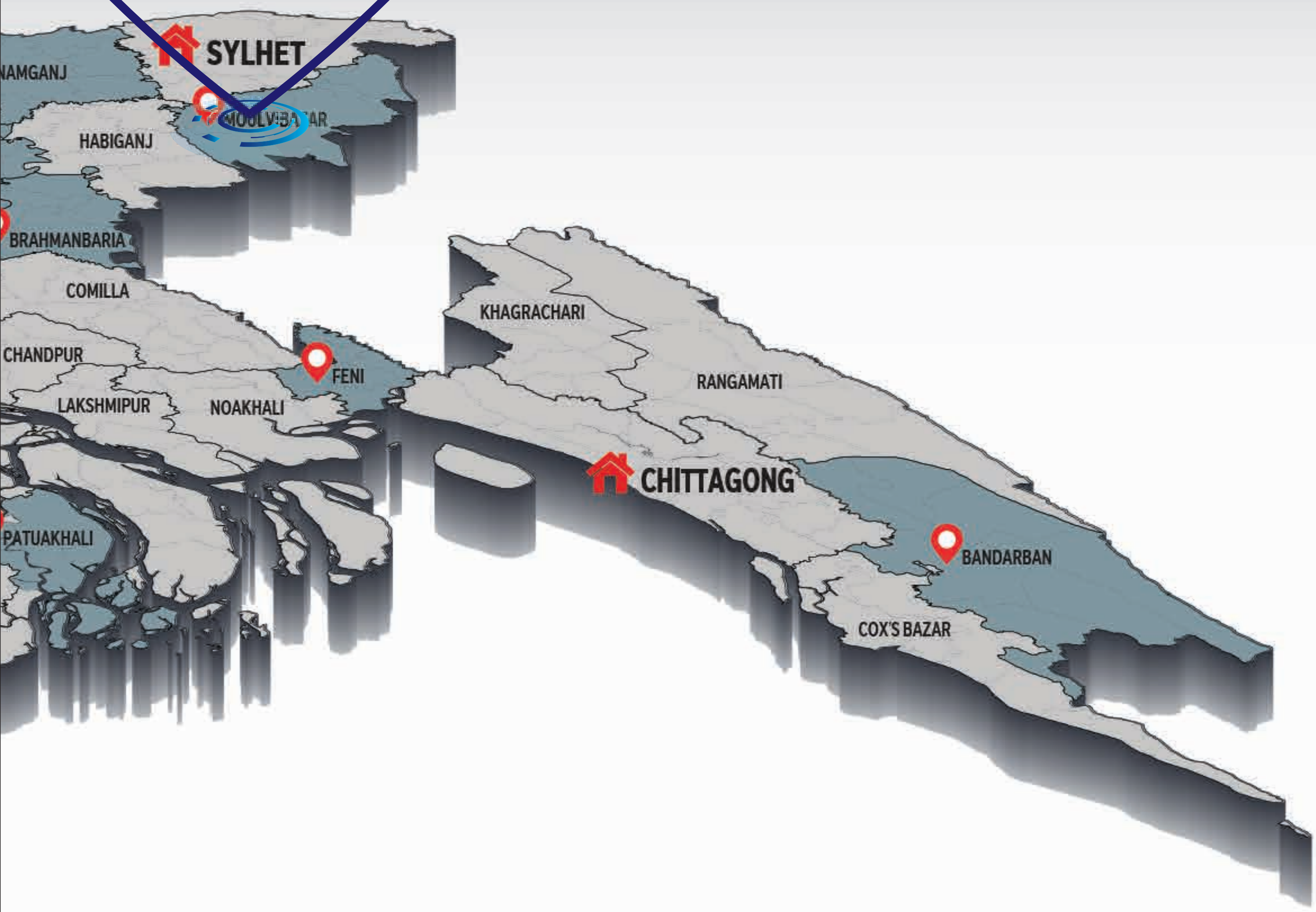

SRISTI SOMAJKALLYAN SAMITI

The Bharaura Village in Sreemangal subdistrict hosts one of the largest communities of tea gardeners in Bangladesh and plays an unparalleled role in sustaining the national and global demand for tea. Despite working in a prosperous industry, the tea gardeners - mostly Hindus and Christians - live on a very low wage. In some cases, these gardeners are deprived of the most basic services.

Back when he was a student himself, Paritosh Deb, founder of the civil society organisation (CSO) Sristi Somajkallyan Samiti, wanted to help the members of his community in South Varaura. *"The community does not receive the support it needs. There's a lack of housing and medical care. Also, child malnutrition is common,"* says Paritosh, describing how in 2000, he thought about opening a micro-credit organisation but later, focused on human resources and social development.

"Micro-credits are often mismanaged by low income communities. So I figured that the community would benefit more from skill development programmes rather than small loans." The CSO leader explained how his organisation has worked with Caritas to provide training on fish and cattle farming, computer literacy, and tailoring apprenticeship programmes with the government's Department of Youth.

The youth organisation has been enlisted as a strategic partner of the EU-funded P4D programme. In order to promote the policy mechanisms that enables good governance, the Sristi Samajkallyan Samiti has taken up Social Action Projects (SAPs) that tackle social issues like inadequate health services, child marriage, quality of education, lack of information in public offices, and proper waste management.

Paritosh adds that he ensured diversity when choosing the volunteers for these Social Action Projects. *"I asked students, businessmen, housewives, farmers, political leaders, and tea gardeners to join the Social Action Project (SAP) teams. As a result, we were able to take on several projects. For instance, we are one of the only two CSOs that worked on waste management."*

Sumon Tati, who works and lives in Zerin Tea Gardens, led the SAP on waste management. He says community health was being affected due to bad waste management. *"In some areas, there's no distinction between factory waste and human waste. As there are no proper drainage or cleaning services, the community suffers from malaria and other hygiene-related diseases,"* says Tati, who organised courtyard meetings and conducted demonstrations on hygiene maintenance.

Another MAP volunteer, housewife Keya Roy, led the SAP on improving health. She adds that the community members gathered in the meetings and volunteers demonstrated how to use soap and dispose of human waste properly. *"We know that community members also have a part in improving health conditions. Tati and I worked together to make people more aware of the existing health services and how the members of the community themselves can contribute to change by adopting hygienic practices."*

CSO leader Paritosh comments that his organisation has worked with minorities for a long time, but the P4D project gave them a chance to work with a number of communities.

"You can see how we work together as a team. My strategy is to listen to everyone in order to reach a democratic solution. P4D's projects are here to educate people, and I think we've done a good job,"

he adds, hoping that his youth organisation will grow more in the future.

সৃষ্টি সমাজকল্যাণ সমিতি

বাংলাদেশের চা চাষীদের বড় একটি নিবাস শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভরুরা গ্রাম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের চাহিদা পূরণে গ্রামটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ চা শ্রমিকই হিন্দু অথবা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। একটি লাভজনক শিল্পে কাজ করা সত্ত্বেও তারা খুবই কম বেতনে দিনযাপন করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা সব ধরনের মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হন।

এই গ্রামের বাসিন্দা ও সৃষ্টি সমাজকল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিতোষ দেব ছাত্র থাকাবস্থায়ই তার সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে সাহায্য করার কথা ভাবেন। *"এখানকার মানুষেরা প্রয়োজনীয় সাহায্য পায় না। বাড়িঘর এবং স্বাস্থ্যসেবার অভাব। এখানকার বাচ্চাদের মধ্যে অপুষ্টি খুবই সাধারণ ব্যাপার,"* বলছিলেন পরিতোষ। তিনি জানান, ২০০০ সালে তিনি একটি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেও পরবর্তীতে মানবসম্পদ ও সমাজ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেন।

"স্বল্প আয়ের মানুষেরা প্রায়ই ক্ষুদ্রঋণ কাজে লাগাতে পারেন না। তাই আমি হিসেব করে দেখলাম যে, ক্ষুদ্রঋণের চেয়ে বরং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এই মানুষদের বেশি উপকার করা যাবে," বলছিলেন তিনি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে কারিতাসের সাথে স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে মাছ চাষ, গবাদিপশু পালন, কম্পিউটার শিক্ষা এবং সেলাই কাজের প্রশিক্ষণ দিয়েছে তার সংগঠন।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও কাজ করছে এই যুব সংগঠন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা প্রচারের জন্য সংস্থাটি অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, বাল্যবিবাহ, শিক্ষার মান, সরকারি প্রতিষ্ঠানে অপর্যাপ্ত তথ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পাঁচটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

পরিতোষ আরো জানালেন, এসএপিগুলোর স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগে তিনি বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। *"আমি ছাত্র, ব্যবসায়ী, গৃহিণী, কৃষক, রাজনৈতিক নেতা এবং চা শ্রমিকদেরকে এসএপির কাজ করতে বলেছি। ফলে, আমরা বেশ কয়েকটি এসএপি নিতে পেরেছি। যেমন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কাজ করা দুটি সংগঠনের একটি আমরা।"*

এই এসএপিটি পরিচালনা করেছেন জেরিন টি গার্ডেনের কর্মী ও বাসিন্দা সুমন তাঁতী। তার মতে, অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। *"কিছু জায়গায় কারখানার আবর্জনা এবং মানুষের মলমূত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় এলাকার মানুষ ম্যালেরিয়াসহ অপরিচ্ছন্নতাজনিত বিভিন্ন রোগের শিকার হন,"* বলছিলেন তাঁতী। তিনি পরিচ্ছন্নতা রক্ষা বিষয়ক উঠান বৈঠক ও সমাবেশ আয়োজন করেছেন।

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এসএপির পরিচালক গৃহিনী কেয়া রায়। তিনি জানান, এলাকাবাসী তাদের বৈঠকে সমবেত হলে স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদেরকে সাবান দিয়ে মলমূত্র ত্যাগের পর হাত পরিষ্কারের পদ্ধতি শেখান। *"আমরা জানতাম, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে এলাকাবাসীরও করণীয় আছে। বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে তাঁতী এবং আমি একসাথে কাজ করেছি। পাশাপাশি, পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখার উপায় সম্পর্কেও তাদেরকে জানিয়েছি আমরা।"*

সমিতির সভাপতি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তার সংগঠন সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু পিফরডি তাদেরকে কয়েকটি সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

> *"দেখেন, কীভাবে আমরা একটা টিম হিসেবে কাজ করেছি। আমার কৌশল ছিল, একটি গণতান্ত্রিক সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সবার কথা শোনা। পিফরডির এসএপিগুলো তো মানুষকে শেখানোর জন্যই। আমি মনে করি, আমরা দারুণ কাজ করেছি,"* বললেন পরিতোষ।

ভবিষ্যতে তার যুব সংগঠন আরো বিস্তৃত হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

SOMAJ PRAGOTI SANGSTHA

Public participation is an integral part of the National Integrity Strategy. In order to root out corruption, citizens must be engaged in public processes and demand integrity and accountability in everyday life. Civil society organisation (CSO), Somaj Pragoti Sangstha has been working to educate local communities and use public participation to ensure integrity among local leaders in their union.

The organisation emerged as a local action group in 1998 in the Mohajeerabad village, currently home to hundreds of lemon, pineapple, and jackfruit orchards on the outskirts of Sreemangal Upazila. Despite being an agricultural community, it has not always been prosperous as the lack of infrastructure and education impeded development initiatives, says CSO leader Abu Nasir.

"Young adults from the village decided to form an action group in 1998 when we saw that the government's funds for our Union were being pocketed by corrupt representatives. This road here is a result of our efforts," said Nasir, explaining that the Union Council took them seriously after the organisation threatened to take legal action when the funds for the roads were misappropriated.

The action group gradually shifted towards social development initiatives like education programmes, reforestation, health camps, and community funded income generation trainings. In the last 20 years, the Somaj Pragoti Sangstha has provided stipends to 600 meritorious students in an effort to boost incomes in the union.

This small village organisation became one of the strategic partners of the British Council's P4D project in 2017. Nasir says the organisation's prior experience with democratic activities proved beneficial for the implementation of Social Action Projects (SAP) with P4D, which addressed issues such as education quality, promoting correct legal information, improving community representation in local budget preparations, and improving health care services.

Mokhtar Hossain, who led the project to engage public participation in the union's budget preparation, says that no one in the union knew that locals could participate in budget meetings and suggest ideas. *"The government directs that union representatives must work with local residents to fix the annual budget. The leaders hadn't done that, and instead, they misappropriated money for their own benefit. So, we conducted meetings, distributed leaflets, and conducted the first ever open budget session in the Union with P4D's support,"* he adds, mentioning that 550 people from all over the village attended.

Nasir adds that people were very excited as they were encouraged to attend and talk about their problems. *"The Union Chairman and residents were face to face in the session. The locals asked for culverts, infrastructure repairs, and a permanent passenger shed at the bus stand. The leaders promised that the demands would be met."*

Sonia Akhter, a member of the organisation, led the project on improving community clinic services. In keeping with the organisation's principles of participation, she said, *"we wanted more people to participate in the projects. So, we organised a free blood grouping campaign in front of the local community clinic for 1,000 people. The clinic management committee was present, and the locals talked about their expectations about health care."*

Nasir adds that his organisation actively works to ensure that people get the services they are entitled to. He thinks that the P4D project can bring people together to form a united effort.

> *"I always believe that humans can do anything when united. That is our approach to everything, and it was the same for the P4D project. I hope we can serve more people in the future."* - Abu Nasir

সমাজ প্রগতি সংস্থা

শ্রীমঙ্গলে শত শত লেবু, আনারস আর কাঁঠাল বাগানে ভরা মোহাজিরাবাদ গ্রামে ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজ প্রগতি সংস্থা। অতীতে সুষ্ঠু অবকাঠামোর অভাবে গ্রামটি তেমন উন্নত ছিল না। সংস্থার সভাপতি আবু নাসিরের কাছ থেকে জানা যায়, এই গ্রামে শিক্ষার উন্নয়নেও কোনো উদ্যোগ ছিল না।

"এই ইউনিয়নের জন্য সরকারি বরাদ্দ নিয়ে প্রশাসনের দুর্নীতি দেখে '৯৮ সালে এরকম একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেই আমরা। গ্রামের যুবকদেরকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে এ সংগঠন। এই যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমাদের চেষ্টারই ফল," বলছিলেন নাসির। তিনি জানান, রাস্তা তৈরির জন্য বরাদ্দ অর্থে দুর্নীতি দেখতে পেয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন তারা। এরপরই কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে দেখা শুরু করে।

ধীরে ধীরে সংস্থাটি শিক্ষা, সামাজিক বনায়ন, স্বাস্থ্য কর্মসূচী ও এলাকাবাসীর অর্থায়নে বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ শুরু করে। গত বিশ বছরে ইউনিয়নে শিক্ষার হার বাড়াতে সমাজ প্রগতি সংস্থা ৬০০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীর বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজ প্রগতি সংস্থা পিফরডির আওতায় শিক্ষার মানোন্নয়ন, তথ্য অধিকার, বাজেট প্রণয়নে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক চারটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

নাসিরের মতে, এসএপিগুলো সফল করার ক্ষেত্রে সংগঠনের গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের পূর্বাভিজ্ঞতা ভূমিকা রেখেছে।

ইউনিয়নের বাজেট তৈরিতে জনসাধারনের ভূমিকা বিষয়ক এসএপি নিয়ে কাজ করেন মোখতার হোসেন। তিনি জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণাই ছিলো না যে, তারা বাজেট নির্ধারণী বৈঠকে অংশ নিতে পারেন, এমনকি মতামতও দিতে পারেন। *"সরকার ইউনিয়নের প্রতিনিধিদেরকে সবসময় জনগণের সাথে মিলেমিশে কাজ করে বার্ষিক বাজেট বাস্তবায়নের নির্দেশ দেয়। তবে সম্ভবত, টাকা লুট করার জন্যই স্থানীয় নেতারা কখনোই এই নির্দেশ মানেন না। তাই আমরা এ বিষয়ে বৈঠকের আয়োজন করেছি। লিফলেট বিতরণ করেছি। পিফরডির সহায়তায় প্রথমবারের মতো ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করেছি।"* তিনি আরো জানান, বাজেট অধিবেশনে পুরো গ্রাম থেকে প্রায় ৫৫০ জন মানুষ অংশ নেন।

নাসির বলেন, মানুষকে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য বৈঠকে অংশ নিতে বললে তারা বেশ উৎসাহিত হয়। *"এলাকাবাসী সরাসরি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছেন। তারা কালভার্ট তৈরি, সংস্কার ও বাস স্ট্যান্ডে ছাউনি নির্মাণের দাবি জানালে কর্তৃপক্ষ এসব দাবি পূরণের আশ্বাস দেন তাদেরকে।"*

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক এসএপি নিয়ে কাজ করেন সোনিয়া আখতার। এসএপিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সংগঠনের মূলনীতি 'জনগনের অংশগ্রহণ' নিশ্চিত করেন। *"আমরা চেয়েছি যেন এই এসএপিতে অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করে। তাই আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে বিনামূল্যে প্রায় ১০০০ লোকের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের কর্মসূচি চালিয়েছি। তখন স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারে এলাকাবাসী ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরেন।"*

নাসিরের মতে, মানুষের প্রাপ্য সেবা নিশ্চিত করতে তার সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করে। তবে পিফরডি প্রকল্পের ফলে অসংখ্য মানুষকে এক কাতারে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

> *"আমি সবসময় বিশ্বাস করি, মানুষ দলবদ্ধভাবে যেকোনো কাজ করতে পারে। আমাদের সংগঠনের এই মূলনীতি পিফরডি প্রকল্পেও কাজে এসেছে। আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা আরো অসংখ্য মানুষকে সাহায্য করতে পারবো।"* বললেন আবু নাসির

MAC BANGLADESH

Bangladesh has one of the highest success rates in South Asia when it comes to the systematic reduction of open latrines and unhygienic use. For this nationwide progress involving more than 160 million people, the work of dedicated social workers like S A Hamid was vital to enact lasting behaviour change.

The founder of Manifold Assistance Center (MAC) for Bangladesh, S A Hamid, has been working in the development sector since 1983. After working for 17 years in sanitation, relief, education, and public health for multiple organisations, Hamid established his own social development NGO in 2000: MAC Bangladesh.

"Kalapur Union was the first to achieve 100% sanitation in the entire Sylhet Division. I remember my team working relentlessly to set up latrines and arsenic-free tube wells in remote villages," Hamid remembers, as he says how his organisation set up 3,600 latrines, thousands of tube-wells, hundreds of pit latrines, and 75 arsenic removal plants in the last two decades, significantly reducing the number of preventable diseases and child mortality rate in Kalapur Union.

Hamid knew that small efforts at the grassroots level have positive ripple effects on communities. Alongside helping 35,000 people through sanitation programmes, MAC Bangladesh also initiated an innovative combined paddy-duck farm in Sylhet Division in 2009, which enabled seasonal paddy farmers to increase their income with duck farming and egg production.

"My goal was to help the community as I had seen how Bangladeshi people suffered immediately after the war. Things are much different now, and we have many things to be happy about. But I keep on working. In 2018, I got a license from the Department of Youth Development to help develop human resources in the region," he adds.

MAC Bangladesh has been enlisted as a strategic partner for the EU-funded P4D programme to promote good governance policies among the citizens of Sreemangal Upazila. With P4D's support, the NGO has worked on multiple Social Action Projects (SAPs) to improve the quality of education, raise awareness of RTI, and improve public access to government services.

Sanjida Akhter, who led the SAP on raising awareness of the Right to Information (RTI), said she distributed 2,000 leaflets throughout the Kalapur Union. *"We had 7 meetings where on average 300 people attended to learn about RTI. Each group had innovative ideas. We invited students to design model government offices with proper Citizen's Charters. The people gathered to see those designs and listened to us,"* she describes, adding that the information leaflets educated 2,000+ people on how to easily acquire public information and work through bureaucratic processes.

Another volunteer, Sutrisna Chakraborty, who worked on improving public services at the Union Council and local community clinics, said that they took a similar approach by arranging yard meetings and awareness raising initiatives. *"We talked with local representatives to arrange 6 meetings where citizens and public service officials talked face to face regarding the problems in the service sector. This helped us identify and resolve many issues in a single session,"* adds Chakraborty.

CSO leader Hamid thinks that his organisation's projects with P4D were as successful, if not more so, as his other projects. His biggest reward, he says, was the training of volunteers.

"From my experience in the development sector, I know that there must always be a gender balance. I chose an equal number of male and female volunteers from my union to work on the SAPs. My organisation can work with them in the future as they are experienced social workers now."

ম্যাক বাংলাদেশ

ধারাবাহিকভাবে খোলা পায়খানা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে দক্ষিন এশিয়ার অন্যতম সফল দেশ বাংলাদেশ। সহস্রাব্দের শুরুতে ১৬ কোটিরও বেশি মানুষকে জাতীয় এই উন্নয়নে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এস এ হামিদের মতো নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

‘ম্যানিফোল্ড অ্যাসিসট্যান্স সেন্টার (ম্যাক) ফর বাংলাদেশ’ (সংক্ষেপে ‘ম্যাক বাংলাদেশ’) নামক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এস এ হামিদ। ১৯৮৩ সাল থেকে তিনি উন্নয়নকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। বিভিন্ন সংস্থার সাথে পরিচ্ছন্নতা, ত্রাণ, শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ে ১৭ বছর কাজ করার পর ২০০০ সালে তিনি নিজেই একটি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

“পুরো সিলেট বিভাগে সবার আগে শতভাগ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছে কালাপুর ইউনিয়ন। আমার মনে আছে, দূর-দূরান্তের গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ বসানোর জন্য আমার কর্মীরা দিনরাত কাজ করেছেন,” বলছিলেন হামিদ। গত দুই দশকে তারা ৩৬,০০০ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, হাজার হাজার নলকূপ, শত শত পাকা পায়খানা এবং ৭৫টি আর্সেনিক দূরীকরণ যন্ত্র স্থাপন করেছেন। ফলে, কালাপুর ইউনিয়নে রোগ-জীবাণুর সংক্রমন এবং শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

হামিদ জানতেন যে, তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গোটা সমাজকেই বদলে দিতে পারে। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩৫,০০০ মানুষকে সাহায্য করার পাশাপাশি ২০০৯ সালে ম্যাক বাংলাদেশ সমন্বিতভাবে হাঁস ও ধান চাষ উদ্ভাবন করে। এই উদ্যোগ ধান চাষের পাশাপাশি হাঁসের ডিম উৎপাদনের মাধ্যমে মৌসুমী কৃষকদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে।

“যুদ্ধের পর পর দেশের মানুষের কষ্ট দেখেছি আমি। এ কারণে আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষকে সাহায্য করা। এখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। এখন আমাদের গর্ব করার অনেক কিছুই আছে। তবে আমি কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ২০১৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এ অঞ্চলে মানবসম্পদ উন্নয়নের অনুমোদন পেয়েছি আমরা,” বলছিলেন তিনি।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও নির্বাচিত হয়েছে ম্যাক বাংলাদেশ। শ্রীমঙ্গল উপজেলার বাসিন্দাদের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা প্রচারের জন্য সংস্থাটি পিফরডির আওতায় শিক্ষার মান বৃদ্ধি, তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতা এবং সরকারি সেবায় জনসাধারণের অধিকার বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক এসএপিটি পরিচালনা করেছেন সানজিদা আখতার। তিনি জানান, কালাপুর ইউনিয়নে তিনি ২,০০০ লিফলেট বিতরণ করেছেন। *“আমরা সাতটি বৈঠক করেছি। তথ্য অধিকার সম্পর্কে জানতে বৈঠকগুলোতে প্রায় ৩০০ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা বেশ কিছু অভিনব কাজ করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সিটিজেন চার্টারসহ আদর্শ সরকারি প্রতিষ্ঠানের নমুনা বানাতে বলেছি। এসব নমুনা দেখতে এসে মানুষ আমাদের কথা শুনেছেন,”* বলছিলেন তিনি।

তিনি আরো জানান, ২,০০০ মানুষকে সরকারি তথ্য জানার এবং আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কাজ করার উপায় শিখিয়েছে তাদের লিফলেট।

ইউনিয়ন পরিষদ এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে সরকারি সেবার মানোন্নয়ন বিষয়ক এসএপির কাজ করেছেন স্বেচ্ছাসেবী সুতৃষ্ণা চক্রবর্তী। তিনি জানান, উঠান বৈঠক ও সচেতনতা সভা আয়োজন করে তারাও একইভাবে কাজ করেছেন। *“ছয়টি বৈঠক আয়োজন করতে আমরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছি। বৈঠকগুলোতে সেবা খাতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এলাকাবাসী সরাসরি সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন। এ পদ্ধতি একই সাথে আমাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করেছে,”* বলছিলেন মোশাররফ।

পিফরডির জন্য তার সংগঠনের গৃহীত এসএপিগুলো সফল হয়েছে বলে মনে করেন সংস্থার সভাপতি হামিদ। তেমন সফল না হলেও পুরষ্কার হিসেবে অন্তত স্বেচ্ছাসেবীরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

“ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে, সবসময়ই লৈঙ্গিক সমতা থাকা উচিত। এসএপিগুলোর জন্য আমি সমানসংখ্যক পুরুষ ও নারী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দিয়েছি। এরইমধ্যে তারা অভিজ্ঞ সমাজকর্মী হয়ে উঠেছেন। ভবিষ্যতেও আমার সংগঠন তাদের সাথে কাজ করতে পারবে।”- এস এ হামিদ

PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
KISHOREGANJ
NAOGAON
BOGRA
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
KUSHTIA
RAJBARI
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
FARIDPUR
SHARIYATPUR
MAGURA
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

MUNSHIGANJ

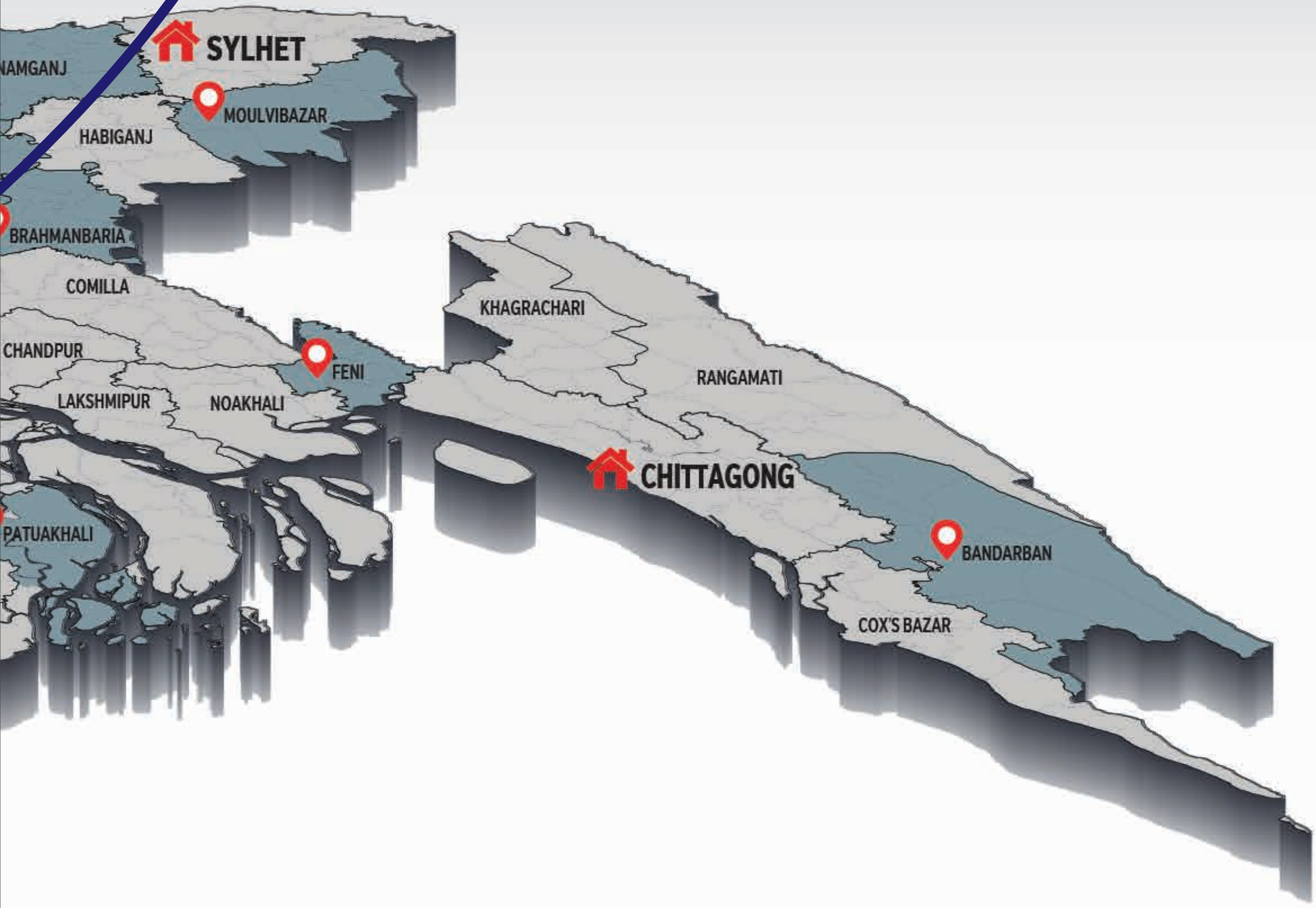

NAMGANJ
SYLHET
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

FRIENDS ASSOCIATION OF MALKHANAGAR

The Friends Association of Malkhanagar is exactly that: a group of friends who got together and started a club to contribute to the welfare of the community. Though it was originally founded in 1993, it blossomed into a full-fledged formal organisation in 2002 and is supported by individual donations and a yearly member subscription fee.

The organisation primarily supports charity efforts for low-income families, handicapped individuals, and youth in the community. Each year, the organisation provides clothes and food to 3,000 low-income people in the community before Hindu and Muslim religious festivals. Ashrafuzzaman Sohel, the club president, says his organisation has also paid for three kidney transplants for people in their community, and their programme for people with disabilities has carried out a survey of autistic individuals in the community for the government in order to track and support people with autism in their area.

Gathered around a table at their modest club office, members spoke about their efforts to help local youth. They provided full scholarships for 40 students and prevented an estimated 25 child marriages over the years. Sohel said, *"we remain very vigilant about this sort of thing. We also check in on the girls whose marriage we prevented."*

One of those girls, now a 12th grade student, Swarna, almost got married a few years ago when Sohel and his friends heard of it and stepped in to stop the proceedings. Reflecting on what could have been, Swama said, *"I probably would have become a mother of two whose day revolved around household chores if they had not stopped the wedding. I was too young to realise what was about to happen."* Swarna wants to become a teacher after she graduates from university.

Sohel's organisation is also involved with Social Action Projects (SAPs) organised in partnership with Platforms for Dialogue (P4D). The Friends Association of Malkhanagar is focused on SAPs that teach locals about social accountability tools and their importance. One of these is the Grievance Redress System under which citizens can file formal complaints with relevant government offices. *"We did not need to go that far. We have already solved our issues about government service delivery. As soon as we put up a Citizen's Charter next to the Union Council, another focus of the P4D project, there were complaints about the Union Council secretary charging more than what citizens were supposed to pay. We had a meeting with the secretary and the aggrieved people and pointed out that the council could not charge citizens more than what was stipulated by the government. The secretary relented,"* says Sohel.

> *"There have been other complaints, but those, too, are well on their way to being resolved,"*

explain the Friends Association members. The association isn't just helping their community resolve local issues, but thanks to the work they're doing to educate community members on social accountability tools, they are providing them with the framework to be able to address issues on their own.

মালখাঁনগর ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন

মালখাঁনগর ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের নামেই এর পরিচয় বোঝা যায়। ১৯৯৩ সালে কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হয়ে একটি সমাজসেবামূলক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্লাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণমাত্রার সংগঠনে রূপ নেয় ২০০২ সালে। তবে সংগঠনটি এখনো এর সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ও এককালীন ব্যক্তিগত অনুদানেই পরিচালিত হয়।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন উৎসবের আগে সংস্থাটি এলাকার ৩,০০০ গরিব মানুষের মাঝে পোশাক ও খাবার বিতরণ করে। প্রতিবন্ধীদের জন্যও রয়েছে ক্লাবের বিশেষ প্রকল্প। সংস্থাটির সভাপতি আশরাফুজ্জামান সোহেল জানান, *"কয়েকবছর আগে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এলাকার প্রতিবন্ধী মানুষদের একটি শুমারি করেছি।"*

বেশিরভাগ সদস্যই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হওয়ায় ক্লাবের অনুদান তহবিলে বেশ বড় অঙ্কের টাকা জমা হয়। সোহেল জানান, সংস্থাটি এ পর্যন্ত তিনটি কিডনি প্রতিস্থাপনের খরচ বহন করেছে। ছোট ক্লাব ঘরে উপস্থিত সদস্যরা আরো জানালেন, এ পর্যন্ত তারা ৪০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করেছেন এবং প্রায় ২৫টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছেন।

বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী স্বর্ণাকে কয়েক বছর আগে বিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছিল। বিষয়টি জানতে পেরে সোহেল ও তার বন্ধুরা এগিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত তাদের হস্তক্ষেপে বিয়ের প্রস্তুতি বন্ধ হয়। *"তারা সেদিন এগিয়ে না আসলে এতদিনে হয়ত আমি দুই সন্তানের মা হয়ে যেতাম। এখন শুধু সংসারের কাজকর্ম করেই আমার দিন কাটত। তখন আসলে কী হতে যাচ্ছিল তা বোঝার বয়স ছিল না আমার,"* বললেন স্বর্ণা।

তিনি আরো জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে তিনি শিক্ষক হতে চান।

পিফরডির আওতায় কয়েকটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) সাথেও যুক্ত হয়েছে সোহেলের সংগঠন। এগুলোর মধ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক একটি এসএপি রয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ অনলাইনে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। এরপর সংশিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রতিটি অভিযোগের প্রতিকার করা হয়।

> *"আমাদের আসলে অতদূর যাওয়ার দরকার ছিলো না। এরইমধ্যে আমরা (নিজেরাই) একটি বড় অভিযোগের স্থায়ী নিষ্পত্তি করে ফেলেছি,"* জানান সোহেল।

"ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের বিরুদ্ধে মানুষের কাছ থেকে নির্ধারিত ফির বেশি টাকা নেয়ার অভিযোগ ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পিফরডি প্রকল্পের অংশ হিসেবে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের পাশে একটি সিটিজেন চার্টার ঝুলিয়ে দিয়েছি।"

"পরে সচিব এবং এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাথে বৈঠক করেছি। বৈঠকে ঠিক করে দিয়েছি যে ইউনিয়ন পরিষদ মানুষের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফির বেশি দাবি করতে পারবে না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে সচিব অনুতপ্ত হয়েছেন।"

ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বলেন, *"আরো কিছু অভিযোগ ছিল। কিন্তু সেগুলোও ভালোভাবেই সমাধানের পথে এগুচ্ছে।"*

KALARAYERCHAR POLLI SAMAJ

The Kalarayerchar Polli Samaj used to be called the Polli Samaj Nari Unnayan Sangathan when Ratna Haolader was elected to head its management committee. Spearheaded by Ratna, who was herself a child bride of 14, the small organisation works to prevent child marriage and helps women make a living by themselves.

Located in Serajdikhan of Munshiganj, Polli Samaj has so far prevented seven marriages where the girls were not yet 18. Ratna Haoladar's organisation, registered with the Ministry of Women and Children Affairs, provides livelihood training for disenfranchised women and runs self-care programmes for pregnant women and lactating mothers. She says the government's social security schemes pay up to Tk 21,000 for pregnant women and lactating mothers. *"We teach them what to do with that money and how best to use it."*

Ratna was herself married when she was 13, and she still remembers how difficult it was to live with her in-laws. She had become pregnant within six months of her marriage. *"I decided it would not be the end of me. I would go back to school,"* she said, and when she did, her mother-in-law said she could only go if she finished all the chores around the house first. *"I did that too."* She graduated high school in 2009, the same year that she took up the reins of the organisation.

Now Ratna has a tailoring class at her home on modern sewing machines and teaches other women how they too can become independent by working for themselves. Ujala Sankar, one of her students and a mother of three, is almost ready to start working as a tailor. Her husband is not well enough to earn a living, and she has decided to take up the role as the family's primary earner. *"I have already started getting small orders around my neighbourhood. Once I learn fancier designs, there will be much more, and hopefully, I will be able to send my children back to school soon."*

Kalarayerchar Polli Samaj has become involved with Platforms for Dialogue (P4D), and they have been working on three Social Action Projects (SAPs) under P4D – providing education on agricultural practices, improving community clinics, and educating the community on the government's Grievance Redress System (GRS).

"We have been campaigning throughout the community regarding these issues and generating public awareness," says Ratna. She explains that, already there have been promising developments.

> *"Just the other day, someone filed a complaint online under GRS, which shows that people are indeed making use of these mechanisms."*

Md Sharif Sheikh, a resident who was travelling on a public bus, said passengers were being charged more than the stipulated fare. *"I pointed it out, but the conductor would not listen. So, I did pay, but later I also filed a complaint against them. This has been taken up by a high government official who is designated to make sure that this complaint is addressed. I even have a tracking number to find out what is happening with the file,"* said Sharif.

Kalarayerchar Polli Samaj is expanding their scope to help not just women in need, but their entire community. Thanks to the volunteers leading the SAPs, they are reaching all corners of their community and helping people where it means the most to them.

কালারায়েরচর পল্লী সমাজ

কালারায়েরচর পল্লী সমাজ এর পূর্বনাম ছিল পল্লী সমাজ নারী উন্নয়ন সংস্থা। ঐ সময়ে রত্না হাওলাদার সংস্থাটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার রত্নার তত্ত্বাবধানে বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কাজ করে এই সংস্থাটি।

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে অবস্থিত এই পল্লী সমাজ এখন পর্যন্ত সাতটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে। নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের আওতায় কাজ করা এই সংস্থাটি দরিদ্র নারীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়। এছাড়া, গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী নারীদের পরিচর্যা বিষয়ক কর্মসূচিও পরিচালনা করে এ সংগঠন। তিনি জানান, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা তহবিল থেকে গর্ভবতী নারীদেরকে প্রায় ২১ হাজার টাকা দেয়া হয়। *"আমরা সেসব নারীকে শেখাই কীভাবে এই টাকার সদ্ব্যবহার করতে হবে,"* বলছিলেন তিনি।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় রত্নাকে তার শ্বশুরবাড়িতে অমানবিক কষ্ট করতে হয়। বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই তিনি গর্ভধারণ করেন। রত্না বলেন, *"কিন্তু আমি ঠিক করি, এখানেই আমার জীবন থেমে যেতে পারে না। আমি আবার স্কুলে যাব।"* একথা জানতে পেরে শাশুড়ি তাকে শর্ত দিলেন, প্রতিদিনের সব গৃহস্থালি কাজ শেষ করতে পারলে তবেই স্কুলে যেতে পারবেন। রত্না বলেন, *"আমি তা-ই করেছি।"* ২০০৯ সালে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। একই সালে তিনি এই সংস্থার দায়িত্ব নেন।

নারীদের স্বাবলম্বী করতে তিনি আধুনিক সেলাই মেশিনে তার বাড়িতে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দেন। তিন সন্তানের মা উজালা শংকর দর্জি কাজ প্রায় শিখে ফেলেছেন। তার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি নিজেই পরিবারের জন্য উপার্জনের সিদ্ধান্ত নেন। উজালা বলেন, *"এরই মধ্যে আমি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ছোটখাটো অর্ডার পাওয়া শুরু করেছি। আশা করি আরো ভালো নকশা শিখতে পারলে আরো অর্ডার পাবো। আশা করি, টাকা জমিয়ে শীঘ্রই আমার ছোট বাচ্চাকে আবারও স্কুলে পাঠাতে পারব।"*

বর্তমানে পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজ করছে কালারায়েরচর পল্লী সমাজ। পিফরডির আওতায় সংগঠনটি যথাক্রমে কৃষিকাজ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) এই ৩টি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) কাজ করছে।

রত্না বলেন, *"এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছি।"* তিনি মনে করেন, এখনো তেমন দৃশ্যমান উপকার বোঝা না গেলেও এই কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরে যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে।

"কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি অনলাইনে জিআরএস এ অভিযোগ জানায়। এ থেকে বোঝা যায় যে মানুষ এসব সেবা ব্যবহার করা শুরু করেছে।" - রত্না হাওলাদার

স্থানীয় গণপরিবহনের যাত্রী মো. শরীফ শেখ জানান, লোকাল বাসে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছিল। তিনি বলেন, *"আমি এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলেও কন্ডাক্টর পাত্তা দেয়নি। তাই আমি কথা না বাড়িয়ে বাস ভাড়া দিয়ে নেমে পড়েছি। কিন্তু পরে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিআরএস এর মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযোগটি সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা খতিয়ে দেখছেন। আমাকে একটি ট্র্যাকিং নাম্বারও দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে এই অভিযোগের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে পারছি।"*

JAGARANI JUBA SANGHA

Improving awareness of public health services is vital for community wellbeing. In Serajdikhan, civil society organisation (CSO) Jagarani Juba Sangha is working to educate community members on public services and ensure that responsible administrations are providing those services. Established in 1957, the organisation has promoted the arts, sports, and social welfare. Today, Jane Alam, the current President of the organisation, is proudly promoting several Social Action Projects (SAPs) to educate his community on wellbeing and public health services.

Besides its regular activities, Jagarani Juba Sangha has partnered with Platforms for Dialogue (P4D) and is playing a key role to promote public health services in Serajdikhan by hosting forums to discuss important community health issues affecting the local community.

To improve the public's understanding of health services, Alam invited the district's civil surgeon to a forum with the local community and local civil society organisations. He explained, *"we need to understand what the community clinics are obligated to provide and what their limitations are."* Maria Khan, the young volunteer spearheading this SAP, has already held several meetings with the management committees of the community clinics, and her team of volunteers will also be conducting a series of yard meetings. *"We try to make the management committees more active, hoping that it will lead to better service for the people, while at the yard meetings, we explain what kind of services they [the public] might demand or expect."*

Maria Khan has been leading another health centred SAP focusing on the service integrity of three community clinics. These state-run institutions are supposed to provide certain services to the patients, but few are aware of that and seldom demand it. As a result, Maria explains, the community clinics remain largely under-utilised. *"There is also the problem of the assigned personnel's timeliness and quality of service."* She said the first step was to motivate the clinic's management committee to ensure that they have their regular meetings. *"We spoke to them about their responsibilities and also learned about their limitations."* This was followed by a community campaign in the neighbourhood, which promoted what services the community is entitled to at these clinics.

Another SAP led by Jagarani Juba Sangha includes preventing narcotics abuse. The CSO is holding daylong training sessions with youth,

> *"to orient young people about the bad effects of narcotics and how to prevent drug abuse,"*

says Fahim Haolader, another volunteer who heads this project. He explains that the youth then go back to their homes and friends and talk about what they have learned. This is how the message is spread. *"I am most hopeful with the anti-drug campaign. It will truly make a difference and keep youth away from drugs,"* stated Jane Alam.

জাগরণী যুব সংঘ

যেকোনো সমাজের উন্নতির জন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অতি জরুরি। এই কাজটিই করে যাচ্ছে সিরাজদিখানের সুশীল সমাজ সংগঠন জাগরণী যুব সংঘ। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন ওই অঞ্চলে শিল্প, ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এলাকার উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে সংগঠনের বর্তমান সভাপতি জানে আলম কয়েকটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনা করছেন।

পিফরডি তার এসএপিগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশের ২১ জেলায় বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি জাগরণী যুব সংঘ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা ছড়িয়ে দিতে পিফরডির সাথেও কাজ করছে।

জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিগুলো নিয়ে

আলোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে সংগঠনটি ওই এলাকার জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন আলম। সেখানে তিনি জেলার সিভিল সার্জনকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, *"আমাদেরকে কমিউনিটি ক্লিনিকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও সীমাবদ্ধতা জানতে হবে।"* স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সাথে কয়েকটি বৈঠক করেছেন তরুণ স্বেচ্ছাসেবী মারিয়া খান। পাশাপাশি তার সহকারী স্বেচ্ছাসেবীগণও নিয়মিত উঠান বৈঠক করে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, *"আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা পরিষদকে আরো সক্রিয় করার চেষ্টা করছি। আশা করছি সাধারণ মানুষ এখান থেকে আরো ভালো সেবা পাবে। উঠান বৈঠকে আমরা ক্লিনিকের সেবার বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি।"*

তিনটি কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান রক্ষা বিষয়ক একটি এসএপির দায়িত্বও পালন করছেন তিনি। *"রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট কিছু সেবা দেয়ার কথা। কিন্তু অল্প কিছু মানুষই সেসব সেবার কথা জানেন। তারাও কদাচিৎ এসব সেবা নিতে আসেন।"* মারিয়ার মতে, এ কারণে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো অব্যবহৃতই রয়ে যায়। তবে কমিউনিটি ক্লিনিকের আরো একটি সমস্যা হলো এখানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের সময়ানুবর্তীতা ও সেবার মান। মারিয়া জানান, তাদের প্রথম কাজ ছিল ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা পরিষদকে নিয়মিত বৈঠকে বসার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

"আমরা তাদের সাথে কথা বলে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও সীমাবদ্ধতাগুলো জেনেছি।" এরপর এই ক্লিনিকে কি ধরণের স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয় সে ব্যাপারে প্রচারণা চালানো হয়েছে, জানালেন তিনি।

মাদক নিরাময় বিষয়ক একটি এসএপি নিয়েও কাজ করছে জাগরণী যুব সংঘ। এই প্রকল্পের আওতায় সংগঠনটি যুবকদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে।

প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা স্বেচ্ছাসেবী ফাহিম হাওলাদার জানান, *"এই কর্মশালা আয়োজন করা হয় যুবকদেরকে মাদকের কুফল এবং মাদকাসক্তি*

তিনি বলেন, *"যুবকেরা এখান থেকে শিখে যাওয়া কথাগুলো তাদের বাড়িতে এবং বন্ধুদেরকে বলে। এভাবেই আমাদের বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে।"*

"আমি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী মাদকবিরোধী প্রচারণা নিয়ে। এই উদ্যোগ সত্যিই একটি পার্থক্য গড়ে দেবে এবং যুবকদেরকে মাদক থেকে দূরে রাখবে," বলছিলেন জানে আলম।

NATORE

BRITISH COUNCIL

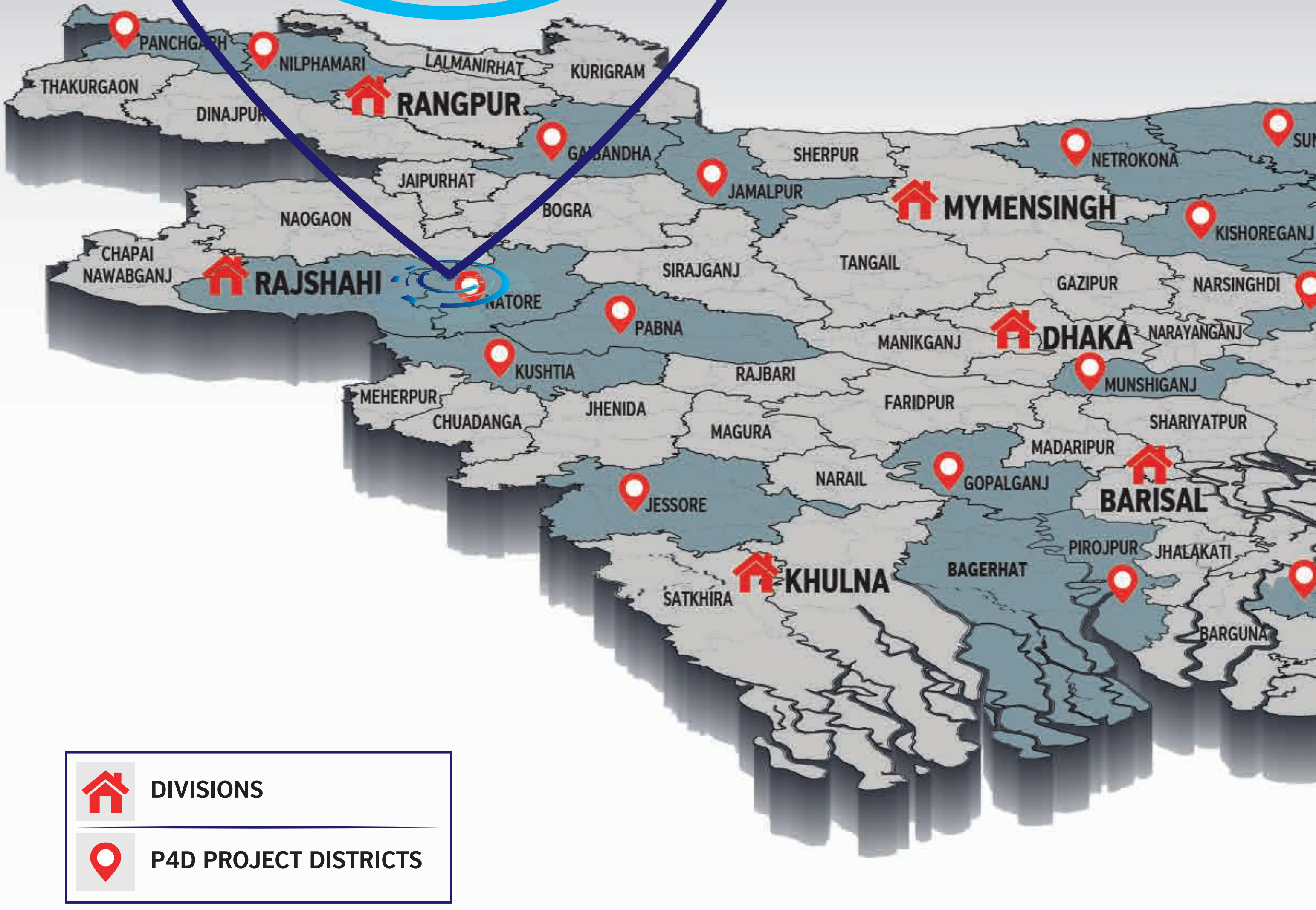
PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAMALPUR
MYMENSINGH
KISHOREGANJ
JAIPURHAT
BOGRA
NAOGAON
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
MAGURA
FARIDPUR
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
SATKHIRA
KHULNA
BAGERHAT
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

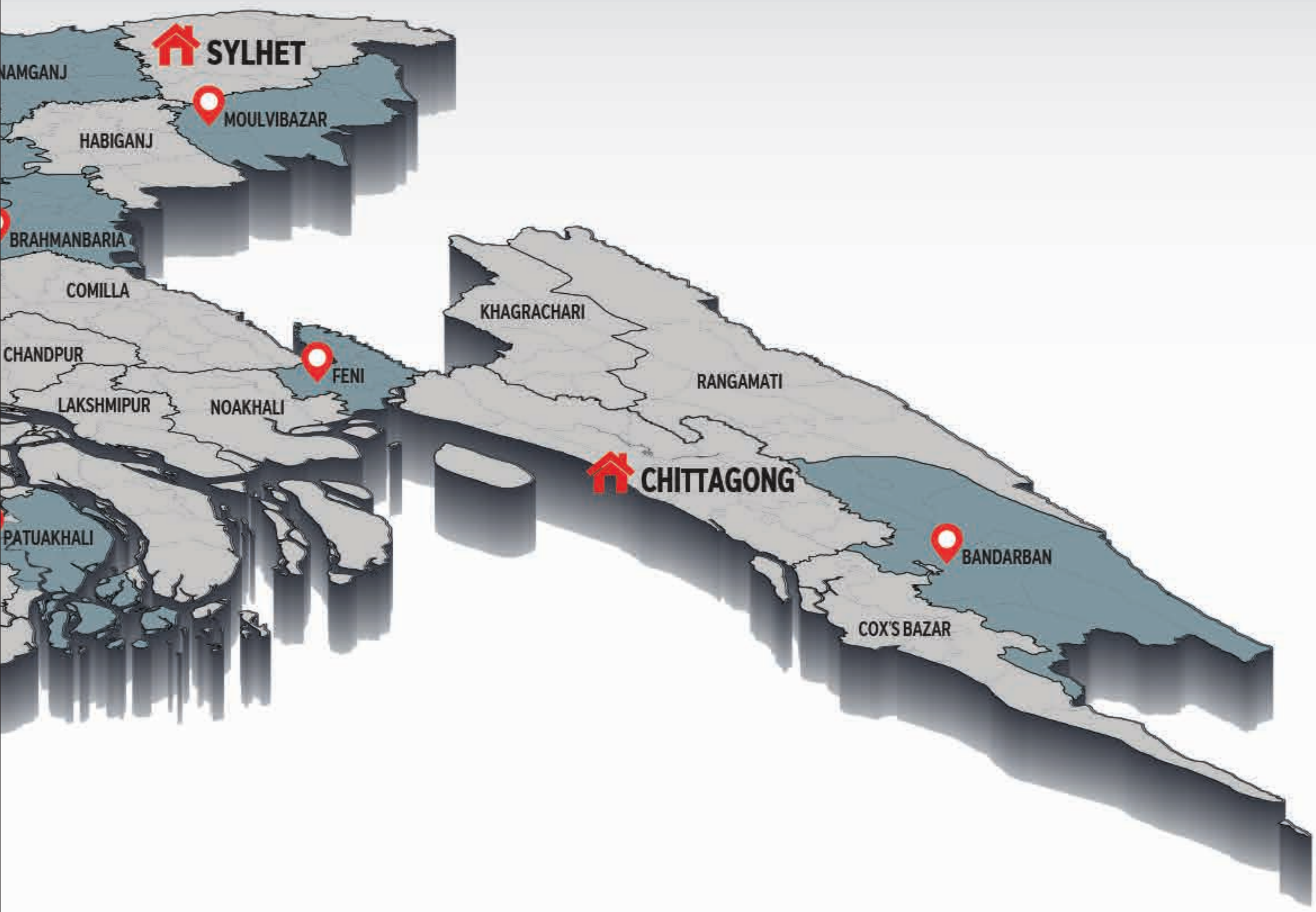
SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
KHAGRACHARI
CHANDPUR
FENI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

CHALANTIKA GONO PATHAGAR

The Chalantika Gono Pathagar (Chalantika Public Library) was created for the people of Natore as a space for knowledge and education. The town, despite having many educational institutions and thousands of students, lacked libraries.

Back in 2012, Md Shibly Sadik, a local NGO activist, along with several patrons decided to open a public library, where its members would have access to books outside their curriculum. The library would also have an archive of newspapers. Since its inception in 2012, the library has run with the assistance and donations of local philanthropists. Today, it has a collection of 1,500 books on history, the Liberation War, geography, literature, and a host of other subjects. The government's National Book Centre regularly provides the library with books as well. *"We have brought in many books, some of which are not easily available,"* says Sadik, who is currently working as the General Secretary of the library.

Hamidur Rahman, a young student who recently graduated from the 12th grade, says the library has opened a new horizon for him. *"It is a completely new world. I am not just learning about new things; I am also on a journey of self-discovery. As nerdy as it sounds, the library has become a regular hangout place for some of us,"* said Hamid with a smile.

Chalantika Gono Pathagar has also established itself as a social organisation playing an integral part in encouraging both students and their guardians to spend time in libraries. Moreover, it has worked on sanitation projects and food distribution programmes in and out of the district, earning a good reputation in the community. Rasel, a student from Natore City College, says he first came to know about the library when its representatives visited his college to promote the library. *"I needed a place to study since I have many brothers and sisters. I knew this library would work for me. I come here to study often, and my dad also comes in for newspapers,"* Rasel said while reading in the library.

Chalantika's reputation has only improved, says Sadik, since 2018 when it became a part of the Platforms for Dialogue (P4D) project. Its Social Action Projects (SAPs) include promoting gender balance in the workplace, raising awareness of drug abuse, and improving understanding of the Parent Maintenance Act, 2013, which makes it mandatory for able-bodied individuals to take care of their ageing parents with both financial and housing support. *"It's sad that most parents are abandoned when they get old. Our old-age homes are filling up and the government was forced to enact a law to protect the elderly,"* said Sadik, who thinks it is important to let people know that they have a right to welfare from their family members when they reach a certain age.

Abdullah Chacha, a regular visitor at the library, says he never knew about the law before Chalantika conducted village meetings and seminars.

> *"My two sons live in Dhaka, and they barely take care of us. I now have the legal means to ask for the support I deserve,"*

the 76-year old said, looking up from his newspaper.

চলন্তিকা গণ পাঠাগার

নাটোরে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও তেমন কোনো পাঠাগার ছিল না। স্থানীয় লোকদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে গড়ে তোলা হয় 'চলন্তিকা গণ পাঠাগার'।

২০১২ সালে স্থানীয় এনজিও কর্মী মোহাম্মদ শিবলী সাদিক কয়েকজন পৃষ্ঠপোষককে সাথে নিয়ে চালু করেন এই পাঠাগার। শুরু থেকেই কোনরকম সহায়তা ছাড়াই স্থানীয় হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের অনুদানে ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, ভূগোল, সাহিত্যবিষয়ক ১৫০০ বইয়ের সংগ্রহশালায় পরিণত হয় এটি। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক সাদিক বলছিলেন, *"আমরা অনেক দুর্লভ বইও সংগ্রহ করেছি।"* এখানে পাঠাগারের সদস্যগণ যেকোন বিষয়ের বই ও খবরের কাগজ পড়তে পারেন।

সদ্য কলেজ পাশ করা হামিদুর রহমানের মতে, পাঠাগারে বই পড়ার ফলে তার শেখার ও জানার আগ্রহ বেড়েছে। হাসিমুখে তিনি বলেন, *"এ যেন এক নতুন জগত! শুধু শেখার জন্য নয় বরং নিজেকে আবিষ্কার করারও এক নতুন যাত্রা বটে। আমার মতো অনেকের কাছেই এখন অবসর কাটানোর প্রিয় জায়গা এই লাইব্রেরি।"*

চলন্তিকা গণ পাঠাগার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পাঠাগারমুখী করার মধ্য দিয়ে একটি সামাজিক সংগঠনের ভূমিকাও পালন করছে। পাঠাগারটি তাদেরকে অবসর কাটানোর দারুণ সুযোগ করে দিচ্ছে। নাটোর সিটি কলেজের ছাত্র রাসেল জানান, একবার পাঠাগারের প্রতিনিধিদল তার কলেজে প্রচারণায় এসেছিলো। তাদের কাছ থেকেই তিনি এই পাঠাগার সম্পর্কে জেনেছেন। সাহিত্যের একটি বই সামনে নিয়ে তিনি আরো বলেন, *"ঘরে অনেক ভাই-বোন থাকায় আমার পড়ালেখার জন্য নিরিবিলি জায়গার প্রয়োজন ছিল। আমি বুঝতে পেরেছি এই পাঠাগার আমার সেই প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে। আমি এখানে প্রায়ই পড়তে আসি এবং আমার বাবাও এখানে পত্রিকা পড়তে আসেন।"*

সাদিক মনে করেন, ২০১৮ সালে পিফরডি প্রকল্পের অংশ হয়ে চলন্তিকার সুনাম বেড়েছে। এর সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টগুলো (এসএপি) কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করে। এছাড়া, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩ বিষয়েও সচেতনতা তৈরিতে এসএপিগুলো বেশ কার্যকর ভুমিকা রেখেছে। এই আইন অনুযায়ী, সুস্থ ও সচ্ছল সন্তানের জন্য বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ করা বাধ্যতামূলক। সাদিক বলেন, মানুষের জানা উচিৎ যে শেষ বয়সে তারা তাদের পরিবার থেকে সহায়তা পাওয়ার অধিকার রাখে। তিনি বলেন, *"খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হলো, বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই আজকাল বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যায়। ফলে, আস্তে আস্তে দেশের বৃদ্ধাশ্রমগুলো ভরে উঠছে। এজন্য সরকার বাধ্য হয়ে এই আইন জারি করেছে।"*

পাঠাগারের একজন নিয়মিত পাঠক আব্দুলাহ চাচা। চলন্তিকার আয়োজনে সেমিনার ও বৈঠকে অংশ নেয়ার আগে তিনি এই আইন সম্পর্কে জানতেন না। ৭৬ বছর বয়সী এই বৃদ্ধ সংবাদপত্র খুঁজতে খুঁজতে বলেন,

> *"আমার দুই ছেলে ঢাকায় থাকে। কিন্তু তারা আমাদের খোঁজখবর নেয় না। এখন আমি আইনিভাবে আমার পাওনা বুঝে নিবো।"*

SHOPNO SHOMAJ UNNOYON SHONGSTHA

Bangladesh is ranked 4th in the world for highest child marriage rates, and nearly 4.5 million girls are married before the age of 18, according to a 2017 UNICEF study. Despite government efforts to ban marriage before the age of 18, roughly 22% of girls find themselves married before they turn 18, with a fifth being married off before turning 15.

A victim of child marriage herself, Parvin Akter of Natore wanted to give girls in her community a voice to fight this social malpractice and a means to stand on their own feet. *"I was married off when I was in the 6th grade. I don't want any other girl to have the same fate,"* said Akter in a recent conversation.

Now, her organisation, Shopno Shomaj Unnoyon Shongstha, is renowned not only in Natore, but across the country thanks to the Platforms for Dialogue (P4D) project, which has helped her grow her organisation to reach the greater community in Natore District.

In 1999, Parvin Akter founded Shopno Shomaj to curb violence against women and reduce child marriage, when it became a registered organisation with the government's Department of Youth Development and the Department of Social Services. *"The beginning was not so easy, and I was lucky to have a supportive husband who stood beside me in all my endeavors,"* says Akter.

Initially Parvin Akter was running bamboo handicraft projects. Later, she began working with a tree plantation and opened a sewing school to help young women provide for themselves. Through these training opportunities, Shopno has created job opportunities for many people. *"I want people to stand on their own feet, especially girls. They don't necessarily have to get a job somewhere, but I want to help them create their own source of income,"* says a hopeful Parvin Akter. To date, the total number of Shopno's beneficiaries exceeds 7,000.

Besides preventing child marriage, Parvin Akter also runs a free school for underprivileged children named Shopno Shidhu Bikash Kendro. *"No one has to pay a single penny. We provide them with books, backpacks, and stationery."* Shopno runs on membership fees, government funding, individual donations, and of course the hard work of volunteers.

One of P4D's initiatives is to help local organisations collaborate with other local leaders to engage their communities in Social Action Projects (SAPs). SAPs are designed to address the most pressing issues in a community, and in partnership with P4D, Shopno is focusing on three major topics – child marriage prevention, drug control, and land rights. *"When it comes to ending child marriage",* Akter said, *"first, we have to convince the elders about how it affects young girls before we hope to succeed."*

Parvin Akter says that the British Council has helped them have a voice among local people. By association,

> *"our voice has gained huge credibility just because P4D is with us. We've also gained valuable experience and training through these projects which will help us grow in the future."*

With this experience, Parvin Akter hopes to build a one-stop service centre under the name Shopno Shomaj Unnoyon Shongstha, where the people in her community can receive all social services in one place.

স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

২০১৭ সালে ইউনিসেফের দেয়া তথ্যমতে, বাল্য বিয়ের হারের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ। এদেশে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বাল্যবিয়ে রোধে সরকারের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় ২২ শতাংশ মেয়েকে ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে দেয়া হয়।

নাটোরের পারভীন আকতার বাল্যবিয়ের ভুক্তভোগী একজন নারী। তিনি সবসময় তার এলাকার মেয়েদের উৎসাহ দেন এই অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াতে। পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতেও সহায়তা করেন। তিনি বলেন, *"ষষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ার সময় আমার বিয়ে হয়ে যায়। আমি চাই না আর কোনো মেয়ের পরিণতি এমন হোক।"*

নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিয়ে রোধের লক্ষ্যে তিনি ১৯৯৯ সালে গড়ে তোলেন 'স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'। পরবর্তীতে তা সরকারের যুব উন্নয়ন ও সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। *"শুরুটা সহজ ছিল না। তবে আমি ভাগ্যবতী যে আমার স্বামীর মত একজন মানুষ সবসময় আমার পাশে ছিল।"*

বর্তমানে তার এই সংগঠন নাটোর ছাড়িয়ে সারাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে পিফরডি এর কল্যাণে। তার সংগঠনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প থেকে পারভীন সব ধরনের সহায়তা পেয়েছেন।

বাঁশ থেকে বিভিন্ন শৌখিন জিনিসপত্র বানানো দিয়ে তার সংগঠনের পথচলা শুরু। পরবর্তীতে তিনি একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী হাতে নেন এবং স্থানীয় তরুনী-যুবতীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু করেন। এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে অনেক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে সংস্থাটি। আশাবাদী পারভীন বলেন, *"আমি চাই সকল মানুষ, বিশেষ করে নারীরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। শুধু চাকরির আশায় বসে না থেকে তারা যাতে উদ্যোক্তা হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই বিষয়ে সহায়তা করতে চাই।"* 'স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' থেকে এখন পর্যন্ত ৭০০০ এর বেশি মানুষ সহায়তা লাভ করেছে।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধের পাশাপাশি তিনি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য 'স্বপ্ন শিশু বিকাশ কেন্দ্র' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। *"এখানে কাউকে এক পয়সাও খরচ করতে হয় না। শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে বই, ব্যাগ, খাতা, কলম দেয়া হয়।"* সরকারি ও ব্যক্তিগত অনুদান, সদস্য ফি এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিচালিত হয় 'স্বপ্ন'।

পিফরডির অন্যতম কাজ হলো স্থানীয় সংগঠন এবং সমাজকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেন ঐ অঞ্চলের সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) এর কাজে সব মানুষকে নিয়ুক্ত করা যায়। এসএপি সাধারণত কোনো অঞ্চলের বিভিন্ন গুরুতর সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করে। পিফরডির সহায়তায় 'স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা' নাটোরে বাল্যবিয়ে, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও জমি অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করছে।

বাল্যবিয়ে নির্মূল প্রসঙ্গে পারভীন বলেন, *"প্রথমত বাবা মা ও বয়স্ক মানুষদেরকে বাল্যবিয়ের কুফলগুলো জানাতে হবে।"* তিনি আরো বলেন,

> *"পিফরডি আমাদের এই বিষয়ে অনেক সহায়তা করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে যা ভবিষ্যতে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।"*

এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পারভীন 'স্বপ্ন সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র আওতায় একটি সেবামূলক সংস্থা গড়ে তুলতে চান যেখানে স্থানীয়রা একই সাথে সব ধরনের সামাজিক সেবা পাবেন।

UTTARA UNNAYON SANGSTHA

From an early age, Faruque Ahmed Khan had an interest in science. He understood the basics of physics, chemistry, and biology, almost intuitively. He dreamed of becoming a scientist, but after his father died just as he was about to finish high school, Faruque had to start earning an income to support his family. He joined the Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR) as a supervisor for the Eco-Friendly Stove project (dubbed Bondhu Chula in Bengali). That project would later inspire the Uttara Unnayan Sangstha organisation.

In time, Faruque's Bondhu Chula became a household name in rural communities for its efficiency and ability to mitigate smoke related health risks. With another organisation named Future Carbon, Faruque developed specialised chimneys for brick kilns. He even received advanced training for modernising stoves in Indonesia.

Halima Khatun was one of the women to try out the clean cookstoves. She said it was a godsend. *"The bondhu chula was great. It needed less firewood, produced much less smoke, and cooked food faster. It was so much better!"* She says, while she hopes her daughters won't have to spend their time cooking for the in-laws all their lives, she would rather they do it with one of Dr. Faruque's (as he is fondly called in the community) stoves, rather than the traditional ones.

Faruque enrolled himself in a paramedic programme and graduated in 2006, allowing him to serve his union's inhabitants with basic medicine and neonatal care. Already known for his clean stoves and inspired by the impact of other NGOs, Faruque started his own NGO, Uttara Uannayan Sangstha, with some friends from Rajshahi, Natore, Pabna, and Nandigram dedicated to socio-economic development in Natore.

Since then, the NGO has organised health camps and run courses on livestock, farming, and agriculture.

> *"I have more than 750 beneficiaries. They have managed to change the fate of their families. Before our training, they were unemployed and faced serious economic problems."*

Faruque's NGO was contacted in 2018 by Platforms for Dialogue (P4D) to become a partner organisation of the project.

Faruque's reputation for providing social services in his community allowed him to successfully carry out the goals of P4D through Social Action Projects (SAPs). By incorporating government mechanisms that ensure good governance like the National Integrity Strategy, the Right to Information Act, 2009, Citizen's Charters, and Grievance Redress System, Uttara Unnayan Sangstha can provide citizens with the tools to enact change in their own community.

So far, Uttara Unnayan Sangstha has implemented three SAPs with P4D's support. They are focusing on raising awareness of sexual harassment in schools and local communities, improving the quality and efficiency of public services in local health centres, and promoting the Right to Information Act.

উত্তরা উন্নয়ন সংস্থা

শৈশব থেকেই ফারুক পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। এসব বিষয়ে তার ভালো দখল ছিল। তবে উচ্চ মাধ্যমিকের পরপরই বাবার মৃত্যুতে তার লেখাপড়ার স্বপ্ন ভেঙে যায়। জীবনের কঠিন বাস্তবতা মেনে নিয়ে পড়ালেখা ছেড়ে তিনি অর্থ উপার্জনে নেমে পড়েন। প্রথমে তিনি বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদে বন্ধু চুলা নামক এক পরিবেশ বান্ধব চুলা নির্মাণের কাজে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন।

চুলা হতে নির্গত কালো ধোঁয়া হ্রাস ও অন্যান্য সুবিধার কারণে ক্রমেই বন্ধু চুলার সুনাম গ্রামের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ফারুক ফিউচার কার্বন নামক আরেকটি সংগঠনের সাথে যৌথভাবে ইট ভাটার জন্য বিশেষ চুলা নির্মাণ করেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় চুলা আধুনিকীকরণের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন।

এই চুলা ব্যবহারকারীদের একজন হালিমা খাতুন। চুলাটি ব্যবহার করে বেশ সন্তুষ্ট তিনি। *“বন্ধু চুলা একটি দারুণ জিনিস! এই চুলায় কম কাঠে কম সময়ের মধ্যেই রান্না হয়ে যায়। আবার অন্য চুলার মতো এই চুলা থেকে তেমন কালো ধোঁয়াও বের হয় না।”* তার আশা, শ্বশুরবাড়িতে তার মেয়েদেরকে হয়তো রান্না করে সারাজীবন কাটাতে হবে না। তবে যদি রান্নার কাজ করা লাগেই তাহলে তারা যেন সাধারণ চুলার পরিবর্তে ফারুকের বন্ধু চুলা ব্যবহার করে।

২০০৬ সালে ফারুক মেডিকেলে ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেন। তখন থেকে তিনি এলাকার সাধারণ মানুষকে ওষুধপত্র ও নবজাতকের সেবা দিয়ে সাহায্য করেন। অন্যান্য এনজিও থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ফারুক তার রাজশাহী, নাটোর, পাবনা ও নন্দীগ্রামের বন্ধুদের নিয়ে চালু করেন উত্তরা উন্নয়ন সংস্থা। তারা সবাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে আগ্রহী।

শুরু থেকেই সংস্থাটি স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রচারণা, গবাদি পশু প্রতিপালন ও কৃষিকাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

ফারুক বলেন, *“এ পর্যন্ত সাড়ে সাতশো’র বেশি মানুষ এই সংস্থার আওতায় সেবা পেয়েছে। প্রশিক্ষণের আগে তারা সবাই বেকার ছিল। কাজ শিখে অর্থ উপার্জন করে তারা পরিবারের অভাব দূর করেছে।”*

২০১৮ সালে উত্তরা উন্নয়ন সংস্থা পিফরডি প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়। সমাজসেবামূলক কাজে অভিজ্ঞতা থাকায় ফারুক সাফল্যের সাথে পিফরডির সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

এ পর্যন্ত উত্তরা উন্নয়ন সংস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয় ও স্থানীয় মানুষের মাঝে তথ্য অধিকার, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি সংক্রান্ত তিনটি এসএপি নিয়ে কাজ করেছে।

PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
NAOGAON
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
FARIDPUR
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
BAGERHAT
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

NETROKONA

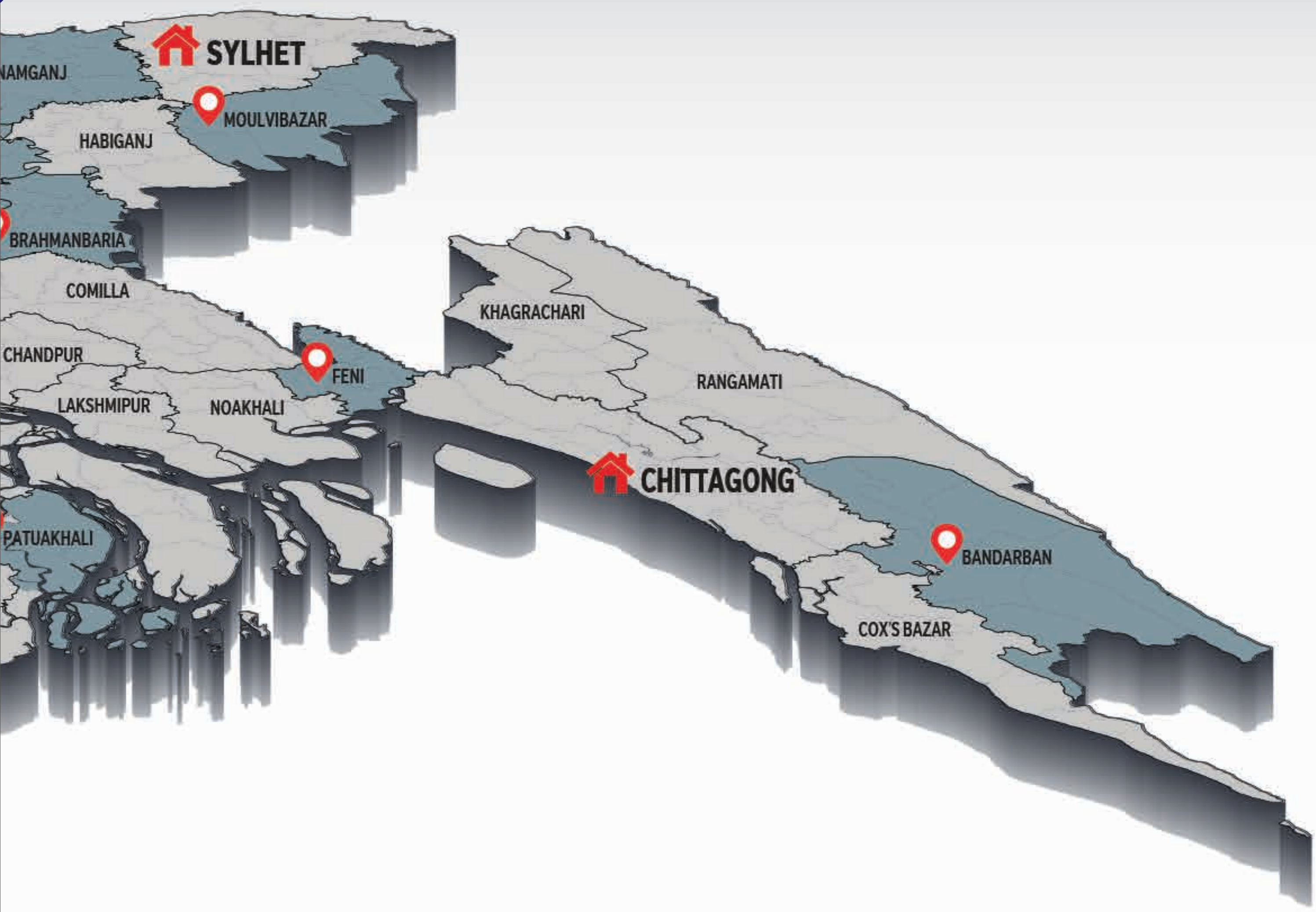
SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
KHAGRACHARI
CHANDPUR
FENI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

MITALI SAMAJ KALYAN CLUB

Mitali Samaj Kalyan Club started almost four decades ago in 1981 when a group of 16 young athletes returned triumphant from an inter-village football tournament and decided to form a club to keep up the team spirit in Purbadhala village of Netrokona District.

Fast forward to 2020, the once small sports club has grown into a successful youth group, which contributes to the community's welfare and helps marginalised people lift themselves out of poverty. Md Kazimuddin, the incumbent leader of the club and one of the few surviving members of the 1981 team, says, *"we were just a team of footballers, but all of us had a deep understanding of social development through cooperation. We knew that a club would undoubtedly help the community."*

The repertoire of the club's success stories is proudly displayed at the club's office, which includes free eye treatment camps, scholarships, a cooperative for funding SMEs, relief support during disasters and of course, a whole lot of football and badminton trophies. *"Sports unite us, and we have a strong support base. But the poor people suffer the most, so we dedicate ourselves to lift them out of poverty,"* adds Kazimuddin, while talking about the changing landscape of Netrokona's marshlands, which disrupts stable income generating activities during monsoons.

In order to ensure stable income, the Mitali Samaj Kalyan Club trains local youth on computer skills and embroidery. *"This club has paved the path for decent income. I have many friends who have also learned a lot from here,"* says local dressmaker Husne Ara, who learned embroidery at one of the club's tutorials and is also a volunteer of the Social Action Projects (SAP) that the civil society organisation has undertaken with Platforms for Dialogue (P4D).

Mitali Samaj Kalyan Club's SAPs include promoting the Right to Information (RTI), Grievance Redress System (GRS), National Integrity Strategy (NIS) and Citizen's Charters. The club organised the first ever open budget session in the Purbadhala Union Office and had resounding success. *"We have strong organisational capabilities and thus were able to ensure high participation,"* says Humayan Kabir, who led the SAP.

Suroj Ali, one of the residents of the union, said the villagers were able to press their demands for tube wells and disability support during the open budget session, which bridged the gap between public officials and residents. *"We were promised a deep tube well in the community soon. If we don't get it, we now know where to file complaints thanks to P4D,"* adds Suroj.

Other SAPs adopted by the club had raised awareness on accountability in public offices and the right to primary health care at community clinics. CSO leader Kazimuddin describes that the SAPs have educated people in the community about their rights and it will benefit everyone in the long run.

> *"We'll keep on working for the people, but it makes me happy to think that the community actually learned something from these programmes."*

মিতালী সমাজ কল্যাণ ক্লাব

প্রায় চার দশক আগে ১৯৮১ সালে নেত্রকোণার পূর্বধলা গ্রামে যাত্রা শুরু করে নাগরিক সংগঠন মিতালী সমাজ কল্যাণ ক্লাব। গ্রামের ১৬ জন তরুণ ফুটবলার একটি আন্তঃ গ্রাম ফুটবল টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতার পর ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল গ্রামের মানুষের ঐক্য অটুট রাখা।

২০২০ সালে ফিরে আসা যাক। সেই ছোট্ট ক্রীড়া সংগঠন বর্তমানে দারুণ সফল এক যুবসংঘে রূপ নিয়েছে। এখন তারা এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি সেখানকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যসীমার উপরে ওঠার ক্ষেত্রেও সাহায্য করছে।

ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বর্তমান সভাপতি মো: কাজিমুদ্দীন। তিনি বলেন, –

"আমরা সবাই ছিলাম ফুটবলার। তবে সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের সবারই বেশ ভালো ধারণা ছিল। আমরা জানতাম, একটি ক্লাব নিশ্চিতভাবেই সমাজসেবায় অবদান রাখতে পারে।"

ক্লাব অফিসে সুন্দর করে সাজানো ক্লাবের সাফল্যের সব গল্প। এরমধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, ক্ষুদ্রঋণ সমবায় উদ্যোগ, দুর্যোগকালীন ত্রাণ ব্যবস্থাপনা এবং অবশ্যই প্রচুর ফুটবল ও ব্যাডমিন্টন ট্রফি।

পরিবর্তনশীল প্লাবন সমভূমি হওয়ায় বর্ষাকালে নেত্রকোণার অধিকাংশ মানুষেরই স্থায়ী উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়। কাজিমুদ্দীন বলেন, *"খেলাধুলা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। আমাদের শক্তিশালী সমর্থক গোষ্ঠী আছে। এখন এলাকার গরিব মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে আমরা কাজ করছি।"*

স্থানীয় বাসিন্দাদের স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্লাবটি সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত হয়েছে। তারা এলাকার যুবকদেরকে জামা-কাপড় নকশা করা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ক্লাবের আয়োজিত কর্মশালা থেকে নকশা করা শিখেছেন স্থানীয় দর্জি হুসনে আরা। তিনি বলেন, *"এই ক্লাব আমাদেরকে স্বাভাবিক উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমার অনেক বন্ধুও এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছে।"*

মিতালী সমাজ কল্যাণ ক্লাব পিফরডি প্রকল্পের অন্যতম কৌশলগত সহযোগী। ক্লাবের একজন মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার হিসেবে প্রকল্পের কাজ করেছেন হুসনে আরা।

তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সিটিজেন চার্টারসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা প্রচারের লক্ষ্যে ক্লাবটি কয়েকটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) গ্রহণ করেছে। তথ্য অধিকার এসএপির অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো পূর্বধলা ইউনিয়ন অফিসে বাজেট অধিবেশন আয়োজন করে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে।

"একটি ক্লাব হিসেবে আমাদের শক্তিশালী সাংগঠনিক সক্ষমতা রয়েছে। এই সামর্থ্য ব্যবহার করে বাজেট অধিবেশনে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি," বলছিলেন তথ্য অধিকার বিষয়ক এসএপির পরিচালক হুমায়ুন কবির।

ইউনিয়নের বাসিন্দা সুরুজ আলী জানান, উন্মুক্ত এই বাজেট অধিবেশনে গ্রামবাসীরা প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়তা ও গ্রামে নলকূপ স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন। তার মতে, অধিবেশনটি সরকারি কর্মকর্তা ও এলাকাবাসীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

"আমাদের এলাকায় শীঘ্রই একটি নলকূপ বসানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আর নলকূপ না পেলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে, পিফরডির কল্যাণে আমরা তাও জানি," বলছিলেন সুরুজ।

ক্লাবের গৃহীত অন্য এসএপিগুলো কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করেছে। ক্লাব সভাপতি কাজিমুদ্দীনের মতে, এসএপিগুলো এলাকাবাসীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেছে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে সবাই উপকৃত হবে।

"আমরা মানুষের জন্য কাজ করা চালিয়ে যাব। আমাদের প্রকল্পগুলো থেকে এলাকার মানুষ আসলেই কিছু জিনিস শিখেছে, এটা ভাবতেই ভালো লাগে।"

SHARIF EKADOS KRIRA O SHANGSKRITIK CLUB

The Sharif Ekados (meaning Sharif Eleven, often used for sports teams) o Shangskritik Club had gathered at a playground to discuss their activities. *"We usually hold meetings out here since we have a very large group,"* says Azizul Bari Sharif, who leads the civil society organisation (CSO) in Mohishber Village of Netrakona District. The large group that had gathered was indeed comfortable outdoors. *"Almost all of us began through sports. So, we have a sense of brotherhood on the field,"* adds Sharif while talking about the club's humble beginnings as a sports and recreational club, founded by his late father, M A Barek, in 1992.

The club has a history of nurturing skilled footballers, and its members have played in professional leagues all across the country. Besides hosting massive crowds at sporting events, the Sharif Ekados Club is also noted for implementing social projects and having exceptional organisational capabilities.

The club's commitment towards bringing people together reflects in their work with the British Council's P4D project. As part of the P4D-supported Social Action Projects (SAPs), the club gathered more than 1,500 people in more than 25 meetings and initiated conversations about accountability of the local Union Council offices.

Sharmin Begum, a member of the club and SAP volunteer, says they named the programme F2F (Face to Face) as it bridged the gap between public representatives and citizens. *"And that grabbed the attention of the people. Many even came out of curiosity to know what F2F is, but they took home important lessons,"* Sharmin says explaining how her team reached out to the people and taught them how to file GRS applications if they are not satisfied with public services.

Jewel Chandra Das says that he focused on students from high schools and colleges to spread the word about good governance tools, especially GRS. He adds that most people are not happy about the quality of public services in the community and that is why he chose that tool. *"My idea was that if students have the right knowledge, then they can teach others. A student will share it with friends, and we will have a whole community of conscious citizens."*

Explaining how the SAPs gathered so many people, the club's president, Sharif, says the P4D project, and its affiliation with the Cabinet Division and British Council helped them reach many people as well as their previous experience. *"We have helped many poor families continue their children's education, and we also coach them if they want to build a career in sports. We have a good reputation in the community,"* Sharif says, adding that relief work, farmers' assistance, and Income Generating Activity (IGA) training for youth are regular activities of the club.

Sharif thinks it is essential to teach people about accountibility tools as it will help them curb malpractices in public offices.

> *"We have been organising sports events for a long time, but P4D gave us a chance to gather people for something else. These endeavours will go a long way."*

শরীফ একাদশ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাব

"অনেক বড় একটা দল হওয়ায় আমরা সাধারণত মাঠেই বৈঠক করি," বলছিলেন আজিজুল বারী শরীফ। তিনি নেত্রকোনার মহিষবেড় গ্রামের নাগরিক সংগঠন শরীফ একাদশ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাবের সভাপতি। ক্লাবের কার্যক্রম আলোচনা করতে জড়ো হওয়া বিশাল এই দলটি মাঠে বৈঠক করার ব্যাপারে দারুন স্বচ্ছন্দ।

তিনি আরো বলেন, *"মোটামুটি আমরা সবাই খেলাধুলার মাধ্যমেই ক্লাবের সাথে যুক্ত হয়েছি। তাই এই মাঠে একত্রিত হলে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ কাজ করে।"* প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ধীরে ধীরে ক্লাবটির এগিয়ে যাওয়ার গল্প বলছিলেন তিনি। ১৯৯২ সালে তার মরহুম পিতা এম এ বারেকের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্লাব।

মেধাবী ফুটবলারদের পরিচর্যা করার গৌরবোজ্জল ইতিহাস আছে স্থানীয় এই ক্লাবের। ক্লাবটির সদস্যরা দেশব্যাপী বিভিন্ন পেশাদার লীগেও খেলেছেন। এলাকায় বড় আকারের ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি ব্যতিক্রমী সাংগঠনিক সক্ষমতা ও সমাজসেবী দল হিসেবেও বিখ্যাত এই ক্লাব।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে শরীফ একাদশ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাব নিষ্ঠার সাথে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থাটি তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং সিটিজেন চার্টারসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে কাজ করেছে।

সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) অংশ হিসেবে ২৫টিরও বেশি ওয়ার্ড মিটিংয়ে ক্লাবটি দেড় হাজারেরও বেশি মানুষকে একত্রিত করেছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আলোচনা করেছেন তারা। ক্লাবের সদস্য, এসএপি পরিচালক ও মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার (এমএপি) শারমিন বেগম জানালেন, তাদের এসএপি সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। তাই তারা এর নাম দিয়েছেন ফেইস টু ফেইস (F2F)।

"আমরা এটাকে এফটুএফ বলে ডাকি। ফলে, এটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অনেকেই কৌতুহল থেকে শুধু এফটুএফ এর মানে জানতে এসে অনেক কিছু শিখে বাড়ি ফেরেন," বলছিলেন শারমিন। তার সহযোগীদের কাজ সম্পর্কেও অনেক কিছু জানান তিনি। তারা মানুষকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ব্যবহার করার নিয়ম শেখান।

আরেকজন এমএপি জুয়েল চন্দ্র দাস জানান, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাসহ সরকারের সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উপকরণ প্রচার করার ক্ষেত্রে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদেরকে বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি আরো জানান, বেশিরভাগ মানুষই এলাকায় সরকারি সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাই তিনি সাধারণ মানুষকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানোর কাজ বেছে নিয়েছেন।
"আমার চিন্তা ছিল যে, ছাত্র-ছাত্রীরা এটা সম্পর্কে জানলে তারা অন্যদেরকেও জানাতে পারবে। ছাত্ররা তাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। এভাবে আমরা একটা সচেতন সমাজ পাবো," বলছিলেন তিনি।

কীভাবে এসএপিগুলোর সাথে এতো মানুষ যুক্ত হলো জানতে চাইলে ক্লাব সভাপতি শরীফ বলেন, পিফরডি প্রকল্প এবং এর সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সম্পৃক্ততাই তাদেরকে এতো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি, সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাদের পূর্বাভিজ্ঞতাও তাদেরকে সাহায্য করেছে।

"আমরা অনেক গরিব পরিবারের ছেলেমেয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছি। আবার কেউ খেলাধুলায় ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে তাদেরকে প্রশিক্ষণও দিয়েছি। ফলে, এলাকায় আমাদের বেশ সুনাম আছে। আবার মানুষও আমাদেরকে সাহায্য করে," বলছিলেন শরীফ। তিনি আরো জানান, ক্লাবের নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে ত্রাণ বিতরণ, কৃষিকাজে সহায়তা এবং যুবকদেরকে সংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি।

মানুষকে জবাবদিহির উপকরণ সম্পর্কে জানানো জরুরি বলে মনে করেন শরীফ। কারণ, এই জ্ঞান তাদেরকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি রোধ করতে সাহায্য করবে।

> *"দীর্ঘদিন ধরে আমরা খেলাধুলা আয়োজন করে আসছি। কিন্তু পিফরডি আমাদেরকে ভিন্ন কিছুর জন্য মানুষকে একত্রিত করার সুযোগ দিয়েছে। পিফরডি এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা অনেক দূর যাবে।"* - আজিজুল বারী শরিফ

MAHILA ADHIKAR MISSION

The name of the civil society organisation (CSO) Mahila Adhikar Mission (MAM) literally translates to *“Women's Rights Mission”*. Bangladesh has made significant strides in women’s empowerment in the last few decades and holds the title of the most gender-equal country in South Asia.

Zahida Hafiz, who runs the organisation, believes that the organisation’s mission is incomplete. *“We are far from achieving success. Violence against women and child marriage are still barriers to social advancement. These will stop only when women are socially and financially independent,”* Zahida says with her husband Hafizur Rahman beside her, who is an advisor of the women’s rights organisation.

The beginning of Mahila Adhikar Mission tells the story of a group of women who were willing to change their own fate as both men and women had to struggle with poor income and the uncertainty of the next crop at Noapara village of Netrokona District. It was back in 2009, that Hafizur and Zahida thought about opening a centre where women could have access to training on income generating activities.

“The start was overwhelming. I suggested to a group of women that we should all get training on handicrafts and embroidery. In our first class, there were around 60 women from all over the village,” says Zahida, while explaining how she managed to initiate a programme that increased household income in her community.

Seeing this stunning response, Zahida’s husband advised a membership enrolment system with monthly donations, so the funds could be used to help women from a broader perspective. That marked the beginning of MAM’s journey to promote women’s rights and equal opportunities.

With just a monthly fee of ten takas from around 1,500 women, MAM has expanded beyond Zahida’s village to work in the entirety of Netrokona District. MAM has also started working as a strategic partner with the Platforms for Dialogue (P4D) programme.

“A lot of women recognise MAM as we’ve been engaged with them throughout. This time, we were able to work with everyone from the union while organising the projects for P4D,” says Masuma Akhter, a member of the Upazila Parishad who also leads one of the Social Action Projects (SAP) under P4D to improve information and service provisions at the Union Council Office.

Zayeda Khatun, head of the Union Council and a P4D volunteer, adds that the SAPs were a learning hub for the institution as the volunteers were able to act as the bridge between the people and public offices bringing about an atmosphere of trust and clarity. *“Just the other day, we helped a man file a Grievance Redress System (GRS) complaint over land issues. We have a whole bunch of people who know how to secure their rightful service,”* mentions Zayeda while explaining how P4D activities resulted in a more aware citizenry.

MAM provides extended financial support for pregnant and lactating mothers as well, which in turn, ensures adequate nutritional support for newborns. In addition, the organisation works against child marriage and coordinates with law enforcement agencies to prevent it. To date, the organisation has made it possible for more than 1,500 women to participate in workshops from their own backyards, which has had ripple effects in improving nutrition, education, and savings in the area.

> *“We have helped a lot of women. But this time thanks to P4D, the men were not left out either,”* says CSO leader Zahida Hafiz with a hint of humour.

মহিলা অধিকার মিশন

নাগরিক সংগঠন মহিলা অধিকার মিশনের নামের সরল অনুবাদেই বোঝা যায়, এটি নারী অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট একটি সংগঠন। গত দুই দশকে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। আর বর্তমানে জেন্ডার সমতার দিক থেকে দেশটি দক্ষিণ এশিয়ায় সবার উপরে। তার মানে কি সংগঠনটি সফল?

মিশনের সভাপতি জাহিদা হাফিজ কিন্তু একদমই তা মনে করেন না। *"আমরা এখনো সাফল্য থেকে অনেক দূরে। নারী নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহ এখনো সামাজিক উন্নতির পথে বড় বাধা। নারীরা সামাজিক ও আর্থিকভাবে মুক্তি পেলেই শুধু এসব বন্ধ হবে,"* বলছিলেন জাহিদা। এসময় তার পাশে বসা ছিলেন তার স্বামী ও সংগঠনের উপদেষ্টা হাফিজুর রহমান।

ভাগ্য বদলে সচেষ্ট একদল নারীর হাত ধরে শুরু হয় সংস্থাটির পথচলা। নেত্রকোনার নোয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের উপার্জন ছিল সীমিত। পাশাপাশি, পরবর্তী ফসলের নিশ্চয়তাও ছিল না তাদের। ফলে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হতো। তাই নারীদের বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে হাফিজুর-জাহিদা দম্পতি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবলেন।

এলাকার মানুষের গৃহস্থালী আয় বাড়িয়ে দেয়া সংস্থাটির শুরুর দিকের গল্প বলছিলেন জাহিদা *"শুরুটা দারুণ ছিল। আমি কয়েকজন মহিলাকে বলেছিলাম যে, আমরা বিভিন্ন রকম হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেব। আমাদের প্রথম ক্লাসে পুরো গ্রাম থেকে প্রায় ৬০ জন মহিলা এসেছিলেন!"*

এমন সাড়া দেখে জাহিদার স্বামী মাসিক অনুদানের বিনিময়ে একটি সদস্যপদ চালু করার পরামর্শ দেন, যেন এই অনুদান থেকে নারীদেরকে আরো বড় আকারে সহায়তা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা যায়। নারীদের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা - এই ছিল সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপ।

প্রায় দেড় হাজার নারীর প্রত্যেকের কাছ থেকে মাসে মাত্র ১০ টাকা নিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠনটি বর্তমানে জাহিদার গ্রাম ছাড়িয়ে বৃহত্তর নেত্রকোনা জেলাব্যাপী বিস্তৃত। ২০১৮ সাল থেকে পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে সংস্থাটি।

"অনেক মহিলা এই সংগঠনকে চেনেন। কারণ, তারা কোনো না কোনোভাবে আমাদের সাথে যুক্ত। এবার পিফরডির কারণে আমরা ইউনিয়নের সবার সাথে কাজ করতে পেরেছি," বলছিলেন উপজেলা পরিষদের সদস্য ও মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার (এমএপি) মাসুমা আক্তার। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অপর্যাপ্ত তথ্য ও সেবার বিষয়ে সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) পরিচালক। সংগঠনের আরেকজন এমএপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জায়েদা খাতুন। তিনি বলেন, এসএপিগুলো ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি শিক্ষণীয় অধ্যায় ছিল। তার মতে, স্বেচ্ছাসেবকরা সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের মাঝখানে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন। ফলে, একটি আস্থা ও স্বচ্ছতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পিফরডির কার্যক্রম দ্বারা জনগণকে আরো সচেতন করার বিষয়ে জায়েদা বলেন, *"এই তো সেদিন আমরা মনজুরুল নামের এক লোককে জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ইউপি অফিসের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় আবেদন করতে সাহায্য করেছি। এখানকার সাধারণ মানুষ এখন তাদের প্রাপ্য সেবা বুঝে নিতে জানেন।"*

বর্তমানে সংগঠনটি গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদেরকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, যা নবজাতকদেরকে পর্যাপ্ত পুষ্টি পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। তারা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি, বাল্যবিবাহ রোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করছে।

এখন পর্যন্ত সংস্থাটি দেড় হাজারের বেশি নারীকে ঘরে বসেই উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। এভাবে তারা ঐ এলাকার পুষ্টি, শিক্ষা ও সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে।

হালকা কৌতুকের সুরে জাহিদা হাফিজ বলেন, *"আগে তো আমরা শুধু মহিলাদের জন্যই কাজ করেছি। কিন্তু পিফরডির সাথে কাজ করায় এখন পুরুষরাও আমাদের আওতার মধ্যে চলে এসেছে।"*

NILPHAMAR

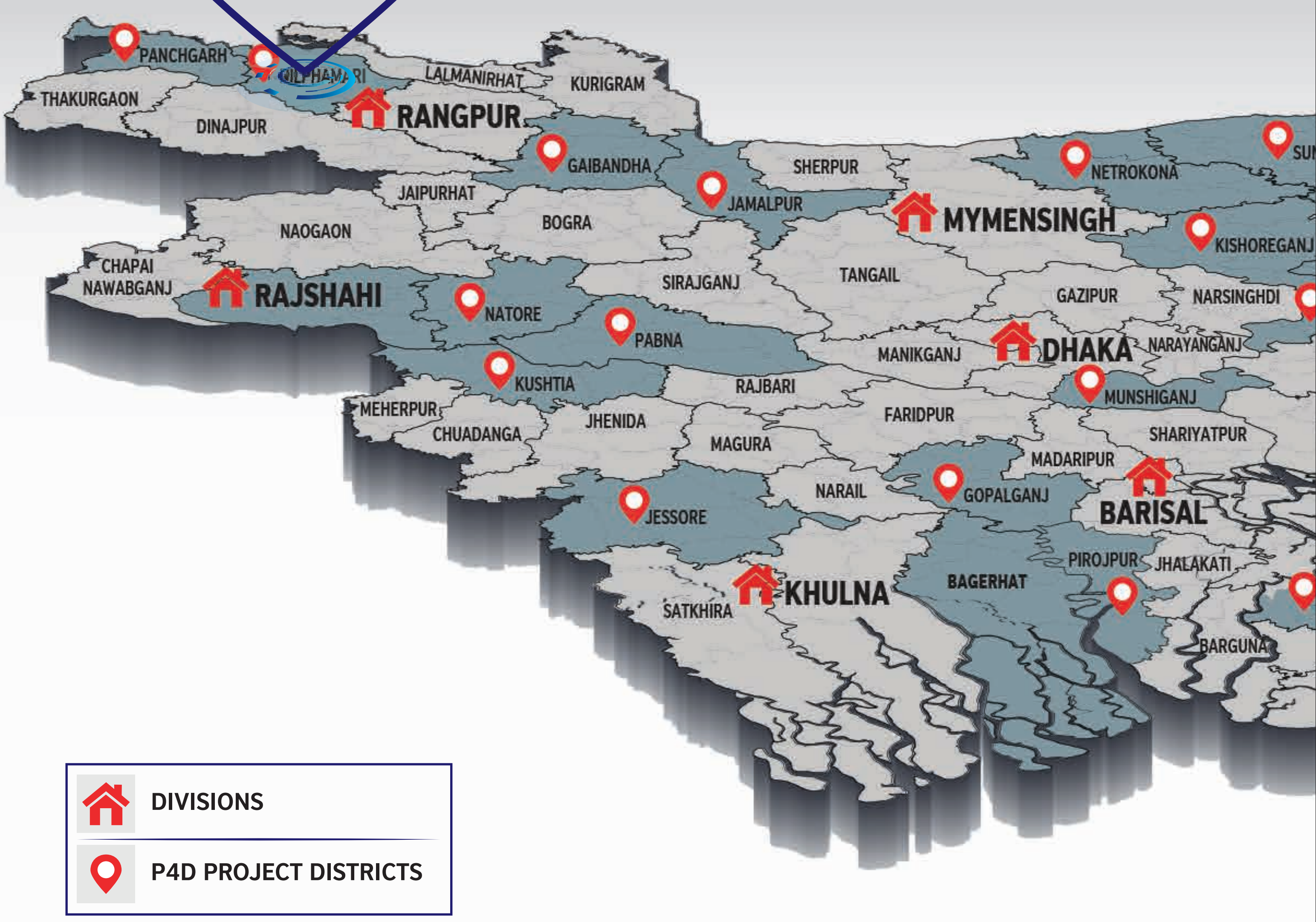
PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
KISHOREGANJ
NAOGAON
BOGRA
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
FARIDPUR
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

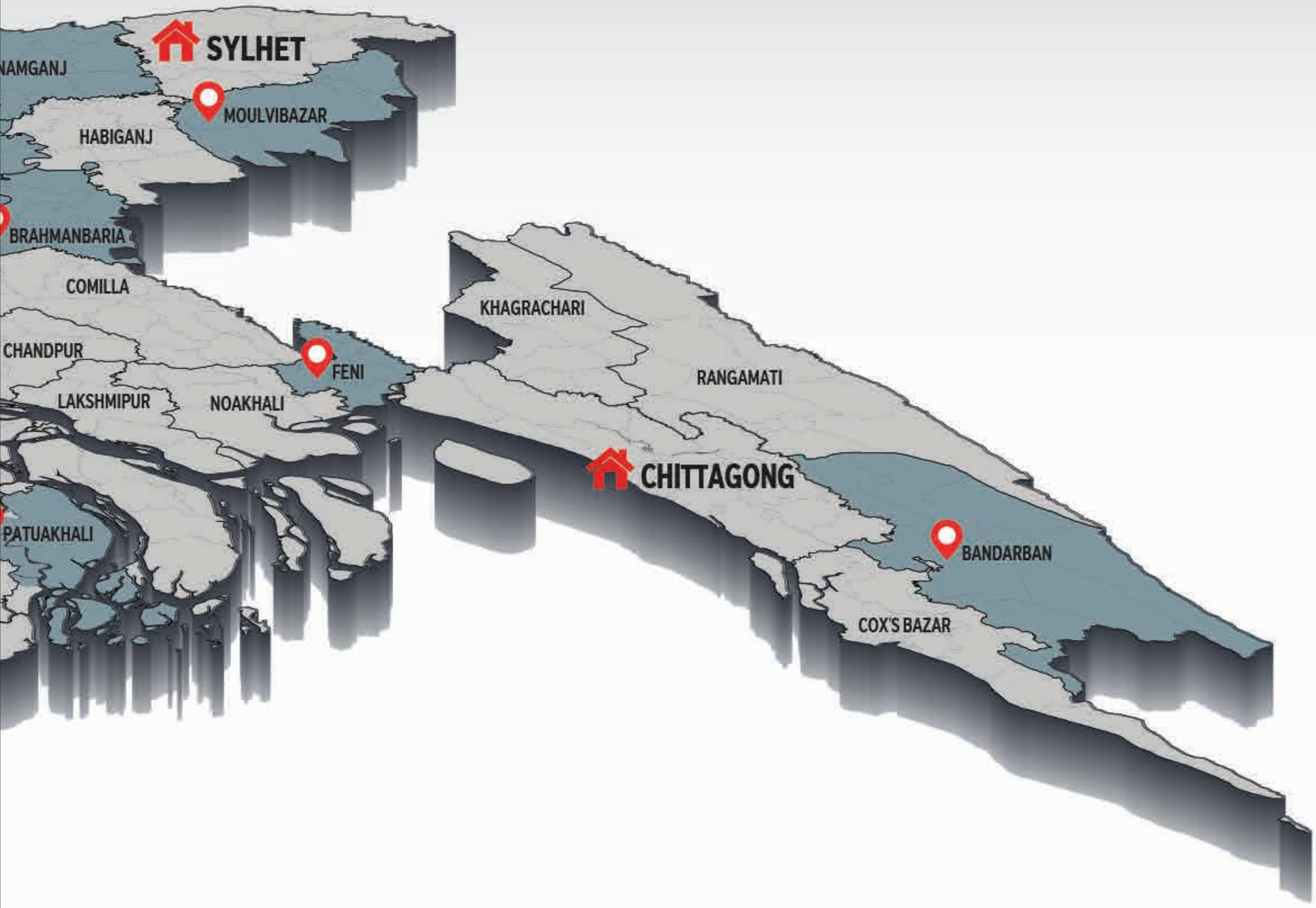

NAMGANJ
SYLHET
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
KHAGRACHARI
CHANDPUR
FENI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

GRAMIN UNNAYON SANGHSTHA

Imdadul Haque, along with six other people, established Gramin Unnayon Sanghstha (Village Development Organisation) in 1999 to improve the livelihoods of local marginalised social groups including the indigenous communities such as the Behara, Badia, Jogi, and Santal.

Imdadul Haque's son, Rabiul Hasan, has now taken the responsibility of running the organisation with guidance of a previous director, Md. Azizul Haque, who was one of the seven founding members.

Bahagili Union of Kishoreganj Upazila in Nilphamari has seen this village organisation work relentlessly to curb antisocial activities like drug abuse and crime. *"Our goal was to eradicate social ills and bring peace and prosperity."*

Talking about their previous endeavours, Azizul Haque says, *"we have worked with organisations like BRAC, Proshika, and several government departments. BRAC partnered up with us to implement its education programme in 2005, and the partnership is still going strong. We have also conducted a 9-month participatory action research on the lifestyle of the Beharas for the Research Institute of Bangladesh. Our findings were compiled in a documentary."*

The organisation's project to empower people with disabilities in Bahagili began in the mid-2000s, and many of the beneficiaries have since become independent.

The organisation happily agreed to work as a partner civil society organisation (CSO) of Platforms for Dialogue (P4D) project. Gramin Unnayan Sanghstha implemented three Social Action Projects (SAPs) under P4D that focused on reducing student dropout, improving public services, and improving the quality of community clinics.

School dropout rates and irregular attendance were a big problem in Bahgili Union. *"When we asked for the list of irregular students, we received a list of 40 names. So, we immediately got to work,"* says SAP leader, Md Azmir Hossain.

Azmir and his team held meetings with schoolteachers, the school management committee (SMC), and guardians to find out the reasons behind the high dropout rate. Then they went about raising awareness among the guardians and the students about the benefits of education. They also tried to make the management committee more functional and the teachers more encouraging and responsible. *"To make everyone aware of what we were doing, we organised a street drama which was attended by more than a thousand people. Now, 35 of the irregular students have become regular. The other five hve left Bahagili. So, we are very happy with our work,"* concludes Azmir.

In the project on public services, Md Raihan and his group of volunteers focused on promoting the government's Grievance Redress System (GRS) and Right to Information (RTI) tools to improve public services at government offices.

"We held meetings with the UP body, the local leaders, and even with the UNO at the Upazila level. Our goal was to raise awareness on GRS and RTI for people of all walks of life and teach them how to use these tools," says Raihan.

"We organised four campaigns at the local schools and showed the process of GRS/RTI applications in detail. We printed banners, festoons, and posters. Now, many people in our community are using these tools to get information or file complaints against unsatisfactory service delivery at government offices."

Md Abdur Rauf who led the project on improving the community clinic said,

> *"after several discussions and meetings, we were finally able to make Uttor Durakuti Community Clinic more functional. Now, it has a proper sanitation system along with clean, drinkable water. Transparency and accountability of the service providers have also made the people happy."*

The organisation held four rallies after the projects were complete as well as four street dramas and two workshops. These activities merged the objectives of all three projects to raise awareness among the community more effectively.

"We have done the best we could. I hope we can work towards making the changes more sustainable," says Director Azizul Haque, whose organisation now has over 20,000 beneficiaries.

গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা

১৯৯৯ সালে ইমদাদুল হক তার ছয়জন বন্ধুকে নিয়ে গড়ে তোলেন গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা নামের একটি সংগঠন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বেহারা, বাদিয়া, জোগী ও সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় এবং স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করা।

বর্তমানে সংগঠনটি পরিচালনার দায়িত্বে আছেন ইমদাদুল হকের ছেলে রবিউল হাসান। আর তার উপদেষ্টা হিসেবে আছেন মো: আজিজুল হক নামে সংগঠনের একজন প্রবীণ পরিচালক। তিনি সংস্থাটির সাতজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের একজন।

নীলফামারী জেলার বাহাগিলি ইউনিয়নের এই সংস্থা মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যক-লাপ প্রতিরোধে অবিরাম কাজ করে চলেছে। *“আমাদের লক্ষ্য ছিল অসামাজিক কর্মকান্ড দূর করে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং এলাকার উন্নতি করা।”*

সংগঠনের পূর্ববর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে আজিজুল হক বলেন, *“আমরা ব্র্যাক ও প্রশিকার মতো সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথেও কাজ করেছি। ২০০৫ সালে ব্র্যাক তাদের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। সেই চুক্তি এখনো বহাল আছে।”*

“রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের জন্য আমরা বেহারা জনগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থার ওপর নয় মাসব্যাপী একটি অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পরিচালনা করেছি। এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা তথ্যগুলো দিয়ে একটি তথ্যচিত্র বানানো হয়েছে,” বলছিলেন তিনি।

২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সংস্থাটি বাহাগিলি ইউনিয়নের শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি প্রকল্প শুরু করে। সেই প্রকল্পের আওতায় অনেকেই এখন স্বাবলম্বী।

পিফরডি প্রকল্পে কাজ করতে সানন্দে রাজি হয়েছে গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে এবং সরকারের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থায় জনসাধারণ ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে কাজ করছে এ প্রকল্প।

পিফরডির আওতায় গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, জনদুর্ভোগ ও কমিউনিটি ক্লিনিক বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

বাহাগিলি ইউনিয়নের একটি বড় সমস্যা ছিল স্কুল থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া। *“আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনিয়মিত ছাত্রদের একটি তালিকা দিতে বলি। তখন তারা আমাদেরকে ৪০ জনের একটি তালিকা দেন। তালিকা পাওয়ার সাথে সাথে আমরা কাজ শুরু করে দেই,”* বলছিলেন এসএপি পরিচালক আজমির হোসেন।

স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণগুলো খুঁজে বের করতে আজমির ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবকদের সাথে বৈঠক করেছেন। এরপর তারা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার উপকারিতা বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করেছেন। এছাড়াও, তারা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো কার্যকর এবং শিক্ষকদেরকে পাঠদানে আরো আগ্রহী ও দায়িত্বসচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। *“আমাদের কাজ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে পথনাট্য আয়োজন করেছি। এক হাজারেরও বেশি মানুষ নাটকটি উপভোগ করেছে।”*

“সেই ৪০ জন অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীর ৩৫ জনই এখন নিয়মিত হয়ে গেছে। বাকি পাঁচজন এলাকা থেকে চলে গেছে। সুতরাং, আমরা আমাদের কাজে সন্তুষ্ট,” বলছিলেন আজমির।

জনদুর্ভোগ বিষয়ক এসএপির পরিচালক মো: রায়হান। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি দূর করতে তিনি তার কর্মীবাহিনীকে নিয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করছেন।

“আমরা ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলাকার গণ্যমান্য মানুষদের সাথে বৈঠক করেছি। এমনকি উপজেলা পর্যায়ে ইউএনওর সাথেও বসেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো এবং তাদেরকে এগুলো ব্যবহারের নিয়ম শেখানো,” বলছিলেন রায়হান।

তিনি আরো বলেন, *“আমরা এলাকার বিভিন্ন স্কুলে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রচারণার আয়োজন করেছি। সেখানে মানুষকে অভিযোগ দাখিলের বিস্তারিত প্রক্রিয়া দেখিয়েছি। এ সংক্রান্ত ব্যানার, ফেস্টুন এবং পোস্টার ছাপিয়েছি। এখন আমাদের এলাকার অনেকেই তথ্য পাওয়ার জন্য কিংবা সরকারি সরকারি সেবায় অসন্তুষ্টি থাকলে অভিযোগ দায়ের করতে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করছেন।”*

কমিউনিটি ক্লিনিক বিষয়ক এসএপির পরিচালক মো: আব্দুর রউফ বলেন,

“বেশ কিছু বৈঠক এবং আলোচনা সভার পর আমরা উত্তর দূরাকুটি কমিউনিটি ক্লিনিকটিকে আরো সক্রিয় করতে পেরেছি। এখন এখানকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে। আর বিশুদ্ধ পানিরও ব্যবস্থা আছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মনোভাব ফিরে আসায় সাধারণ মানুষও এখন সন্তুষ্ট।”

এসএপিগুলো শেষ হওয়ার পর সংস্থাটি চারটি শোভাযাত্রা, চারটি পথনাট্য ও দুটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। এর মাধ্যমে এলাকাবাসীকে এসএপিগুলোর সম্মিলিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানানোর পাশাপাশি তাদের মধ্যে ভালোভাবে এ সংক্রান্ত সচেতনতাও ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়েছে।

ইতোমধ্যেই সংস্থাটি থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সুবিধা ভোগ করেছেন ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ। সংস্থার পরিচালক আজিজুল হক বলেন, *“আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আশা করি, এই পরিবর্তনকে আরো টেকসই করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যেতে পারবো।”*

MAGURA SHADHIN BANGLA JUBO KRIRA CHAKKRO

Magura Shadhin Bangla Jubo Krira Chakkro's name was inspired by the Swadhin Bangla Football Team from Bangladesh's Liberation war of 1971. We wanted to pay our respects to the freedom fighters in this way. *"Even now, at each of our programmes, we invite freedom fighters from our area and try to honour them the best way we can,"* says club Senior Vice President, Md Aynal Haque.

The club was established in 2001 with the goal of uniting local teenagers and young adults through sports. However, the organisation of Magura Union in Nilphamari's Kishoreganj Upazila has come a long way in the past 19 years and has become renowned for its social development work in addition to its sporting events

Md Aynal Haque says, *"our first social development project was organising a blood donation campaign in 2001. After that, we took up several projects to develop our community. Some projects have ended, some are still going on."*

"In 2002, our members helped the authorities distribute relief goods when our community was hit by a tornado. In the following years, we kept on helping those affected through humanitarian activities, including providing poor people with warm clothes during the winter," adds Aynal.

Magura Shadhin Bangla Jubo Krira Chakkro started a campaign in 2009 to stop child marriage. Then in 2016, they started an adult literacy programme under which they were able to teach 3,700 senior citizens how to read and write. The club also runs awareness campaigns discouraging drug abuse and gambling.

Magura Shadhin Bangla Jubo Krira Chakkro was selected as a partner civil society organisation (CSO) for Platforms for Dialogue (P4D) given their impressive track record.

The three Social Action Projects that Magura Shadhin Bangla Jubo Krira Chakkro implemented under P4D were on hotline information, student dropout reduction, and promoting the use of the government's complaint mechanism, GRS.

The project on hotline information was led by Md. Shamim Azad Ripon with the help of 7 other volunteers. Instead of working on all the hotline numbers, they focused on 106, which is for the Anti-Corruption Commission (ACC).

SAP leader Ripon says, *"we organised rallies and awareness campaigns to familiarise people with 106 hotline. We made stickers, which we would paste on the mirrors of women's dressing tables or at the back of their hand mirrors. We made small cards, which would fit in men's wallets. We organised a big awareness campaign at the school in Shingergari which was attended by almost 300 people, and we saved 106 on their mobile phones. Our work paid off almost immediately, although not in the way we wanted. One of the teenagers of our community, Asif Uz Zaman, has a story to share."*

Asif then continues, *"I was pounced upon by three muggers on an auto-rickshaw. It was 8 am, and I could not do anything but give them whatever I had after they beat me up. When they went away, I immediately called 106. They redirected me to 999, and I gave police the registration number of the auto-rickshaw."* This helped the authorities investigate the matter further. Although there was no confirmation about the apprehension of the muggers, law enforcement was quick to act on the case.

Ripon says, *"Asif's incident underlines why we should learn to use the hotline numbers."*

Soma Akter and her volunteers, working on dropouts, were able to bring 14 students back to the classroom. *"Following our work, Magura Khamatpara Government Primary School now has regular students, more sincere teachers, and a functioning school management committee. We went from door to door and held several meetings with all stakeholders to make this happen. We even provided school uniforms to eight poor students with the help of our union chairman. Now, when we see the pre-class assembly being held regularly with so many students, our hearts fill with joy."*

Md. Riazul Islam who led the project on promoting the use of complaint mechanisms says,

> *"after doing the groundwork, we were able to install complaint boxes at the Shingergari Johura Sharif High School, the local health complex, and the Union Council Office. Committees have also been formed to address the complaints."*

"We've tried our best to achieve all the goals of the P4D project. I hope that the fruits of the project will last long after the project phases out," says Aynal Haque.

মাগুরা স্বাধীন বাংলা যুব ক্রীড়া চক্র

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের স্বাধীন বাংলা ফুটবল একাদশের নাম থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মাগুরা স্বাধীন বাংলা যুব ক্রীড়া চক্রের নাম নেয়া হয়েছে। *"এভাবে আমরা আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর চেষ্টা করেছি। আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দাওয়াত করে তাদেরকে যথাসাধ্য সম্মান করি,"* বলছিলেন সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি মো: আয়নাল হক।

খেলাধুলার মাধ্যমে কিশোর ও তরুণদেরকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্থাটি। তবে নীলফামারী জেলার মাগুরা ইউনিয়নের ১৯ বছর বয়সী এ সংগঠন শুধু খেলাধুলাই নয়, বরং সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্যও সুপরিচিত।

"২০০১ সালে একটি রক্তদান কর্মসূচি ছিল আমাদের প্রথম সমাজসেবামূলক প্রকল্প। এরপর আমরা আমাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। সেগুলোর কিছু শেষ হয়েছে, আবার কিছু এখনো চলছে," বলছিলেন আয়নাল হক।

তিনি আরো বলেন, *"২০০২ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সংগঠনের কর্মীরা সরকারি কর্মচারীদেরকে ত্রাণ বিতরণে সাহায্য করেছেন। পরবর্তী বছরগুলোতেও আমরা গরীব মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণসহ বিভিন্ন দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সাহায্য করি।"*

২০০৯ সালে সংস্থাটি বাল্যবিবাহ রোধে একটি অভিযান চালায়। ২০১৬ সালে একটি গণশিক্ষা প্রকল্প হাতে নেয় তারা। এ প্রকল্পের আওতায় ৩,৭০০ জন বয়স্ক মানুষকে লেখাপড়া শেখানো হয়। এছাড়াও, মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে তারা সচেতনতা অভিযান পরিচালনা করছে।

বিভিন্ন প্রকল্পে দারুণ সফল হওয়ায় সংস্থাটি পিফরডি প্রকল্পের আওতাভুক্ত একটি নাগরিক সংগঠন হিসেবেও নির্বাচিত হয়।

পিফরডির আওতায় মাগুরা স্বাধীন বাংলা যুব ক্রীড়া চক্র অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা, হটলাইন ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনা করেছে।
মো: শামীম আজাদ রিপন পরিচালিত হটলাইন বিষয়ক এসএপিতে কাজ করেছেন আরো সাতজন স্বেচ্ছাসেবক। তারা দূর্নীতি দমন কমিশনের হটলাইন নম্বর ১০৬ নিয়ে কাজ করেন।

এসএপি পরিচালক রিপন বলেন, *"মানুষকে হটলাইন নম্বর ১০৬ এর সাথে পরিচিত করতে আমরা শোভাযাত্রা এবং জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন করেছি। স্টিকার ছাপিয়ে সেগুলো মহিলাদের ড্রেসিং টেবিল অথবা তাদের হাতের আয়নার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া, পুরুষদের মানিব্যাগে রাখার মতো ছোট ছোট কার্ডও বানিয়েছি।"*

"শিঙ্গেরগাড়ি স্কুলে আমরা বড় একটি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করেছি। সেখানে প্রায় ৩০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাদের সবার মোবাইলে হটলাইন নম্বর ১০৬ সেভ করে দিয়েছি। আমরা যেভাবে চেয়েছি সেভাবে না হলেও প্রায় সাথে সাথেই আমরা এই কাজের সুফল পেয়েছি। আসিফ উজ জামান নামে আমাদের এলাকার এক ছেলের সাথে একটি ঘটনা ঘটেছে।"

এবার আসিফ বলেন, *"একদিন অটোরিক্সায় করে যাওয়ার সময় তিনজন ছিনতাইকারী আমার ওপর হামলা করে। তখন প্রায় সকাল ৮টা বাজে। তারা আমাকে মারধোর করলে আমি তাদেরকে সবকিছু দিয়ে দিতে বাধ্য হই। একপর্যায়ে, তারা আমাকে ফেলে রেখে যায়। আমি দ্রুত হটলাইন নম্বর ১০৬ এ কল করলে তারা আমাকে হটলাইন নম্বর ৯৯৯ এর সাথে যুক্ত করে দেয়। তখন আমি পুলিশকে ঐ অটোরিক্সার রেজিস্ট্রেশন নম্বর বলে দিই।"*

এ ঘটনায় হটলাইন নম্বর ১০৬ পুলিশকে বিস্তারিত তদন্ত করতে সহায়তা করেছে। অপরাধীদের ধরা পড়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা না পাওয়া গেলেও হটলাইন নম্বরের কল্যাণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দ্রুত কাজে নেমে পড়েছে।

"আসিফের ঘটনায় বোঝা যায় কেন আমাদের হটলাইন নম্বর ব্যবহার করা উচিত," বলছিলেন রিপন।

সোমা আক্তার ও তার স্বেচ্ছাসেবী দল ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক এসএপিতে কাজ করেছেন। তারা ১৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে এনেছেন। *"আমাদের কাজের কারণে এখন খামারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী, যত্নবান শিক্ষক এবং একটি সক্রিয় স্কুল কমিটি আছে।"*

"এ কাজের জন্য আমরা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গেছি, সংশ্লিষ্ট সবার সাথে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহায়তায় আমরা আটজন গরিব ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল ড্রেসও দিয়েছি। এখন প্রতিদিন ক্লাসের আগে অ্যাসেম্বলিতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী দেখে আনন্দে আমাদের মন ভরে যায়।"

অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা সংক্রান্ত এসএপির পরিচালক মো: রিয়াজুল ইসলাম। তিনি বলেন,

> *"মাঠপর্যায়ে কাজ করার পর আমরা শিঙ্গেরগাড়ি জহুরা শরীফ উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে পেরেছি। অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখার জন্য কমিটিও গঠন করা হয়েছে।"*

আয়নাল হক বলেন, *"পিফরডি প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আশা করি, এসএপিগুলো শেষ হলেও এগুলোর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হবে।"*

SHROMO KALYAN JUBO PATHAGAR

Shromokalyan Jubo Pathagar was established by Md. Regan Mia and his cousins in 2010 when they were school children. The current joint secretary, Md Jamiar Rahman Lion, who was a fifth-grader then, says, *"we established the library because we felt the urge to do something for society. However, we did not have any money to buy books and build bookshelves. So, we worked as labourers on our parents' paddy fields and earned the money to buy books. Our elder cousin Mukta gave us the bamboo we needed to build bookshelves. We then set up our small library in Regan's room. That is how we began."*

In 2012, Shromokalyan Jubo Pathagar was featured on BTV because of their innovative idea of building portable taps for washing hands. *"We simply installed plastic taps on pitchers of water and provided the village dwellers with soap. Sanitation in our union improved rapidly due to this project along with our awareness campaign."*

The organisation says, 2015 was a year of great achievement as they successfully rooted out prostitution, drug peddling, and gambling in the area. UNO Siddikur Rahman was so impressed with their work and dedication that he delegated certain responsibilities to Shromokalyan Jubo Pathagar like arbitration. The UNO would refer petty cases for arbitration to the civil society organisation.

These successes helped them catch media attention. They have been featured on Channel 1, Channel 9, Jamuna TV, and RTV. Then in 2017, Shromokalyan Jubo Pathagar was ranked 39th among 50 organisations that received the Joy Bangla Youth Award from the Centre for Research and Information (CRI).

These accomplishments naturally caught the attention of the P4D project as well, and Shromokalyan Jubo Pathagar was asked to work as a partner CSO for the project despite not having a government registration.

"An official of the P4D project took the initiative to get us registered with the Department of Social Services as it was a pre-requisite," says Lion.

The Social Action Projects (SAPs) that Shromokalyan Jubo Pathagar implemented under the P4D project include better service delivery at community clinics, promoting the government's Grievance Redress System (GRS) at public offices, and reducing student dropout rates.

Md. Emam Hossain led the project to improve community clinic service where they mainly raised awareness among local people, especially youth, about the services and functions of the community clinic.

"The community clinic here was relatively functional. We just had to sit with the community group to streamline everything. We mainly worked on raising awareness, because the health and hygiene situation of Garagram Union wasn't very good."

"We told young girls about the importance of maintaining healthy practices during their period, and we also told them about the availability of sanitary napkins at the community clinic. The people were also made aware of the services and medicine that are available at the community clinic."

Regan Mia led the project on promoting the Grievance Redress System.

> *"The people did not know how and where to submit complaints. So, we held meetings and discussions with the locals and other stakeholders about GRS. We also installed a complaint box at the Union Council."*

Md. Golam Mostofa and his team worked on preventing dropouts and counselled 25 students who had dropped out from Khamargram Government Primary School. *"We held discussions to find out the causes behind students dropping out of school and then resolved the issues with the help of guardians, teachers, SMC, and local leaders. We gave the students notepads and pens, and we even provided uniforms to 5 students with the help of the union chairman."*

Lion and his cousins are examples of the potential of self-motivated youth. As a continuation of their work, they established Shromokalyan Digital School in 2019. They hope to continue expanding to develop the socio-economic improvement of Gararam.

শ্রমকল্যাণ যুব পাঠাগার

২০১০ সালে মো: রিগ্যান মিয়া ও তার চাচাতো ভাইয়েরা মিলে গড়ে তোলেন শ্রমকল্যাণ যুব পাঠাগার নামের এই সংগঠন। তখনো তারা সবাই স্কুলছাত্র। বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক মো: জামিয়ার রহমান লায়ন তখন সবে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, *"সমাজের জন্য কিছু একটা করার তাগিদ থেকেই আমরা এই পাঠাগার গড়ে তুলেছি।"*

"কিন্তু আমাদের বই কেনার বা বুকশেলফ বানানোর টাকা ছিল না। তাই আমরা আমাদের বাবার ধানক্ষেতে কাজ করে বই কেনার টাকা উপার্জন করেছি। আমাদের বড় চাচাতো ভাই মুক্তা বইয়ের তাক বানানোর জন্য বাঁশ দিয়েছেন। এরপর আমরা রিগ্যানের ঘরে একটি ছোট পাঠাগার গড়ে তুলেছি। এই হলো আমাদের শুরুর গল্প।"

২০১২ সালে হাত ধোয়ার জন্য বহনযোগ্য পানির ট্যাপ উদ্ভাবনের জন্য পাঠাগারটিকে নিয়ে বিটিভিতে একটি প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। *"আমরা বিভিন্ন পাত্রে একটি করে প্লাস্টিক ট্যাপ লাগিয়ে দিয়েছি আর গ্রামের মানুষকে সাবান দিয়েছি। পাশাপাশি, সচেতনতা অভিযান চালানোর কারণে গ্রামের পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা দ্রুত উন্নত হয়ে যায়।"*

২০১৫ সাল ছিল সংস্থাটির জন্য দারুণ সফল একটি বছর। সে বছর তারা এলাকা থেকে পতিতাবৃত্ত, মাদক ব্যবসা ও জুয়া উচ্ছেদ করে। তাদের কাজে মুগ্ধ হয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান তাদেরকে ছোটখাটো বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব দেন।

এমন সাফল্যের ফলে সংস্থাটি ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। চ্যানেল আই, চ্যানেল নাইন, যমুনা টিভি ও আরটিভির মতো বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো তাদেরকে নিয়ে প্রতিবেদন প্রচার করে। ২০১৭ সালে সংস্থাটি দেশসেরা ৫০টি নাগরিক সংগঠনের মধ্যে ৩৯তম হয়ে সেন্টার ফর রিসার্চ ইনফরমেশনের জয়বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড জিতে নেয়।

স্বাভাবিকভাবেই পিফরডির চোখেও পড়ে সংস্থাটির এসব সাফল্য। পাঠাগারটি সরকারিভাবে নিবন্ধিত না হওয়া সত্ত্বেও পিফরডি তাদেরকে অংশীদারি হয়ে প্রকল্পে কাজ করার আহ্বান জানায়।

"পূর্বশর্ত হিসেবে পিফরডির একজন কর্মকর্তা আমাদেরকে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে নিবন্ধিত করার উদ্যোগ নেন," বলছিলেন লায়ন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে পিফরডি। সুশাসন নিশ্চিত করতে এবং সরকারের জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থায় জনসাধারণ ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে কাজ করছে এ প্রকল্প।

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এসএপিটি পরিচালনা করেছেন মো: ইমাম হোসেন। তিনি ও তার সহযোগীরা মূলত স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ও সক্রিয়তার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করেছেন।

"এখানকার কমিউনিটি ক্লিনিকটি মোটামুটি সক্রিয়ই ছিল। আমরা শুধু এলাকার মানুষের সাথে বসে সবকিছু আরেকটু গতিশীল করার চেষ্টা করেছি। তবে আমরা সচেতনতা তৈরি করেছি। কারণ, গারাগ্রাম ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না।"

"আমরা কিশোরী মেয়েদেরকে ঋতুস্রাবের সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছি। আমরা তাদেরকে জানিয়েছি যে, কমিউনিটি ক্লিনিকে স্যানিটারি ন্যাপকিন পাওয়া যায়। কমিউনিটি ক্লিনিকে যেসব সেবা ও ওষুধ পাওয়া যায়, সে ব্যাপারেও লোকজনকে জানানো হয়েছে।"

অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা বিষয়ক এসএপির পরিচালক রিগ্যান মিয়া। তিনি বলেন,

"এলাকার মানুষ জানতো না কোথায় কীভাবে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। তাই আমরা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও সংশিষ্ট সবার সাথে আলোচনা করেছি। অবশেষে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি অভিযোগ বাক্সও স্থাপন করেছি।"

মো: গোলাম মোস্তফা ও তার কর্মীরা স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে কাজ করেছেন। তারা খামারগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে কথা বলেছেন।

"ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা ছেড়ে দেয়ার কারণ খুঁজে বের করতে আমরা বৈঠক আয়োজন করেছি। এরপর শিক্ষক, অভিভাবক, স্কুল কমিটি ও এলাকার গণ্যমান্য মানুষদের সাহায্যে সমস্যাগুলো সমাধান করেছি। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নোটপ্যাড ও কলম দিয়েছি। ইউনিয়ন পরিষদেও চেয়ারম্যানের সহায়তায় আমরা পাঁচজন শিক্ষার্থীকে স্কুল ড্রেসও দিয়েছি," বলছিলেন গোলাম মোস্তফা।

লায়ন ও তার চাচাতো ভাইয়েরা স্ব-প্রনোদিত যুব সমাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাজের অংশ হিসেবে ২০১৯ সালে তারা গড়ে তুলেছেন শ্রমকল্যাণ ডিজিটাল স্কুল। তাদের আশা, গারাগ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে তাদের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হবে।

আসুন মাদককে না বলি
PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
NAOGAON
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
MAGURA
FARIDPUR
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
BAGERHAT
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

ABNA

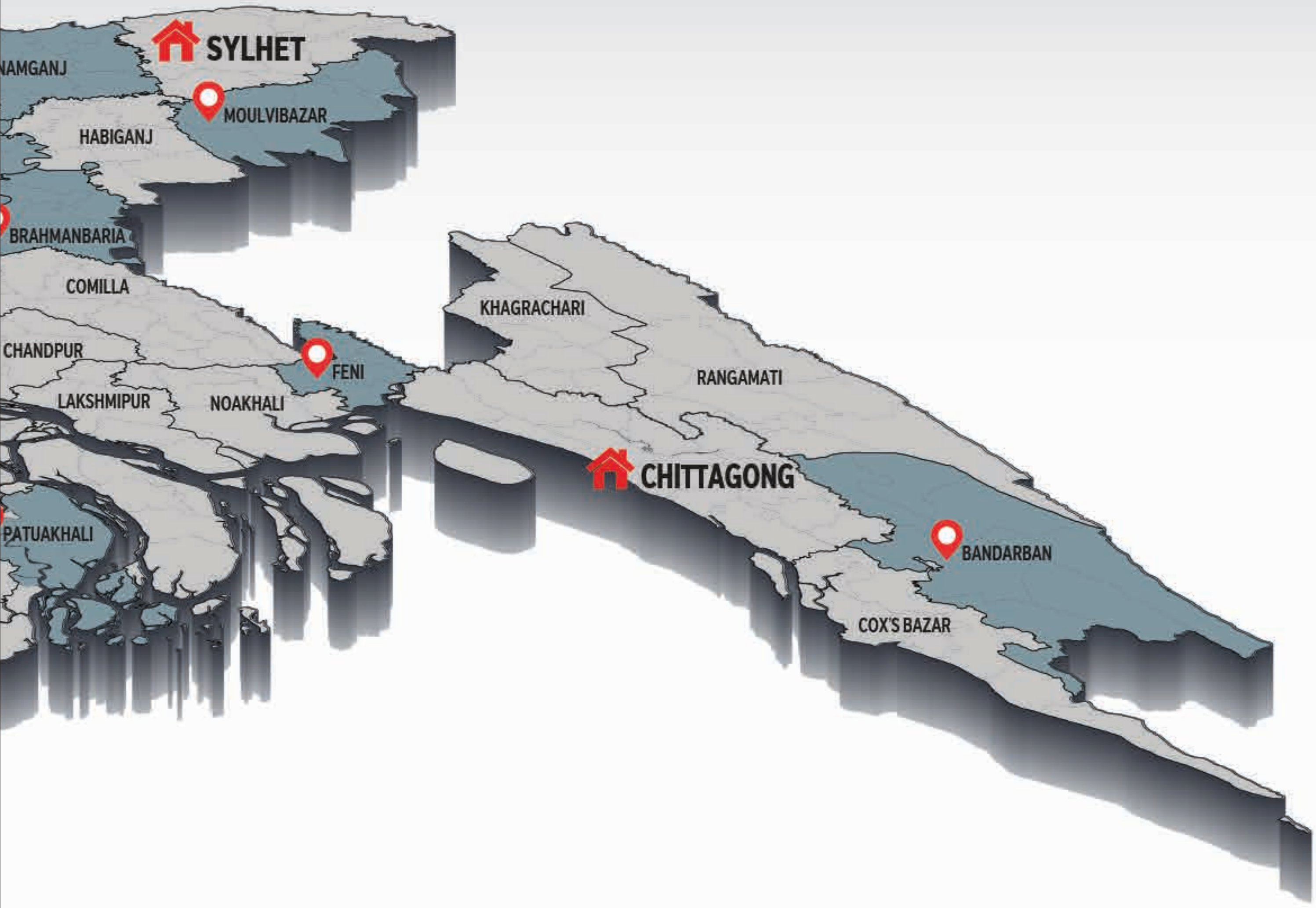

SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
KHAGRACHARI
CHANDPUR
FENI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

PROKASH MANABIK UNNAYAN SANGSTHA

As the effects of climate change worsen throughout Bangladesh, Md Golam Mostafa, founder of Prokash Manabik Unnayan Sangstha (PMUS), is working to buffer the impacts on his community. Established in 2000, PMUS is focusing its efforts on improving the welfare of the people of Varara Union, Pabna Sadar Upazila through climate change mitigation and social welfare programming.

> *"Our Upazila is a flood-prone area, and the people suffer a lot because of this. I wanted to do something to help them improve their standard of living,"* said Golam Mostafa.

A college teacher by profession, Golam Mostafa began to help the people of Varara become independent through micro-credit programmes, savings initiatives, cattle farming, sewing, agricultural trainings, and erosion mitigation. *"We are a small organisation however, we're always determined to do our best in order to help our people,"* said Golam Mostafa.

Some initiatives that PMUS run in the community include tree plantation projects to protect the land from erosion during floods, the distribution of deep tube-wells for safe drinking water, and teaching community members about taking sanitation precautions for improved hygiene and health.

Nearly a decade after it was founded, PMUS was selected as one of the civil society organisations (CSOs) to partner with Platforms for Dialogue (P4D). In coordination with P4D, PMUS runs three Social Action Projects (SAPs)– promoting the Right to Information, providing agricultural trainings, and raising awareness against sexual harassment.

The Right to Information SAP also incorporates the Grievance Redress System (GRS), so people learn that not only can they petition the government for public information, but they can also file a formal complaint if they are denied a public service at any government office.

PMUS holds meetings on the Right to Information at schools or colleges, and they integrate quiz competitions, workshops, and dynamic meetings to make the awareness campaign more interactive and successful. People are taught about RTI and GRS at large gatherings because, *"people of all walks of life, literate or illiterate, go to public offices to receive services. They all need to know about this,"* said Golam Mostafa.

Under the Right to Information project, people are also taught about the Citizen's Charter, another social accountability tool P4D is working to promote.

"Now, the people of our locality know what the Citizen's Charter is, and they actually follow the charter whenever they go to the Union Parishad Office," said Golam Mostafa. Learning about these social accountability tools has helped many citizens in this region learn how to access public services and ensure accountable service delivery.

The second SAP that PMUS is focusing on facilitates meetings between government officers and farmers on agricultural issues. Golam Mostafa stated that, *"many of the farmers did not know how they could reach the officers to get necessary information, advocacy, or any other type of help before our campaign. We are trying to lift these barriers between the government officers and the farmers."*

At the meetings, the farmers are warned against using too much pesticide. They are also taught about the benefits of more sustainable compost fertilizers and the use of new technology. *"We hold small yard meetings with around 40 farmers at a time. This way, more attention can be given to the specific needs of the farmers in attendance."*

Lastly, PMUS is working to combat sexual harassment at schools, colleges, and madrasahs. Students, teachers, and guardians have joined these meetings where participants, especially girls and their parents, are taught how to seek help in case they are sexually harassed. *"We tell them about the 999 and 333 hotlines and how to use these services. The response has been huge, and everybody wants a solution."*

Golam Mostafa thinks this collaboration with the project will help them grow and positively impact more community members as they plan to continue this work long after the project comes to a close.

প্রকাশ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা

২০০০ সালে পাবনা সদর উপজেলার ভারারা ইউনিয়নে প্রকাশ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা নামের সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন মো: গোলাম মোস্তফা। ভারারার বাসিন্দাদের কল্যাণ করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেন তিনি। মোস্তফা বলেন,

"আমাদের এলাকা বন্যাপ্রবণ হওয়ায় এখানকার মানুষকে প্রায়ই নানা সমস্যায় ভুগতে হয়। তাই আমার মনে হলো, এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নত করার জন্য কিছু একটা করা দরকার।"

পেশায় গোলাম মোস্তফা একজন কলেজ শিক্ষক। ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয়, গবাদি পশুপালন, সেলাই, কৃষিকাজ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি এলাকার মানুষকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেন।

বন্যার সময় ভূমিক্ষয় রোধ করতে প্রকাশ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা এলাকায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচিও গ্রহণ করে। তাছাড়া, স্বাস্থ্যসচেতনতা তৈরিতেও কাজ করে তারা। বিশুদ্ধ খাবার পানি নিশ্চিত করতে এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করে। এ কাজে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে মুসলিম এইড ইউকে, বাংলাদেশ।

মোস্তফা বলেন, *"আমরা ছোট একটি সংগঠন। তবে এই স্বল্প পরিসর ও সামর্থ্যের মধ্যেই আমরা মানুষের জন্য ভালো কাজ করার চেষ্টা করি।"*

২০১৭ সালে সংস্থাটি পিফরডি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়। পিফরডির সাথে সংস্থাটি তথ্য অধিকার, কৃষিকাজ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করে।

তথ্য অধিকার এসএপির মধ্যে রয়েছে সরকারের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঠিকমতো সেবা না পেলে জনগণের অভিযোগ জানানোর সুযোগ রয়েছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে সাহায্য করে।

"স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে তথ্য অধিকারের বৈঠকগুলোর আয়োজন করা হয়," জানালেন মোস্তফা। কুইজ প্রতিযোগিতা, কর্মশালা ও বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে সংস্থাটি তাদের এসএপিকে আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক ও সফল করার চেষ্টা করে।

তিনি বলেন, *"মানুষকে জনসম্মুখে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা হয় যেন ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিতসহ সকল শ্রেনী-পেশার মানুষ সচেতন হতে পারে। তাদের সবারই সরকারি অফিসে সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।"*

তথ্য অধিকার এসএপির আওতায় মানুষকে সিটিজেন চার্টার বিষয়েও সচেতন করা হয়। *"এলাকার মানুষ এখন সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে জানেন। ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে গেলে তারা সেই চার্টার অনুসরণও করেন।"*

কৃষি বিষয়ক এসএপির আওতায় সংগঠনটি কৃষক ও সরকারি কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করে। *"অনেক কৃষকই সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে তাদের কাছ থেকে তথ্য কিংবা সাহায্য পাওয়ার উপায় জানতেন না। তাই আমরা তাদের মাঝে যোগাযোগের সহজ পথ তৈরি করে দিয়েছি,"* বলছিলেন গোলাম মোস্তফা।

বৈঠকে কৃষকদেরকে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করার ক্ষতিকর দিক নিয়ে সতর্ক করা হয় এবং জৈবসারের উপকারিতা ও বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো হয়। *"আমরা প্রতিবারে ৪০ জন করে কৃষক নিয়ে ছোট ছোট উঠান বৈঠকের আয়োজন করি। এভাবে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোতে গুরুত্ব দেয়া সহজ হয়।"*

স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় যৌন হয়রানি রোধে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকগুলোতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ অংশ নেন। *"যৌন হয়রানি বিষয়ক বৈঠকগুলোতে আমরা দারুণ সাড়া পেয়েছি। বর্তমানে এটা খুবই গুরুতর একটা সমস্যা। সবাই এ সমস্যার দ্রুত সমাধান চান,"* বলছিলেন গোলাম মোস্তফা। বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদেরকে, বিশেষ করে ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদেরকে এই বিষয়ে সহায়তা পাওয়ার উপায় শেখানো হয়।

"তাদেরকে ৩৩৩ ও ৯৯৯ নম্বরে ফোন দিয়ে সাহায্য নেয়ার উপায় শেখানো হয়।"

ছোট একটি সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও এ সংস্থার সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের মানুষের জীবন সুন্দর ও সহজ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। পিফরডি প্রকল্পের ব্যাপারে মোস্তফা বলেন, *"পিফরডির সাথে যৌথভাবে কাজ করার ফলে আমরা কাজ করার নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি কাজের পরিধি বাড়ানোর।"*

এখন পর্যন্ত সংস্থাটি তিন হাজারেরও বেশি মানুষকে সহায়তা করেছে এবং এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। *"আমাদের সাতজন নির্বাহী সদস্য, ২১ জন সাধারণ সদস্য ও পাঁচজন কর্মী আছেন। তারা এলাকাবাসীর কল্যাণে দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন।"*

গোলাম মোস্তফা ও তার সহকর্মীরা মনে করেন এই প্রকল্প চালু রাখা উচিত।

"আমি অনুরোধ করব যেন দেশের প্রতিটি উপজেলায় অথবা অন্তত প্রতিটি জেলায় এ প্রকল্প চালু করা হয়। তাও সম্ভব না হলে অনুরোধ করব যেন বর্তমান প্রকল্পগুলো দ্রুত শেষ করা না হয়।"

পরিশেষে, তার সংগঠনের সাথে কাজ করার জন্য পিফরডি প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানান গোলাম মোস্তফা। আগামী দিনগুলোতেও ভালো কাজ চালিয়ে যাবেন বলে অঙ্গীকার করেন তিনি।

ODHEKAR SAMAJ KALYAN SANGSTHA

"They all have concrete homes now," Monsur Ahmed says, with a sense of pride and a content smile as he presents a list of beneficiaries from Odhekar Samaj Kalyan Sangstha, his small NGO. Since 1995, this organisation has served thousands in Pabna District, especially those who struggle with river erosion due to the shifting tides of the mighty Padma River. What started as a programme for sustainable sanitary practices in his community has ended up providing homes for 300 families.

From his own experience at BRAC and TMSS, two large NGOs working throughout Bangladesh, Monsur realised that large organisations do not reach the grassroots level as their approach focuses on central locations at the subdistricts. Monsur wanted to make sure smaller villages also received the support they needed and wanted to remodel the widely spread use of microfinance initiatives.

> *"Loans are often misused, and microfinance rarely makes a difference,"*

Monsur said, explaining why he thinks the microfinance programmes usually don't succeed. He added that a home loan under a microfinance scheme is often used for everything but for building a shelter, as borrowers use that money for other necessities. Back in 2005, when Monsur took over the management of Odhekar Samaj Kalyan Sangstha, he experimented with something unique. Instead of providing home loans in cash, he made contracts to provide the raw materials like tin sheet, bricks, and cement at an affordable rate of just Tk 50 every week.

Besides building materials, Monsur diversified by offering household furniture to borrowers. A decade later, more than 300 families in Dublia Upazila, about 1500 people, have transformed their thatched huts on the riverbanks into furnished semi-concrete homes that include fridges, cabinets, sofas, and more. Monsur's efforts have made a visible difference in the community, and villagers are happy with their progress.

With years of social service including voluntary tree plantations and health programmes in his community, he was invited to work with the Platforms for Dialogue programme.

With his reputation, Monsur was well accepted by the community when he reached out to implement the goals of the P4D Social Action Projects (SAP), using the platform to focus on better service delivery at the local community clinics and improving family planning awareness.

Monsur organised robust campaigns around the community and at public gatherings about government services and where to go when citizens do not receive them. These community meetings informed locals of their rights and the obligations of local service providers. *"We also understand the limitations of service providers at the community clinic or the local Union Council Office,"* says Makbul Hossain, a middle-aged farmer and father of three. Makbul says he now realises that asking for a whole month's medicine in advance at the community clinic was unreasonable as it would deplete stocks for other residents. *"But now I also know that they have free medicine for other ailments. We didn't get this information from the clinics before."*

By improving community awareness of public services, locals can hold public administrations accountable and ensure that all citizens are cared for. This helps the community develop from a grassroots level, as they learn to take charge of their own health and wellbeing.

অধিকার সমাজ কল্যাণ সংস্থা

১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত 'অধিকার সমাজ কল্যাণ সংস্থা' থেকে পাবনা জেলার হাজার খানেক মানুষ সহায়তা পেয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত মানুষদের তালিকা হাতে নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে মনসুর আহমেদ বলছিলেন, *"এদের সবার এখন পাকা বাড়ি আছে।"* বিশেষ করে তিনি পদ্মার পাড়ে বাস করা নদীভাঙ্গনে বাড়িঘর হারিয়ে নিঃস্ব হওয়া মানুষদের গল্প শোনান।

স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারে সচেতনতা তৈরির মধ্য দিয়ে শুরু করে এই সংগঠন। এক পর্যায়ে সংস্থাটি ৩০০ জন মানুষের জন্য বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করে। ব্র্যাক ও ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) এর মতো এনজিওতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে মনসুরের।

এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পারেন যে, বড় বড় সংস্থার বিভিন্ন সেবা প্রান্তিক মানুষের কাছে সাধারণত পৌঁছায় না। বরং ওসব সংস্থার কার্যক্রম শুধু জেলা-উপজেলা পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। ফলে, গ্রাম-গঞ্জের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ খুবই সামান্য সহায়তা লাভ করে। এই অবস্থার পরিবর্তন করে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে চান মনসুর।

তিনি মনে করেন, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পগুলোর অধিকাংশই সফল হয় না। গৃহঋণের অর্থ গৃহ নির্মাণের কাজ ব্যতিত অন্যান্য কাজে ব্যয় হয়ে যায় বলে তার দাবি। তিনি বলেন,

> *"ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে তেমন পরিবর্তন দেখা যায় না। কেননা ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়না।"*

২০০৫ সালে মনসুর এই সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ঋণ হিসেবে সরাসরি টাকা না দিয়ে তিনি প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকার বিনিময়ে বাড়ি নির্মান সামগ্রী যেমন ইট, টিন ও সিমেন্ট দেয়া শুরু করেন।

নির্মান সামগ্রীর পাশাপাশি ঋণ হিসেবে তিনি আসবাবপত্রও দেয়া শুরু করেন। এক দশকের মধ্যে দুবলা উপজেলার ৩০০ পরিবারের প্রায় দেড় হাজার মানুষ নদীর তীরে কুঁড়েঘরকে আসবাবপত্র সমৃদ্ধ আধা পাকা বাড়িতে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে। মনসুরের প্রচেষ্টায় আমূল পরিবর্তন ঘটে ওই অঞ্চলের মানুষের।

বহুবছর ধরে নিজ অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য খ্যাতি পাওয়া মনসুরের সংগঠনটি পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। মনসুর তার সুনামের কারণে সফলভাবে নিজ এলাকায় সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই সংস্থা বিভিন্ন সরকারি সেবার খুঁটিনাটি কোথায় কোন সেবা পাওয়া যাবে এবং না পাওয়া গেলে কী করতে হবে, এসব বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। ফলে মানুষ এখন তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে।

তিন সন্তানের জনক মধ্যবয়সী কৃষক মকবুল হাসান। তিনি বলেন, *"আমরা এখন স্থানীয় সেবা সংস্থাগুলোর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন।"* তিনি বুঝতে পারেন যে, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে একেবারে এক মাসের ওষুধ নিলে স্থানীয় ওষুধ ভান্ডারে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। *"তবে এখন আমি জানি যে এখানে বিনামূল্যে বিভিন্ন রোগের ওষুধ পাওয়া যায়। এই তথ্য আগে ক্লিনিক থেকে পাওয়া যেতনা।"*

VORER ALO SONCHOY O RINDAN SOMOBAY SAMITY LTD

The cooperative foundation Vorer Alo Sonchoy O Rindan Somobay Samity primarily works with microfinance and savings programmes that provide financial support to its 700 members, most of whom are dependent on agriculture and small cottage industries on the banks of the Padma River.

Dating back to 2000 when the founder, Ibrahim Ali Mridha, started free eye clinics for the poor, the organisation has decades of experience providing relief work and humanitarian support. Villagers had little knowledge about the importance of nutrition and sight. Ibrahim's campaign marked the beginning of many successful endeavours.

Registered as a cooperative, the organisation started by financing small farming projects and women entrepreneurs. *"Now, we have 700 enlisted members who deposit a monthly fee and in return can benefit from microfinance programmes. We are now a community working together for our own betterment,"* said Zahidul Islam, the current head of the cooperative. One of the beneficiaries, now an established poultry farmer, said, *"all I needed was some money to get started with my poultry farm, but I did not have the documents or collateral to apply for a loan at the bank. Vorer Alo came forward and provided me with the funds."*

These initiatives changed the face of the community, and people began to understand the benefits of cooperatives. They continue their humanitarian operations, hold regular health camps, and donate warm clothes during the winter. School children in the area are provided with stipends regularly, as well.

Vorer Alo has also been working with Platforms for Dialogue (P4D) on several Social Action Projects (SAPs). These focus on improving education, reducing drug use, and educating the community on nutrition and wellness.

Vorer Alo has conducted meetings with local school committees and guardians to ensure quality education at the grassroots level. The organisation has also collaborated with local law enforcement, hospitals, and civil servants to curb drug addiction through inclusive awareness programmes in schools and colleges. In addition, the organisation has focused on food adulteration and campaigns against the use of formalin in food.

An eighth-grade student, Rahmat Ali, said the drug awareness campaign has opened his eyes. *"I used to look the other way. As long as I was not involved, I did not consider this my problem. But since the yard meetings, I have come to realise that we must put up a united front against drug abuse."*

Zahidul Islam says he never thought his small organisation could work with such issues.

> *"With P4D's support, we have learned to take up more serious issues and conduct awareness-raising campaigns. I think these will have long term benefits for the entire community."*

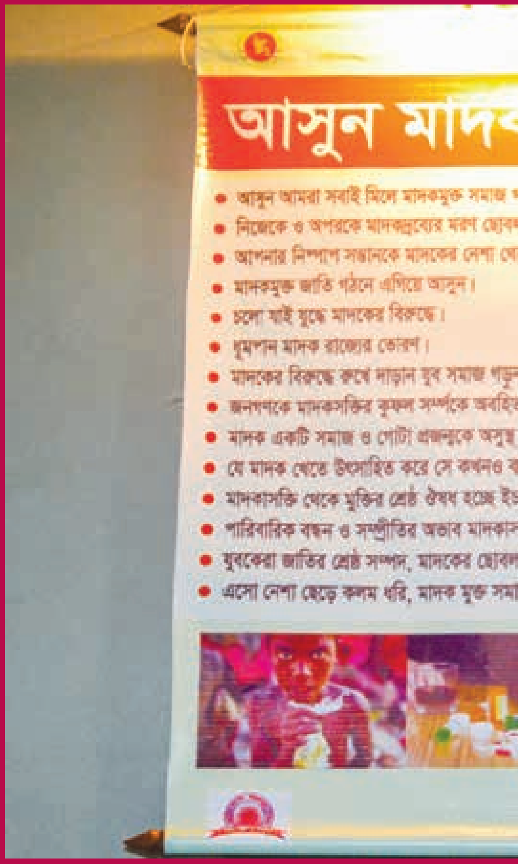

ভোরের আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড

ভোরের আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড মূলত ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় নিয়ে কাজ করে। এই সমিতি থেকে আর্থিক সহায়তা নেয়া প্রায় ৭০০ সদস্যের অধিকাংশই পদ্মার পাড়ে কৃষিকাজ ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের ওপর নির্ভরশীল।

২০০০ সালে যাত্রা শুরু করে ভোরের আলো সমবায় সমিতি। ঐ সময় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহিম আলী শৃধা তার গ্রামে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আগে তার এলাকার মানুষ পুষ্টি ও দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে সচেতন ছিলো না। ইব্রাহিমের হাত ধরে ওই এলাকায় বহু মানবিক ও স্বেচ্ছাসেবী কাজ শুরু হয়, যা আগে কখনো হয়নি।

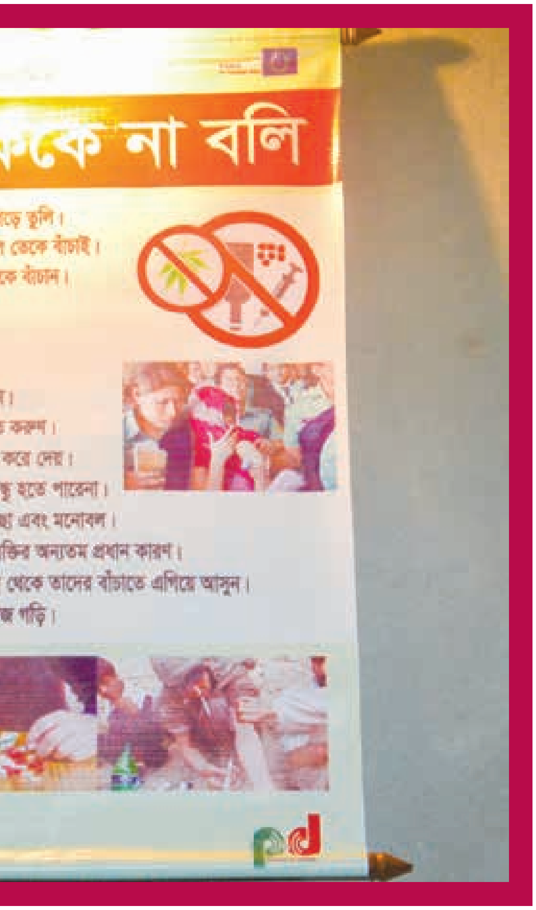

নিবন্ধন লাভের পর থেকে ক্ষুদ্র কৃষি প্রকল্প ও নারী উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দানের মধ্য দিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করে সংগঠনটি। সংগঠনের বর্তমান সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, *"এ পর্যন্ত সাতশো জন সদস্য মাসিক কিস্তি পরিশোধের শর্তে সমিতি থেকে ঋণ পেয়েছেন। এভাবে এলাকার সবাই সবার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।"* সদস্যদের একজন বলেন, *"মুরগির খামার করার জন্য আমার কিছু টাকা দরকার ছিল। এদিকে ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও আমার ছিল না। এই কঠিন সময়ে আমাকে ঋণদানের মাধ্যমে সাহায্যেও হাত বাড়িয়ে দেয় ভোরের আলো।"*

সমিতির উদ্যোগে এ অঞ্চলের মানুষের আর্থিক অবস্থা বদলে গেছে। এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সবাই সমবায়ের উপকারিতা বুঝতে পারে। তারা শীতবস্ত্র বিতরণ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মিত বৃত্তি দেয়াসহ বিভিন্ন মানবিক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচি চালিয়ে যায়।

বর্তমানে পিফরডি প্রকল্পের সাথে কাজ করছে ভোরের আলো। এই সমবায় সমিতি মাদক নির্মূল ও শিক্ষা বিষয়ক সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনা করে।

সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা নিশ্চিত করতে 'ভোরের আলো' স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কমিটির সাথে বৈঠক করে। ওই এলাকা থেকে মাদক নির্মূলের লক্ষ্যে সংগঠনটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, চিকিৎসক ও সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে স্কুল-কলেজে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে। এছাড়া, খাদ্যে ভেজাল ও ফরমালিনের ব্যবহার প্রতিরোধেও কাজ করে যাচ্ছে তারা।

অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রহমত আলীর মতে, মাদক বিরোধী প্রচারণাগুলো তার ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছে। তিনি বলেন, *"আমি এসব সামাজিক সমস্যা এড়িয়ে চলতাম। যেহেতু নিজে মাদকসেবী ছিলাম না তাই কখনও এসব নিয়ে ভাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। তবে বৈঠকগুলোতে অংশ নেয়ার পর আমি মাদক সেবন নির্মূলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি।"*

সংস্থাটি যে এত ভিন্নধারার সমস্যা নিয়ে কাজ করবে তা জাহিদুল ইসলামের কল্পনাতীত ছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

> *"পিফরডির সহায়তায় আমরা কঠিন সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এসব বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো শিখেছি। আমার বিশ্বাস, এই উদ্যোগ গোটা সমাজের জন্যেই ভালো ফল বয়ে আনবে।"*

PANCHAGARH

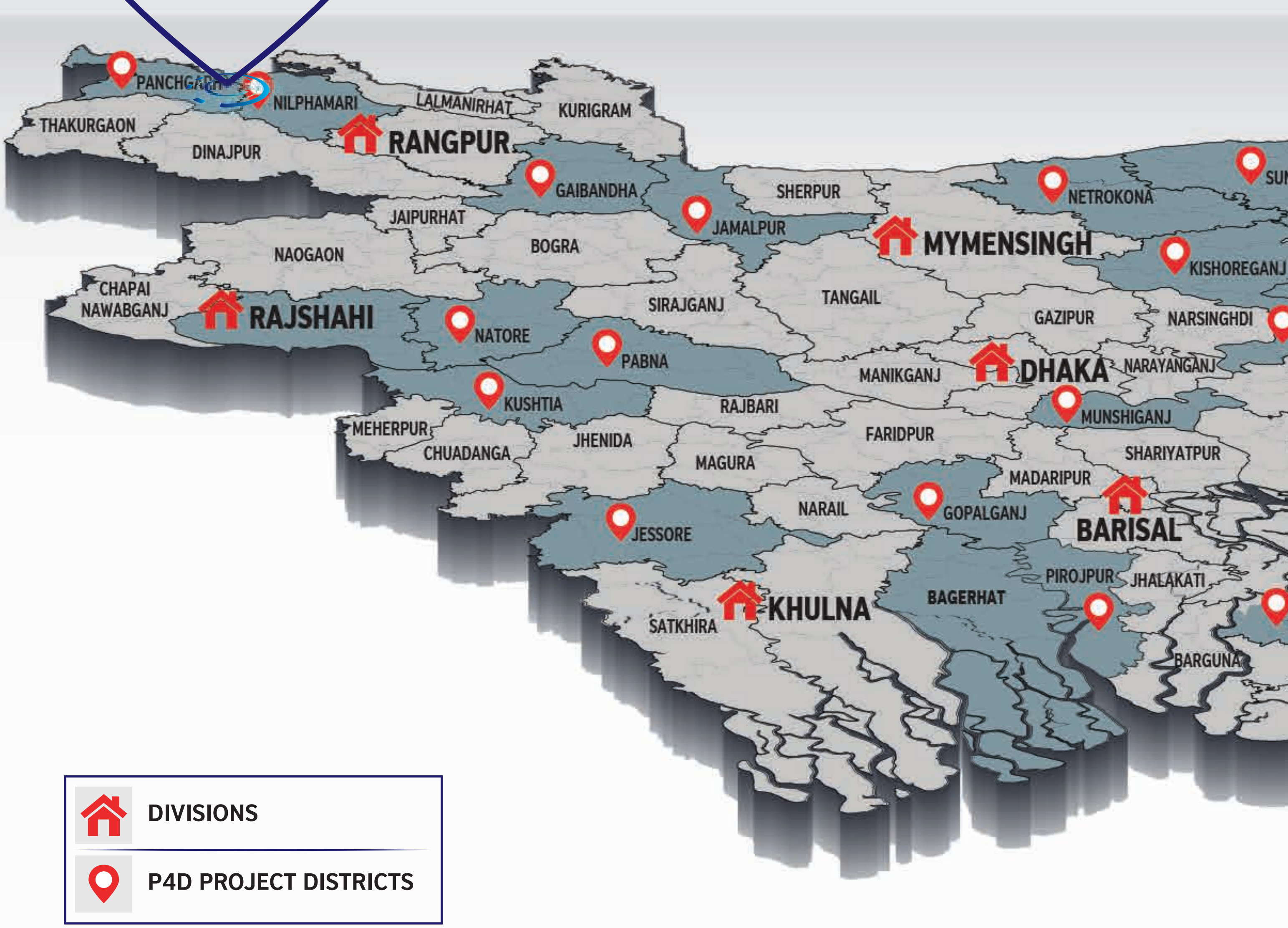
PANCHAGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAMALPUR
MYMENSINGH
KISHOREGANJ
JAIPURHAT
BOGRA
NAOGAON
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
MAGURA
FARIDPUR
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
BAGERHAT
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

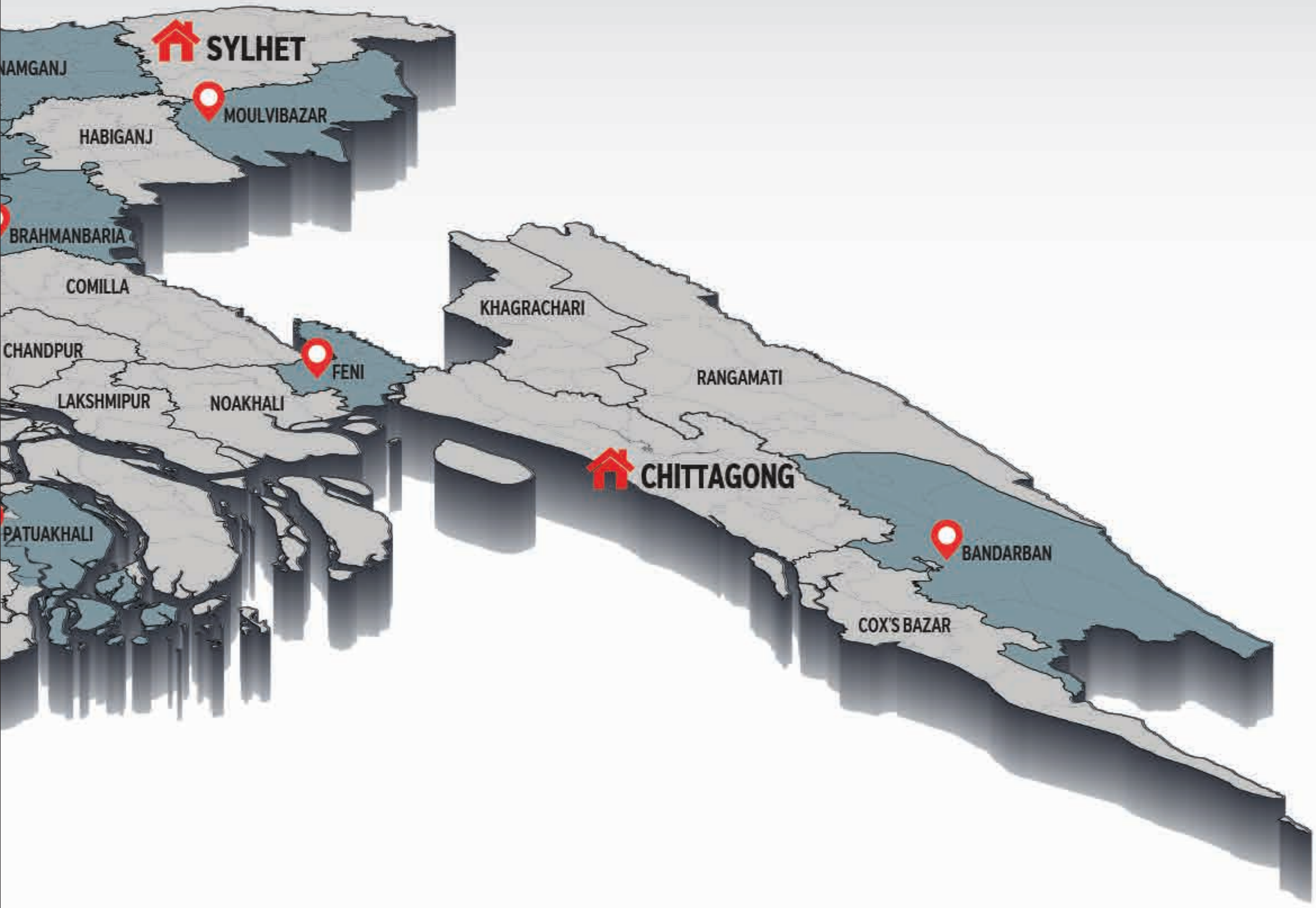

SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
KHAGRACHARI
CHANDPUR
FENI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

AIMA JHULAI NEW STAR CLUB

Aima Jhulai New Star Club has been contributing to community development in Magura Union of Panchagarh sadar subdistrict for the last fifteen years. Being at the border with India in a remote pocket of Bangladesh, the union has always had to manage unique issues.

President Moklesur Rahman and general secretary Omborish Chondro were in high school in 2005 when they decided to gather twenty-one inspired peers to establish the club. Initially, they raised funds through membership fees of Tk 5 per week. At first, they helped the poor with medical treatments, provided relief during floods, and gave away warm clothes during the winter. They have also been running a blood donation programme since 2007.

During floods, the club members help out with the distribution of food and other essential materials. The club also works with government and other non-government organisations to conduct relief programmes.

To build community, the club organises sports and cultural events which are quite popular among the thousands of people attending them. General Secretary Omborish Chondro says, *"our festival marking the Bengali new year on Pohela Boishakh draws thousands from across the Upazila."* They also provide high performing students with grants and scholarships with additional funds they have in reserve.

When selected as a partner civil society organisation (CSO) of the British Council's Platforms for Dialogue (P4D) project, the club approached each of its projects with similar dedication and sincerity. Aima Jhulai New Star Club selected five Social Action Projects (SAPs) out of many they had flagged. These include improving the power supply, promoting anti-corruption, reducing student dropout rates, improving community clinic service, and promoting the government's Grievance Redress System (GRS).

Omborish Chondro, who led the SAP on expanding access to the power supply says there was a pocket where 42 families had been deprived of electricity coverage for years.

> Mokles says, *"we call the place Jolmahal as it is disconnected by a small river."*

Sunset meant bedtime for people of that village whereas on the other side of the river, barely 100 feet away, people would be watching television, reading, or just going about their business.

Omborish and his volunteers organised meetings between locals, government officials, and local leaders to expand the power supply at Prodhan Para. At one of the public meetings organised by Omborish's team, the top government officer of the sub-district Shahina Shabnam demanded that the Rural Electrification Board (REB) commit to a date by which Prodhan Para would have access to electric lights. The official said it would have access to the power grid by December, but the people got connection by October.

"The locals were almost dumbfounded. They couldn't believe that electricity had reached their homes," says Omborish proudly.

Two other projects addressing service at the local community clinic and student dropouts also brought notable changes.

Members of Aima Jhulai New Star Club are confident that they will continue working for the development of their locality with the training and experience received through the project long after P4D.

আইমা ঝুলাই নিউ স্টার ক্লাব

সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চগড় সদর উপজেলার আইমা ঝুলাই নিউস্টার ক্লাব একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় উপজেলার মাগুরা ইউনিয়নটি নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। তবে গত ১৫ বছরে এ সংগঠনের কল্যাণে এ ইউনিয়নের অনেক সমস্যাই দূর হয়ে গেছে।

সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মোকলেসুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অম্বরিশ চন্দ্র। ২০০৫ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কিছু একটা করার কথা ভাবলেন। এই ভাবনা থেকেই ২১ জন কিশোর মিলে গড়ে তোলেন এই প্রতিষ্ঠান। শুরুতে তারা প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে সপ্তাহে পাঁচ টাকা করে চাঁদা নিয়ে একটি তহবিল গঠন করেন। সে সময় সংগঠনটি দরিদ্রদের চিকিৎসার ব্যয় বহন করে, শীতবস্ত্র বিতরণ ও বন্যায় ত্রাণ বিতরণের করে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। *"আমাদের সদস্যরা হাসপাতালের সাথে তাদের যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে এসব কার্যক্রম চালান। ২০০৭ সালে চালু হয় আমাদের রক্তদান কর্মসূচী,"* বলছিলেন মোকলেসুর রহমান।

বন্যার সময় দূর্গত মানুষদেরকে খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে সহায়তা করেন ক্লাবের সদস্যরা। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যৌথভাবেও ত্রাণ বিতরণ করে সংস্থাটি।

এলাকায় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করে এই ক্লাব। অত্যন্ত জনপ্রিয় এসব আয়োজন উপভোগ করতে সমবেত হন হাজার হাজার মানুষ। সাধারণ সম্পাদক অম্বরিশ চন্দ্র বলেন, *"বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আমাদের অনুষ্ঠানে পুরো উপজেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ যোগদান করেন।"* সীমিত তহবিল থেকে তারা মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি দেয়ারও ব্যবস্থা করেন।

পিফরডি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর সংস্থাটি তাদের প্রতিটি কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করেছে। বিদ্যুতায়ন, দূর্নীতি, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, কমিউনিটি ক্লিনিকে অপর্যাপ্ত সেবা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক পাঁচটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) গ্রহণ করে তারা।

বিদ্যুতায়ন বিষয়ক এসএপিটি পরিচালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অম্বরিশ চন্দ্র। তিনি জানান, ইউনিয়নের এক কোনায় বাস করা ৪২টি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

ক্লাব সভাপতি মোকলেস বলেন, *"একটি নদী দ্বারা ঐ এলাকা পুরো ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই এলাকাটিকে আমরা জলমহাল বলে ডাকি।"*

প্রায় সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়তো ঐ গ্রামের বাসিন্দারা। অথচ মাত্র ১০০ ফুট দূরে নদীর আরেক পাড়ের মানুষ লেখাপড়া, টিভি দেখাসহ নানান কাজ করতো।

প্রধানপাড়া নামের ওই গ্রামে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অম্বরিশ ও তার কর্মীবাহিনী সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ গ্রামবাসীকে নিয়ে কয়েকটি বৈঠক করেন। এমনই এক বৈঠকে ঐ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকে সময় বেঁধে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনা শবনম। কর্মকর্তারা ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নিলেও অক্টোবরের মধ্যেই এলাকাবাসী বিদ্যুৎ পেয়ে যায়।

"গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে গেলেন। তারা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, তাদের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে," গর্বিত ভঙ্গিতে বলছিলেন অম্বরিশ।

কমিউনিটি ক্লিনিকে অপর্যাপ্ত সেবা ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক এসএপি দুটিও ঐ ইউনিয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

ক্লাবের সদস্যদের বিশ্বাস, পিফরডি প্রকল্প শেষ হলেও সেখান থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা তারা তাদের এলাকার উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারবেন।

PARASPOR

Union Council Chairman M Farhad Hossain said he felt like he had become a more complete official after Paraspor's training under British Council's Platforms for Dialogue (P4D) project. *"The training has not only helped me become a better Chairman but also a better human being,"* said the Union Chairman of Chaklahat at Panchagarh's Sadar Upazila.

Chairman Farhad Hossain is a great supporter of Paraspor, a civil society organisation (CSO) working in partnership with P4D.

Aktarun Nahar Saki, founder and president of Paraspor, says that she had established Paraspor to promote women's empowerment and equality in Chaklahat. However, with the passage of time, Paraspor took up various projects around social development and raising awareness of citizen rights.

"At first, we were solving specific problems like dowry, divorce, child marriage, domestic violence, polygamy etc. Later, we started implementing projects that would curb the tendency of committing these unethical or criminal acts," says Saki.

Under P4D, Paraspor has implemented five Social Action Projects (SAPs): reducing student dropout rates, ending corruption in the local social safety net programme, improving access to the power supply, promoting the government's Grievance Redress System (GRS), and improving service at the community clinic.

Among these, the SAP that had the most impact was the one on improving access to the power supply. Panchagarh, being in the remote northern-most corner of Bangladesh, had traditionally experienced difficulty getting access to the power grid. However, after careful consideration and community engagement, the citizens of Panchagarh realised that they could change their circumstances.

SAP leader Profullo Chondro Roy says, *"a lot of work had already been done. It was because of corruption and lack of initiative on the part of the local service providers that nearly 300 families of Manikdanga village were outside the network. They had thought that it was their fate. They did not know who to go to in order to solve this issue."*

Profullo and his team had meetings with the Union Council, the UNO, and even the District Commissioner to resolve this problem. The head of Anti-Corruption Commission (ACC) came to visit Panchagarh to join the meetings as well.

Aktarun Nahar Saki says, *"there was a huge crowd. Members of Paraspor and volunteers of P4D were also present. Md. Robiul Islam, one of our SAP leaders, stood up and complained about the corruption at government offices, especially at the Office of Power and Land. The ACC Chief promised to address the issue. Within a month, the entire village of Manikdanga received electricity coverage. The people were stunned. They could not believe that electricity had reached their households."*

Md Robiul Islam, who led the project addressing student dropout said, *"at the end of our project, we were able to make the guardians understand the value of education and the need to go to school regularly. We also made sure the teachers attended school regularly and gave proper lessons and that the school management committee functioned properly."*

SAP leader Pankaj Kumar Dey's group implemented the SAP on eliminating corruption in the local social safety net programme. *"Our work was to ensure that local people received their deserved service from the UP and other government offices in due time and at the appropriate cost. We held several meetings with community stakeholders and finally installed a Citizen's Charter at the UP to ensure transparency and accountability."*

Aktarun Nahar Saki says that the number of beneficiaries of Paraspor could easily exceed 23,000. Seeing the impact of her work, she is motivated to utilise the experience gained from P4D and serve the people of Panchagarh far into the future.

পরস্পর

পিফরডি প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ নেয়া অন্যতম নাগরিক সংগঠন পঞ্চগড় সদর উপজেলার 'পরস্পর'। সংস্থাটির বড় একজন সমর্থক উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম ফরহাদ হোসেন। তিনি মনে করেন, এই প্রশিক্ষণের পর তিনি আরো দায়িত্বশীল কর্মকর্তায় পরিণত হয়েছেন। *"এই প্রশিক্ষণ শুধু আমাকে ভালো চেয়ারম্যানই নয়, বরং ভালো একজন মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে।"* ,বলছিলেন তিনি।

পরস্পরের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আকতারুন নাহার সাকী জানান, চাকলাহাটে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি এ সংগঠন গড়ে তোলেন। সমান অধিকারের বিষয়ে স্থানীয় নারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে সংস্থাটি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্পে যুক্ত হয়।

সাকী বলেন, *"প্রথমে আমরা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, তালাক এবং নারী নির্যাতনের মত সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করেছি। পরবর্তীতে আমরা এ ধরনের অপরাধ ঘটানোর মানসিকতা কমাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করি।"* ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্থানীয় মানুষদের বিশেষ করে নারীদের জন্য একটি নির্ভরতার নাম হয়ে উঠেছে পরস্পর।

পিফরডি প্রকল্পের আওতায় সংগঠনটি স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে দূর্নীতি, বিদ্যুতায়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক পাঁচটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ছিল বিদ্যুতায়ন বিষয়ক এসএপিটি। স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে, দেশের সর্বউত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা একটি কঠিন কাজ। কিন্তু, পরস্পরের সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছে।

এসএপি পরিচালক প্রফুল চন্দ্র রায় বলেন, "প্রচুর কাজ হয়েছে। এখানকার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগের অভাবে এবং দূর্নীতির কারণে মানিকডাঙ্গা গ্রামের প্রায় ৩০০ পরিবার বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। গ্রামবাসী এটাকে তাদের ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। এ সমস্যার সমাধান করতে কার কাছে যেতে হবে তাও জানতেন না তারা।"

প্রফুল ও তার কর্মীবাহিনী ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং জেলা প্রশাসকের সাথে বৈঠক করেছেন। এসব বৈঠক চলাকালীন সময়েই পঞ্চগড়ে আসেন দূর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান।

"বৈঠকগুলোতে প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পরস্পরের সদস্য এবং পিফরডি প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকেরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মো: রবিউল ইসলাম নামে আমাদের একজন এসএপি পরিচালক বিদ্যুৎ ও ভূমি অফিসসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে দূর্নীতির ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তখন দুদক চেয়ারম্যান সমস্যাটি সমাধানের আশ্বাস দেন," বলছিলেন আকতারুন নাহার সাকী।

"এক মাসের মধ্যে পুরো মানিকডাঙ্গা গ্রামে বিদ্যুৎ চলে আসে। এই দেখে গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে গেছেন। তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, তাদের ঘরে বিদ্যুৎ চলে এসেছে!"

স্কুল থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেছেন মো: রবিউল ইসলাম। তিনি বলেন, *"আমরা অভিভাবকদেরকে পড়ালেখা এবং নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছি। শিক্ষকেরা যেন নিয়মিত স্কুলে যান এবং ঠিকমত পাঠদান করেন তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিও যেন ঠিকমতো কাজ করে তাও নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি।"*

পঙ্কজ কুমার দে ও তার সহযোগীরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে দূর্নীতি বিষয়ক এসএপি বাস্তবায়ন করেছেন। *"সাধারণ মানুষ যেন ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত সময়ে ন্যায্যমূল্যে তাদের প্রাপ্য সেবা পায়, তা নিশ্চিত করাই ছিল আমাদের কাজ। সংশ্লিষ্ট সবার সাথে আমরা কয়েকটি বৈঠক করেছি। সবশেষে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে একটি সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছি।"*

আকতারুন নাহার সাকী জানালেন, তাদের সংগঠন থেকে বিভিন্নভাবে ২৩ হাজারেরও বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। পিফরডি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পঞ্চগড় ও আশেপাশের অঞ্চলের মানুষের সেবায় নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে চান তিনি।

ZIA BARI INTEGRATED CROP MANAGEMENT FARMER ORGANIZATION

Zia Bari Integrated Crop Management Farmer Organization is a young cooperative established by the farmers of Sardarpara village of Hafizabad Union in Panchagarh Sadar Upazila. Executive Director, Md. Mozaharul Islam says, *"we founded the cooperative on 31 December 2012 for local farmers' capacity building. We wanted to change the way we traditionally cultivated our crops and adapt to modern agriculture."*

The organisation, which started with only 13 members, now has 55. Even though the organisation is not even a decade old, it has made a name for itself through various projects. *"We've even had the honour of having the Danish Ambassador visit us in 2015. We took up a project of commercial tomato cultivation, and the Ambassador was extremely pleased with the work we were doing."*

Having registered with the Department of Cooperatives in 2017, the organisation received a loan of Tk 1.2 krore with which they set up cattle farming training programmes for local women. *"Now, we collect 700-1200 litres of milk every day and send it directly to Milk Vita,"* says Mozaharul Islam proudly.

Besides achieving commendable success in agriculture, Zia Bari Integrated Crop Management Farmer Organization has taken up other social development projects focusing on education, health, and an anti-drug campaign.

The farmers' organisation was selected as one of the partner civil society organisations of Platforms for Dialogue (P4D) project. With the support of P4D, Zia Bari Integrated Crop Management Farmer Organization took up four Social Action Projects (SAPs) — improving access to services at the community clinic, ending corruption in the local social safety net programme, promoting the government's Grievance Redress System (GRS), and reducing student dropouts.

Even though all of the SAPs were a huge success, the SAP on GRS was especially significant for Hafizabad Union. SAP leader Md. Arif Hossain says, *"our area was actually an enclave within India. So, all the documents related to land ownership are still under Jolpaiguri District of India. For enclave related difficulties, people had to pay bribes of up to Tk 5,000, when services should have been only Tk 10."*

"So, we decided that people should have the opportunity to submit their complaints. Surprisingly at first, none of us even knew that the little run-down room beside the Union Council Office was actually the Land Office," says Arif with a chuckle.

Arif and his six volunteers started from scratch. They organised several meetings at different levels reaching up to the Panchagarh District Commissioner.

Finally, they were able to install a complaint and suggestion box at the Land Office in September 2019. *"We've also helped form a 7-member committee that reviews complaints between the 5th and the 10th of every month and addresses the issues,"* concludes Arif.

That single instrument had a significant effect on the entire system, locals say. Hamid Ali, a local resident, who had to visit the Land Office recently said, *"I was expecting a lot of hassle like in my previous experience. Neighbours had warned me beforehand too, but then it went really smoothly. I was given a date when I could go and collect the papers. No one would believe me at first."*

The SAP tackling student dropout was also successful. SAP leader, Nur Shamim, tried to counsel irregular students and those who had dropped out to go back to school by explaining the benefits and importance of education.

> *"16 of 17 irregular students have now become regular. The one remaining has actually left for Dhaka with his family."*

Zia Bari Integrated Crop Management Farmer Organization has over 6,000 direct beneficiaries and the number is still rising.

জিয়া বারি ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট ফার্মার অর্গানাইজেশন

পঞ্চগড় সদর উপজেলার সরদারপাড়া গ্রামের কৃষকেরা জিয়া বারি ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট ফার্মার অর্গানাইজেশন নামের এই যুব সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নির্বাহী পরিচালক মো: মজাহারুল ইসলাম বলেন, *"স্থানীয় কৃষকদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর আমরা এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতির বদলে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করছি।"*

মাত্র ১৩ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা সংগঠনটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৫। প্রতিষ্ঠার এক দশক পেরোনোর আগেই নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে সংস্থাটি। *"২০১৫ সালে আমাদের খামার পরিদর্শনে আসেন ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত। তখন আমাদের বাণিজ্যিকভাবে টমেটো চাষের একটি প্রকল্প চলছিলো। প্রকল্পটি দেখে তিনি বেশ খুশি হন।"*

২০১৭ সালে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত হয়ে ১.২ কোটি টাকা ঋণ পায় সংস্থাটি। এই টাকা দিয়ে তারা স্থানীয় নারীদের জন্য গাবাদিপশু পালনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। গর্বিত কণ্ঠে মজাহারুল বলেন, *"বর্তমানে আমরা প্রতিদিন ৭০০-১২০০ লিটার দুধ সংগ্রহ করি। এই দুধ সরাসরি মিল্কভিটায় পাঠিয়ে দেই।"*

কৃষিক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভের পাশাপাশি সংগঠনটি মাদকবিরোধী প্রচারণা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করছে। এছাড়াও পিফরডি প্রকল্পের সাথেও কাজ করছে এ সংগঠন।

পিফরডির আওতায় সংস্থাটি কমিউনিটি ক্লিনিক, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে দুর্নীতি, সরকারি প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক চারটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

তাদের প্রতিটি এসএপি দারুণভাবে সফলও হয়েছে। হাফিজাবাদ ইউনিয়নের ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত এসএপিটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এসএপি পরিচালক মো: আরিফ হোসেন বলেন, *"আমাদের এলাকা আসলে ভারতের ছিটমহল ছিল। তাই জমির সব কাগজপত্র ছিল ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে। ছিটমহল হওয়ার কারণে দাপ্তরিক জটিলতা ছিল অনেক বেশি। ১০ টাকার জায়গায় মানুষকে ৫০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।"*

"আমরা ভেবে দেখলাম যে, এসব নিয়ে মানুষের অন্তত অভিযোগ জানানোর সুযোগ থাকা উচিত। অবাক ব্যাপার হলো, ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের পেছনে ভাঙাচোরা ঘরটিই যে ভূমি অফিস, তা আমরা কেউই জানতাম না!" হাসতে হাসতে বলছিলেন আরিফ।

তিনি এবং আরো ছয়জন স্বেচ্ছাসেবী প্রায় শূন্য থেকে শুরু করেন। পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে তারা কয়েকটি বৈঠক আয়োজন করেন। অবশেষে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তারা ভূমি অফিসে একটি অভিযোগ ও মতামত বাক্স স্থাপন করতে সক্ষম হন।

আরিফ বলেন, *"আমরা ভূমি অফিসে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে সাহায্য করি। এই কমিটি প্রতি মাসের ৫-১০ তারিখের মধ্যে বাক্সটি খুলে দেখবে এবং সব অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে।"*

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই একটি পদক্ষেপ গোটা ব্যবস্থাকে দারুণভাবে বদলে দিয়েছে।

তেমনই একজন বাসিন্দা হামিদ আলী। সম্প্রতি তিনি ভূমি অফিসে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, *"আমি ভেবেছিলাম, অন্যান্য সরকারি অফিসের মতো এখানেও আমাকে নানারকম ঝামেলা সহ্য করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রতিবেশীরাও আমাকে সতর্ক করেছিল। কিন্তু কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমার কাজ হয়ে গেলো! সবশেষে কাগজপত্র আনার জন্য আমাকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ দেয়া হলো। ভূমি অফিসের এমন অবস্থার কথা শুনে প্রথমে কেউই বিশ্বাস করেনি।"*

ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক এসএপিটিও সফল হয়েছে বলে জানালেন পরিচালক নূর শামীম। অনিয়মিত ও ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষার গুরুত্ব ও উপকারিতা বুঝিয়ে তিনি তাদেরকে নিয়মিত স্কুলে যেতে বলেছেন।

> *"১৭ জন অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীর ১৬ জনই এখন নিয়মিত স্কুলে যায়। বাকি একজন তার পরিবারের সাথে ঢাকা চলে গেছে।"* - নূর শামীম

জিয়া বারি ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট ফার্মার অর্গানাইজেশন থেকে বর্তমানে ছয় হাজারেরও বেশি মানুষ সরাসরি সুবিধাভোগ করছেন এবং এ সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

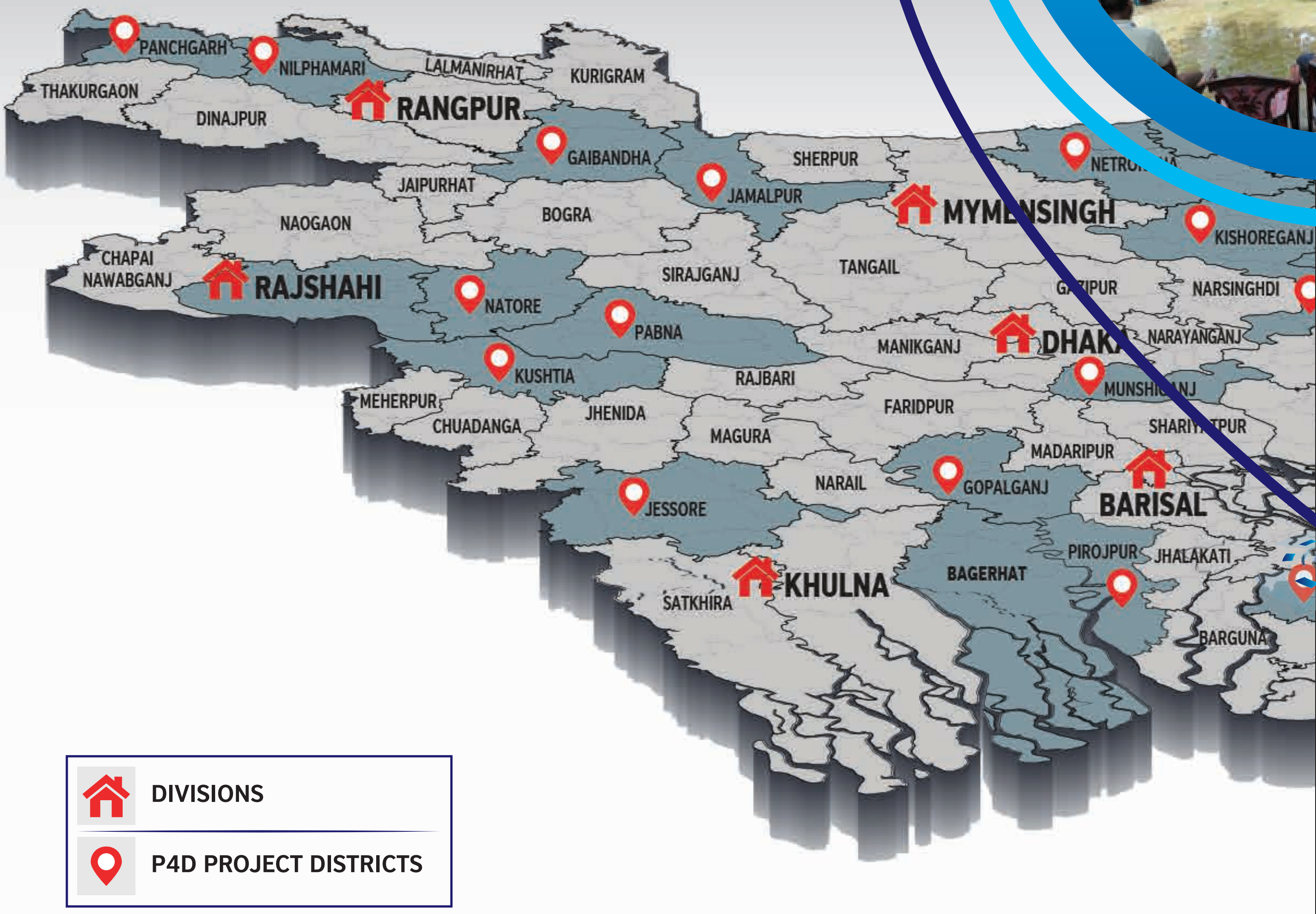
PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
JAIPURHAT
JAMALPUR
NAOGAON
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MEHERPUR
FARIDPUR
CHUADANGA
JHENIDA
MAGURA
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

PATUAKHALI

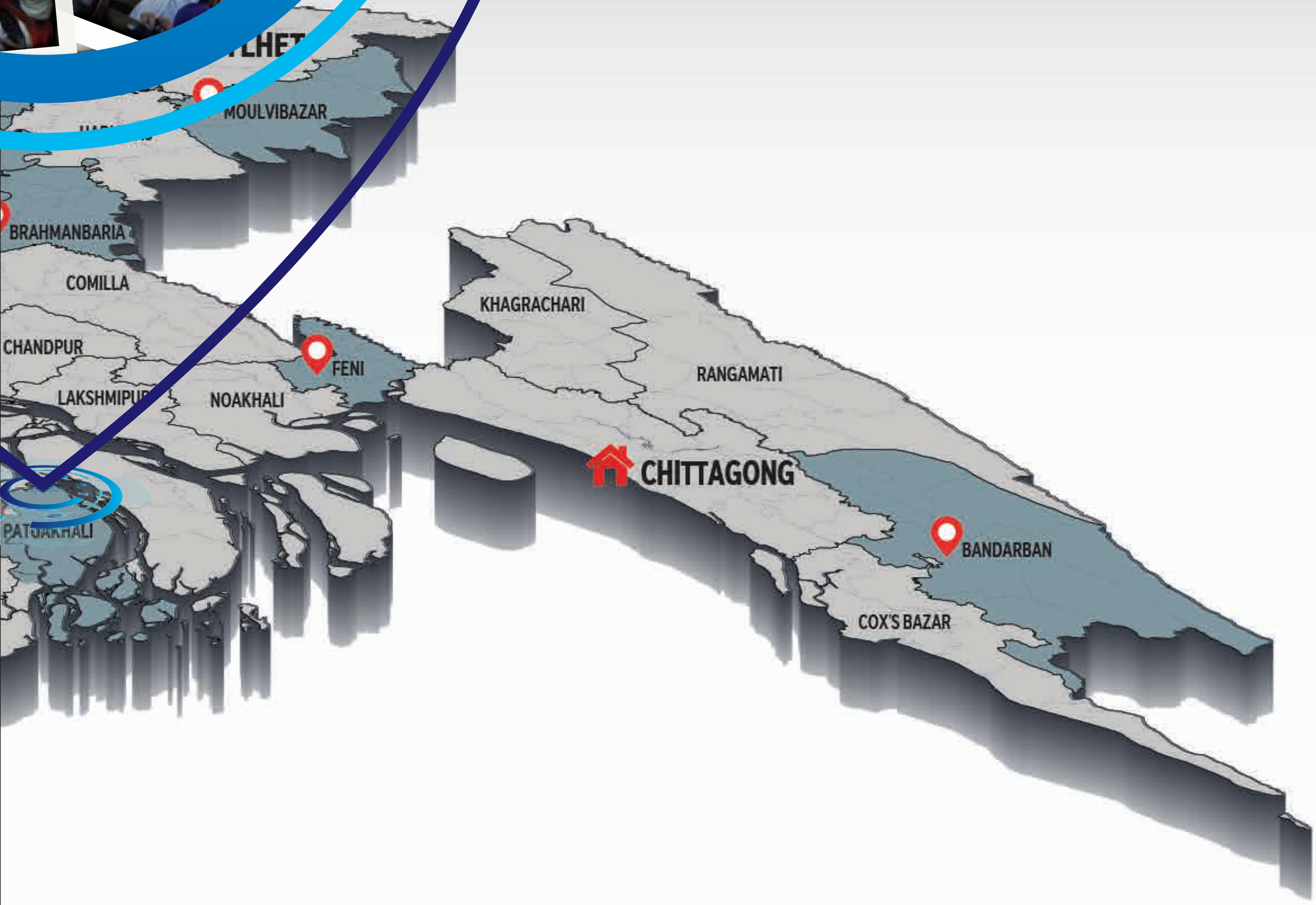
MOULVIBAZAR
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
NOAKHALI
FENI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
BANDARBAN
COX'S BAZAR

PEOPLE'S ASSOCIATION FOR SOCIAL ADVANCEMENT

The office of the People's Association for Social Advancement (PASA) stands out at the heart of Patuakhali Sadar Upazila on top of a clinic where people in need can get access to subsidised healthcare. *"This clinic is a cornerstone of our social development organisation. We also operate a school for people with disabilities, a nursing college, and an elderly home,"* says Md Zakir Hossain, a lawyer by profession who established PASA back in 2009 to improve health and wellness in the underdeveloped district of Patuakhali.

Zakir talks about how his organisation is focused on working for people who need additional social support. *"The disabled, the old, and the poor need extra help. In poor households, the old are often abandoned as their family members need to focus on other responsibilities. Our old-age home is a safe place for such people,"* shares Zakir. He also added that the PASA school for people with disabilities is an organisation that assists their students to better integrate into society.

The organisation's nursing college plays an important role in fulfilling the demand for skilled health workers in the country. As a charity organisation, it also has sponsored entrepreneurs by setting up dairy, fish, and poultry farms as well as nurseries. *"Our organisation has also worked on anti-tobacco advocacy, sanitation, and legal assistance by working alongside local and international organisations,"* adds Zakir.

With its wide reach in the community, the organisation has been enlisted as a strategic partner for the EU-funded P4D project to promote policy instruments that enable good governance by carrying out Social Action Projects (SAPs).

PASA is one of the only P4D strategic partners that initiated a project on improving access for people with disabilities and the protection of their rights. Salauddin Ahmed Babu, who led this unique SAP, says that the organisation was highly interested in this project as it had prior experience. *"Persons with disabilities are often considered burdens as many cannot contribute to their family financially. In such cases, government assistance and accessible education are necessary,"* says Babu.

He adds that the SAP focused on identifying persons with disabilities in three adjacent unions and enabled a mobile team from the Department of Social Services to include more people in the government's safety net programme. *"Often, the persons with disabilities cannot reach the Office of Social Services to enroll in the social safety net. So, we created a team of volunteers who documented them and helped them get the government support they deserve."*

However, the SAP was not without challenges. Babu thinks that more people could have been involved in the project if health camps or assistance devices were sponsored.

"We understand how persons with disabilities suffer for the lack of assistive devices that enable mobility as they are expensive. If these were sponsored, then such persons would have benefited too," he says, adding that the project also advocated for accessible infrastructure like wheelchair ramps and braille information charters at public offices.

CSO leader Zakir is very satisfied that his agenda to help people with disabilities was reflected in the P4D project as well.

"I always say that the underprivileged must get more support from society. We were able to enroll 300 persons with disabilities into the safety net programmes through this SAP. Such efforts, although small, will surely bring about positive change."

পিপল'স অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট

পটুয়াখালী সদর উপজেলায় একটি ক্লিনিকের ওপর অবস্থিত পিপল'স অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট (পিএএসএ) এর কার্যালয়। এই ক্লিনিকে স্থানীয় মানুষ স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে। *"আমাদের সমাজসেবামূলক কাজের একটি মূলভিত্তি হলো এই ক্লিনিক। আমরা প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি স্কুল, একটি নার্সিং কলেজ এবং একটি বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা করি,"* বলছিলেন মো: জাকির হোসেন। পেশায় তিনি একজন আইনজীবী। ২০০৯ সালে এই অনুন্নত জেলার বাসিন্দাদের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

প্রতিবন্ধীদেরকে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে তার সংগঠনের কার্যক্রমের ব্যাপারে জাকির বলেন, *"সমাজের প্রতিবন্ধী, বয়স্ক এবং গরিব মানুষদের বাড়তি সহায়তা দরকার। দরিদ্র পরিবারে সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত থাকায় বয়স্করা সেখানে প্রায়ই অবহেলার শিকার হন। এমন বয়স্ক মানুষদের জন্য নিরাপদ স্থান হতে পারে আমাদের বৃদ্ধাশ্রম।"* তিনি আরো জানান, প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সমাজে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করে তাদের স্কুল।

সংগঠনের নার্সিং কলেজ দেশে দক্ষ সেবাকর্মীর চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। দাতব্য সংস্থা হিসেবে তারা তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে দুগ্ধ খামার, মাছ চাষ, মুরগীর খামার ও নার্সারি তৈরিতে আর্থিক সহায়তা করেন।

"আমাদের সংগঠন তামাক বিরোধী অভিযান, স্যানিটেশন ও আইনি সহায়তা দেয়ার কাজ করেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকে একত্র করেছি আমরা," বলেন জাকির।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সংস্থাটি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটি এ প্রকল্পের কয়েকটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চলাচল সহজ করা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা পিফরডির আওতাভুক্ত একমাত্র নাগরিক সংগঠন পিএএসএ। এ সংক্রান্ত এসএপির পরিচালক সালাউদ্দিন আহমেদ বাবু জানান, এ বিষয়ে সংগঠনের পূর্বাভিজ্ঞতা থাকায় তারা এই এসএপি বেছে নিয়েছেন। *"টাকা-পয়সা রোজগার করতে পারেনা বলে সমাজে প্রতিবন্ধীদেরকে প্রায়ই বোঝা হিসেবে দেখা হয়। এ কারণে, তাদের সরকারি সহায়তা ও শিক্ষার সুযোগ দেয়া জরুরি,"* বলছিলেন বাবু।

তিনি আরো জানান, পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণে জোর দেয় এই এসএপি। তাছাড়া, আরো বেশি মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে একটি ভ্রাম্যমান দল গঠন করা হয়। *"প্রায়ই দেখা যায়, প্রতিবন্ধীরা নিজেরা সমাজসেবা অফিসে গিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন না। প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন পেতে সাহায্য করতে আমরা একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করেছি।"*

তবে এসএপিটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। বাবু মনে করেন, হেলথ ক্যাম্প ও সাহায্যকারী যন্ত্রগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেলে আরো বেশি মানুষকে এসএপির আওতায় আনা যেতো। তিনি বলেন, *"প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলোর দাম বেশি হওয়ায় এগুলোর অভাবে প্রতিবন্ধীদেরকে প্রায়ই ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এসব যন্ত্র কিনে দেয়া হলে তাদের অনেক উপকার হবে।"*

তিনি আরো জানান, এসএপির আওতায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইলচেয়ার, র‍্যাম্প এবং ব্রেইল তথ্য তালিকার ব্যবস্থা করা হয়।

পিফরডির কাজে তাদের সংগঠনের মূল লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে দেখে সভাপতি জাকির বেশ সন্তুষ্ট।

> *"আমি সবসময় বলি, সমাজে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেয়া উচিত সুবিধাবঞ্চিতদেরকে। এই এসএপির মাধ্যমে আমরা ৩০০ জন প্রতিবন্ধী মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনতে পেরেছি। ক্ষুদ্র হলেও, এই প্রচেষ্টা একদিন সমাজে পরিবর্তন আনবেই।"* - মোঃ জাকির হোসেন

SUKTARA MOHILA SONGSTHA

Access to information is an essential part of being self-sufficient. Mahafuja Islam, founder of the civil society organisation (CSO) Suktara Mohila Songstha, knows this from her personal experience. She was married off to a stranger as she finished high school. Mahafuja was lucky that her in-laws were progressive and allowed her to continue with higher education. *"Millions of child brides in Bangladesh are not that fortunate, however, I knew how an early marriage affects someone from my personal experience. That is why I have dedicated my entire social work to the welfare and rights of women,"* said Mahafuja.

Suktara Mohila Songstha, founded in 1995 in Patuakhali District, is working to ensure community members, especially women, are empowered through access to information and opportunity. A frontline defender against violence against women, a fierce advocate of women's education, and the toughest authority against child marriages in Patuakhali municipality, the CSO is dedicated to women's rights.

The organisation has previously partnered with the government and international organisations like USAID and Danida to work for women's rights and employment. *"We provide legal support for cases of violence against women and advocacy for equal rights for women, which is our organisation's primary goal."* She also mentions how her organisation has helped hundreds of women receive justice for domestic violence in court.

Mahafuja says her organisation has also helped hundreds of women become self-sufficient through vocational training on fish farming and working closely with educational institutions. *"Women can be truly independent when they have their own income, so we ensure that the women in our community have access to quality education and employment opportunities."*

In 2018, Suktara Mohila Songstha was enlisted as a strategic partner of Platforms for Dialogue (P4D) project to carry out Social Action Projects (SAPs) designed to promote good governance. Mahafuja's organisation has worked on SAPs that focused on issues like promoting access to information of public services, improving the quality of education, and advocating for proper sanitation.

One volunteer, Shahidul Islam, who led the project on improving access to services at local government offices, said his group determined that most of the public offices were riddled with corruption because people didn't have the right information. *"If there are no Citizen's Charters in place, people naturally have to depend on brokers for public services. This creates a scope for backhand transactions and corruption, so we put up Citizen's Charters at the Union and Upazila Council offices,"* he said. Now, people can easily see the information on public boards and do not require brokers for any public services. This SAP was especially impactful, as it not only helped community members understand public services better, but it also allowed them to be self-sufficient, an important mission of the CSO.

Afroza, another volunteer, led the SAP on improving home hygiene education. She found out that most village homes do not have proper wastewater drainage as government interventions to build sewage systems have not yet reached many places.

"Without the infrastructure in place, people rely on localised systems of waste management. This is responsible for easily preventable diseases, and we wanted to ensure proper hygiene for our community," she added, mentioning how public hearings involving community members and public leaders created awareness about hygiene and strengthened the agenda for infrastructure development.

CSO leader Mahafuja thinks that the SAPs were skilfully implemented by her student volunteers as the organisation has been working on these issues for a long time.

"As a women-centred organisation, we have an acute understanding of how society is affected when there is a discrepancy in services. Our model of women's development initiatives was reflected in the whole community through the P4D Social Action Projects."

শুকতারা মহিলা সংস্থা

নারী অধিকার কর্মী মাহফুজা ইসলামের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে শুকতারা মহিলা সংস্থা। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে তিনি ১৯৯৫ সালে পটুয়াখালী জেলায় এই নারী সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। খুব অল্প বয়সেই মাধ্যমিক পাশের পর পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়ে যায় তার। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের শিকার বেশিরভাগ মেয়েকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তবে, মাহফুজার শ্বশুরবাড়ি থেকে তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কোনো বাধা ছিল না। *"আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব জানা ছিল। তাই আমরা আমাদের সব সামাজিক কর্মকান্ড উৎসর্গ করেছি নারীদের অধিকার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায়,"* বলছিলেন মাহফুজা।

নারী নির্যাতন রোধে, নারীশিক্ষার পক্ষে এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে শুকতারা মহিলা সংস্থা পটুয়াখালীর প্রথমসারির এক ইস্পাত কঠিন সংগঠন। সরকারের পাশাপাশি এ সংগঠন ইউএসএইড ও ড্যানিডা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নারী অধিকার ও কর্মসংস্থান নিয়ে কাজ করেছে। হাজারো অসহায় নারীকে ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করেছে মাহফুজার সংগঠন। তিনি জানান, *"আমরা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নারী অধিকার রক্ষার্থে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকি। এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।"*

মাহফুজা জানান, তার সংগঠন শত শত নারীকে মৎস্য চাষ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করার প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্বনির্ভরশীল হতেও সাহায্য করেছে। *"নিজের আয়-উপার্জন না থাকলে নারীরা আসলে স্বাধীন হতে পারে না। তাই আমরা আমাদের এলাকায় নারীদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে কাজ করেছি।"*

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও কাজ করেছে শুকতারা মহিলা সংস্থা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্থাটি পিফরডির অপর্যাপ্ত সরকারি সেবা, শিক্ষার মান ও সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবামান উন্নত করার এসএপি পরিচালনা করেন স্বেচ্ছাসেবী শহিদুল ইসলাম। তার সহযোগীরা খোঁজ নিয়ে দেখেন যে, অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির মূল কারণ হলো, সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক তথ্যের অভাব। *"অফিসগুলোতে সিটিজেন চার্টার না থাকায় লোকজন স্বাভাবিকভাবেই দালালদের ওপর নির্ভর করে। ফলে, অবৈধ আয় ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়। তাই আমরা ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ অফিসে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করেছি।"* মানুষ এখন সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে সহজেই তথ্য যাচাই করে নিতে পারে। তাদেরকে আর দালালদের শরণাপন্ন হতে হয় না।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এসএপির পরিচালক আফরোজা। তিনি দেখতে পান যে, সরকারের পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্পগুলোর সুবিধা না পৌঁছানোয় গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। *"সঠিক অবকাঠামো না থাকায় মানুষ স্থানীয় পদ্ধতিতে ময়লা পরিষ্কার করে। এতে রোগ-জীবাণু ছড়ায়। তাই এই এসএপিতে আমরা সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কাজ করেছি।"* তিনি আরো জানান, গণশুনানিতে এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ফলে মানুষ পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অবকাঠামো উন্নয়নের দাবিও জোরালো হয়।

মাহফুজা মনে করেন, স্বেচ্ছাসেবীদের পরিশ্রমের ফলেই এসএপিগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কারণ, এ ধরনের কাজে তারা বেশ অভিজ্ঞ। তিনি বলেন,

"নারীকেন্দ্রিক সংগঠন হওয়ায় সমাজে বৈষম্যমূলক সেবার ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের জানা আছে। পিফরডির কল্যাণে আমাদের নারী উন্নয়ন কেন্দ্রিক কার্যক্রম পুরো সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে।"

ADARSHA MANAB SEBA SANGSTHA

Afroza Akbor established the civil society organisation (CSO) Adarsha Manab Seba Sangstha in Charpara Union of Patuakhali in 1993, a time when the district was falling behind due to lack of infrastructure. As a resident of the island district, Afroza witnessed firsthand how the fishing community suffered due to uncertain income. *"Poverty had ravaged the community. Malnutrition, disease, and violence against women were rampant. I started this organisation to fight these injustices,"* says Afroza, adding that her organisation prioritises women's affairs.

Since its inception, the organisation has worked to change the fate of more than 700 families in Charpara Union. *"The women in the fishing communities lived in dire conditions and damp unhygienic places. With the high birth rate, their health used to deteriorate quickly. We intervened in those places to bring about positive change,"* says the CSO leader, mentioning that her cooperation with the Department of Women's Affairs has helped advocate for women's right to healthcare, education, and sustainable income.

Alongside organising health camps, the Adarsha Manab Seba Sangstha has worked to raise awareness of violence against women and campaigned against the spread of sexually communicable diseases through family planning. The organisation also manages some charity projects including the distribution of environmentally-friendly fishing nets and relief distribution during natural disasters.

This women's rights organisation has been enlisted as a strategic partner of the Platforms for Dialogue (P4D) programme to implement Social Action Projects (SAPs) designed to promote good governance at the grassroots level. The Adarsha Manab Seba Sangstha worked on projects focusing on education, drug abuse, and government services.

Fatema Akhter, who led the project to improve primary education, determined that the most pressing problem in the educational institutions are the high dropout rates. *"Most children drop out of school in our community when they are forced to start working. So, we initiated government sponsored meals and stipend programmes to keep children in school,"* she says, adding that school dropouts are directly linked to poverty, which must be tackled. *"Most poor families have no option other than making their children work. But we think the school committees can do much more by implementing the assistance programmes more efficiently."*

Another volunteer, Barek Ali, led the SAP on curbing drug addiction in the community where he organised meetings with local law enforcement and affected community members. His team determined that drug addiction was on the rise because of easy access and availability. *"Drug abuse affects families as mostly the young men get pulled into it. We coordinated with the law enforcement agencies to bring the smuggling networks down and conducted many backyard meetings with young men where the bad effects of drug addiction were demonstrated."* Ali adds that most of the people did not know how drugs affected them and expressed gratitude for opening their eyes.

Founder of the CSO Afroza Akbor comments that the P4D projects were unique in the sense that both the community members and leaders were brought together on the same platform.

> *"We reached a fraction of our communities through other projects, but since the P4D programme had government support, we were able to involve public officials and leaders,"*

she says, adding that awareness campaigns like this could actually bring meaningful change at the grassroots level.

আদর্শ মানবসেবা সংঘ

১৯৯৩ সালে পটুয়াখালীর চরপাড়া ইউনিয়নে আদর্শ মানবসেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন আফরোজা আকবর। সে সময় অবকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে জেলাটি বেশ পিছিয়ে ছিল। এই দ্বীপ জেলার একজন বাসিন্দা হিসেবে আফরোজা লক্ষ্য করেন, অনিশ্চিত আয়ের কারণে জেলে সম্প্রদায়কে কীভাবে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। *"দারিদ্র্যের কারনে এই জেলা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। পুষ্টিহীনতা, রোগ-বালাই থেকে শুরু করে নারী নির্যাতনের মত সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ে আমাদের এলাকা। এসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই আমি এই সংগঠন চালু করি।"* সংস্থাটি নারীদের বিভিন্ন সমস্যাকে অধিক গুরুত্বের সাথে দেখে বলেও জানান তিনি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সাত শতাধিক পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করেছেন তারা। *"জেলেপল্লীতে মহিলারা সাধারণত স্যাঁতস্যোঁতে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেন। তাছাড়া উচ্চ জন্মহারের কারণে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বেড়ে চলেছে। আমরা এ অবস্থা পরিবর্তনে কাজ শুরু করি।"* নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজের ফলে বহু নারীর স্বাস্থ্যসেবার অধিকার, শিক্ষা ও স্থায়ী উপার্জন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে আফরোজার সংগঠন।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী পরিচালনার পাশাপাশি সংস্থাটি নারী নির্যাতন নিয়ে সচেতনতা তৈরি ও যৌন সম্পর্কের ফলে ছড়ানো বিভিন্ন রোগের বিস্তার রোধে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব নিয়ে কাজ করেছে। মাছ ধরার পরিবেশবান্ধব জাল ও ত্রাণ বিতরণের মত দাতব্য কাজও করেছে সংগঠনটি।

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আদর্শ মানবসেবা সংঘ। সংস্থাটি পিফরডির আওতায় শিক্ষা, মাদকাসক্তি ও সরকারি সেবা বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত এসএপিতে কাজ করেন ফাতেমা আখতার। তার মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গরিব শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া। *"বেশিরভাগ ছাত্রকেই পরিবার থেকে কাজ করতে বাধ্য করায় তারা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। তাই আমরা সরকারের সহায়তায় বিনামূল্যে খাবার এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি যেন তারা পড়ালেখা ছেড়ে না দেয়।"* বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার মূল কারণ দারিদ্র্য যা মোকাবেলা করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন তিনি। *"বেশিরভাগ গরিব পরিবারের বাচ্চাদেরকে কাজে পাঠানো ছাড়া কোনো উপায় থাকেনা। কিন্তু আমরা মনে করি, স্কুল কমিটি সহায়তামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।"*

আরেকজন স্বেচ্ছাসেবী বারেক আলী মাদকাসক্তি বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেন। তিনি স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও মাদকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করেন। মাদকের সহজলভ্যতাই মাদকাসক্তি বৃদ্ধির মূল কারণ বলে তারা চিহ্নিত করেন। *"পরিবারের যুবকেরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে পুরো পরিবারেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে মিলে আমরা মাদক পাচার চক্রগুলো বন্ধ করেছি। যুবকদেরকে উঠান বৈঠকে নিয়ে এসে তাদের সামনে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছি।"* পরবর্তীতে বৈঠকে অংশ নেয়া সেই যুবকেরা এমন উদ্যোগের জন্য আলীর স্বেচ্ছাসেবীদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। কারণ, এর আগে তারা মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো জানতেন না।

সভাপতি আফরোজার মতে, অন্যান্য প্রকল্পের চেয়ে পিফরডি বেশ ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, এ প্রকল্পে স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিদেরকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে।

> *"আগে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে এলাকার কিছু মানুষকে নিয়ে কাজ করতে পেরেছি। কিন্তু পিফরডি প্রকল্পে সরকারের সহায়তা থাকায় আমরা এখানে সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় নেতাদেরকে যুক্ত করতে পেরেছি,"* - আফরোজা আকবর

এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে প্রকৃত অর্থেই পরিবর্তন আনতে পারে বলেও মনে করেন তিনি।

PANCHGARH
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
KURIGRAM
THAKURGAON
DINAJPUR
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
JAIPURHAT
NAOGAON
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
CHUADANGA
JHENIDA
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
JESSORE
BAGERHAT
KHULNA
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

PIROJPUR

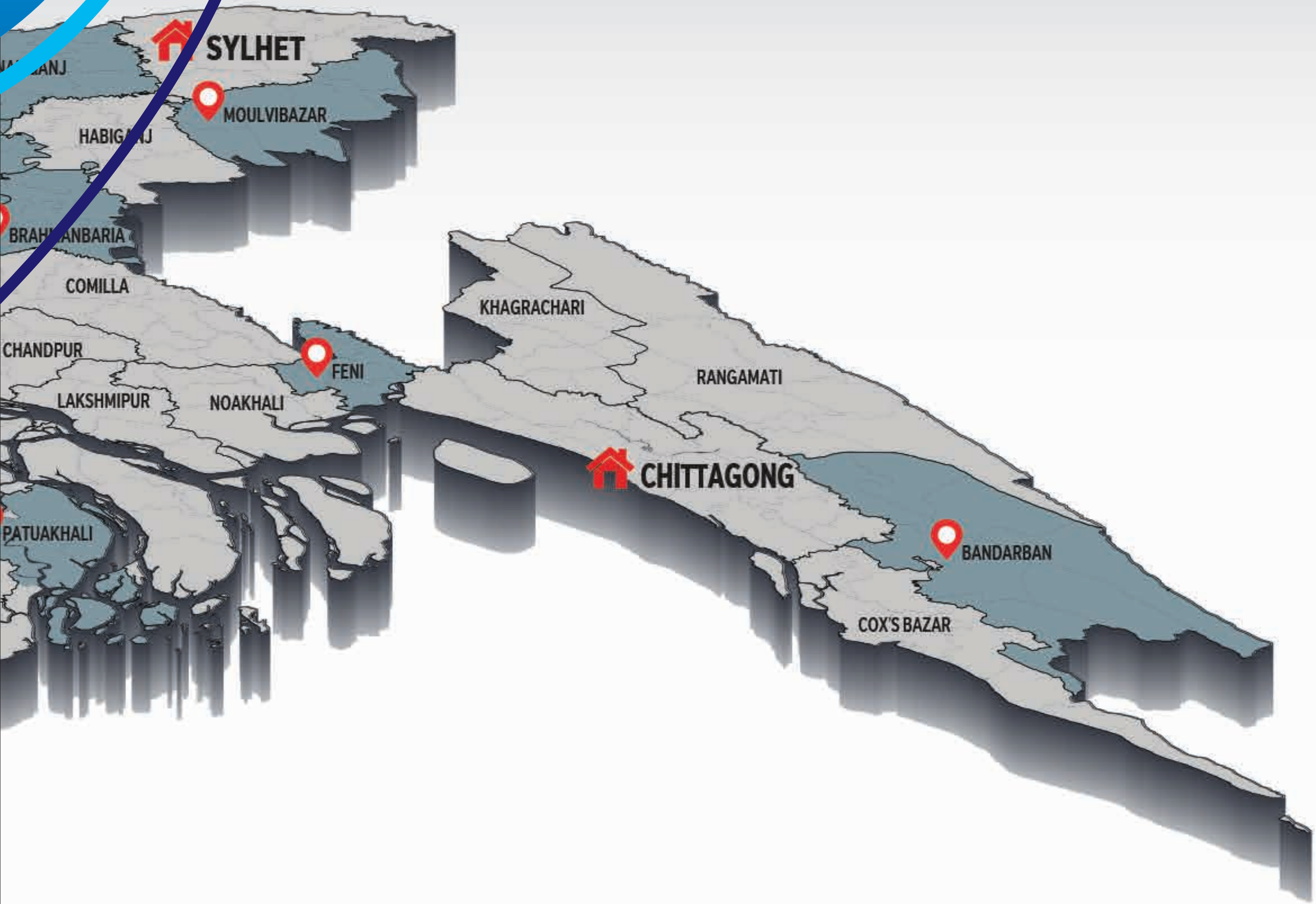
SYLHET
MOULVIBAZAR
COMILLA
KHAGRACHARI
CHANDPUR
FENI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

PIROJPUR GONO UNNAYAN SAMITY

Pirojpur made headlines in 2007 when it emerged as one of the most devastated districts in the wake of Cyclone Sidr. Bordering the mangroves of the Sundarbans, the district fell behind in development initiatives as the constant threat of natural disasters impeded progress.

In absence of necessary infrastructure, the district used to have widespread poverty and illiteracy. This has decreased over the last decade with literacy rising to about 65 percent alongside sustainable income generation. This was mostly because of significant efforts behind education and climate resilient crops ensuring agro-based economic activities. Persistent government efforts and civil society organisations (CSOs) like Pirojpur Gono Unnayan Samity played an important role behind this steady development.

"Until now, we have more than 1,500 beneficiaries, which equates to having at least one literate person or an economic and social resource in 1,500 families. Such numbers can have a substantial impact on the community," says CSO leader Ziaul Ahsan, explaining how the organisation was formed at the heart of Pirojpur town to eradicate illiteracy, poverty, and injustice.

In the past, the social service organisation has worked with institutions like OXFAM and the Freedom Foundation to implement programmes that promoted food-incentive based education and trained people to participate in income generating activities. The Pirojpur Gono Unnayan Samity has also been enlisted as one of the strategic partners of the Platforms for Dialogue (P4D) project to implement Social Action Projects (SAPs).

The SAPs taken on by the organisation included community awareness programmes on village courts, reducing school dropouts, and ending child marriage. Md Shohagh, who led the SAP on reducing school dropouts, says the CSO activities in high schools had a notable impact as around 500 students and their guardians attended the programme. *"We bridged the gap between local students, guardians, and the school management committee. Our volunteers spread the word on the benefits of higher education through leaflets and interactive sessions,"* he says.

CSO leader Ziaul Ahsan adds that the Pirojpur Gono Unnayan Samity is already renowned among the people of Pirojpur District for its role in improving literacy. *"We have worked extensively on this issue before as our organisation's focus is literacy development,"* he states, mentioning how the support of the P4D stakeholders made it possible for the organisation to work with a much larger demographic.

Chief Chairman of the Upazila, UNO Bashir Ahmed, who also took part in the project, says the literacy rate in the region has steadily increased but still needs support from government and non-government organisations. *"Projects like P4D have a different approach as they engage the people with their process directly. Many guardians talked to me frankly about the condition of local schools, and I think united efforts like this help the government make more informed decisions."*

Pirojpur is rapidly changing along with the economy of the country, and CSO leader Ziaul thinks the next step is to ensure skill development among the people.

> *"We always work to demonstrate to the community the benefits of higher education. The P4D project is another milestone in our successful journey. Everyone must understand that an educated Bangladesh is a poverty-free Bangladesh."*

পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি

২০০৭ সালে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর একটি পিরোজপুর। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী হওয়ায় জেলাটি একদিকে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত ছিল, অন্যদিকে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জেলার স্বাভাবিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছিল।

প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় জর্জরিত ছিল পিরোজপুর। তবে গত এক দশকে স্বাক্ষরতার হার প্রায় ৬৫ শতাংশ বাড়ার পাশাপাশি অনেক মানুষের স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা হওয়ায় দারিদ্র্য ও অশিক্ষা অনেকটাই দূর হয়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে শিক্ষার পেছনে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা ব্যয় করায় এবং জলবায়ু সহনশীল ফসলের মাধ্যমে জেলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি স্থিতিশীলতা আসার ফলে। এই ধারাবাহিক উন্নয়নের পেছনে সরকারের অবিরাম প্রচেষ্টার পাশাপাশি পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতির মতো নাগরিক সংগঠনগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সমাজ থেকে অন্যায়, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে পিরোজপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় এই সমিতি। সংস্থাটির গোড়াপত্তনের গল্প বলছিলেন সভাপতি জিয়াউল আহসান। তিনি বলেন, *"এখন পযন্ত আমাদের সংগঠন থেকে ১৫০০ পরিবারের অন্তত ১৫০০ মানুষ লেখাপড়া শিখেছে অথবা কোনো না কোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা পেয়েছেন। তারা সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।"*

অতীতে সংস্থাটি অক্সফাম ও ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী এবং বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ পরিচা-লনা করেছে। পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও কাজ করেছে এই সংগঠন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রকল্পটি।

গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতনতা, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী ও বাল্যবিবাহ বিষয়ক পিফরডির তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনা করেছে গণ উন্নয়ন সমিতি। ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিষয়ক এসএপির পরিচালক মো: সোহাগ। তিনি জানান, বিদ্যালয়ে সংগঠনের এ ধরনের কার্যক্রমের দারুণ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। তাদের অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। *"আমরা ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং স্কুল কমিটির মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা লিফলেট বিতরণ এবং ছোটখাটো বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে উচ্চশিক্ষার উপকারিতা বুঝিয়েছেন,"* বলছিলেন তিনি।

সমিতির সভাপতি জিয়াউল আহসান জানান, পিরোজপুরে স্বাক্ষরতার হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করায় ইতোমধ্যেই তাদের সংগঠন বেশ পরিচিত। তিনি বলেন, *"আমাদের সংগঠনের প্রধান লক্ষ্যই হলো স্বাক্ষরতার হার বাড়ানো। তাই এই ব্যাপারে আমরা আগেও ব্যাপক কাজ করেছি।"* প্রচুর সংখ্যক মানুষের মধ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে পিফরডির সহায়তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বশির আহমেদও এ প্রকল্পে অংশ নেন। তার মতে, ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চলে স্বাক্ষরতার হার বাড়ছে। তবে, এখনো সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে অনেক সহায়তা প্রয়োজন। *"পিফরডির মতো প্রকল্পগুলোর কর্মপদ্ধতি একেবারেই ভিন্নধর্মী। তারা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। এলাকার স্কুলগুলোর ব্যাপারে অনেক বাবা-মা আমার সাথে খোলামেলা কথা বলেছেন। আমি মনে করি, পিফরডি প্রকল্পের মতো সম্মিলিত প্রচেষ্টা সরকারকে আরো জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।"*

দেশের অর্থনীতির সাথে পাল্লা দিয়ে পিরোজপুর জেলাও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গণ উন্নয়ন সমিতির সভাপতি জিয়াউল আহসান মনে করেন, তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো সাধারণ মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন,

"আমরা সবসময়ই মানুষকে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে কাজ করি। আমাদের সফল যাত্রায় পিফরডি প্রকল্প আরেকটি মাইলফলক। এখন সবাইকে বুঝতে হবে, শিক্ষিত বাংলাদেশ মানেই দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ।"

PEOPLE'S DEVELOPMENT FOUNDATION

Civil society organisation (CSO) People's Development Foundation was formed in 1996 by Md Rafiqul Islam Panna in order to secure legal rights of people in and around Pirojpur District. Over time, through affiliations with the Department of Social Services and the Department of Youth Development, the organisation has established itself as an experienced social service organisation in Pirojpur Sadar Upazila.

In 2006, the government passed a law authorising village courts to have the power to resolve small disputes, such as disputes over debt, smaller land disputes, minor theft, physical conflicts with no bloodshed, and other petty non-criminal offences. *"Most local cases in Pirojpur District are settled in such makeshift village courts. Without an institutional jurisdiction, such courts often violate people's rights. Our organisation works to curb these violations through active participation in the hearings,"* says CSO leader Panna, adding that his organisation has worked on legal issues in the past with the Bangladesh Legal Aid Services Trust (BLAST) and Ain o Salish Kendra (ASK) — both being renowned national legal rights organisations.

In line with their previous work, the People's Development Foundation worked on transparency and legal bonds in village courts under the EU-funded P4D project through Social Action Projects (SAPs).

The SAPs implemented by the organisation under P4D covered issues like stopping child marriage, improving primary education, and continuing their work to support accountability in village courts. *"Our volunteers were able to utilise the organisation's experience on legal issues while implementing the projects,"* mentions Panna.

Aysha Akhter, who participated in the village court project, said it focused on the importance of legal, written, and notarised documents while dealing with cases. *"What we often see is that village court cases do not deal with written documents. Without such papers, the plaintiff cannot legally claim the outcomes of a trial. Oral verdicts are often manipulated by influential parties,"* she adds, explaining how around 600 people attended the P4D seminars on village courts and learned about the proper methods of operating village courts.

Panna adds that he has seen cases linked to rape, kidnapping, and land grabbing being resolved in village courts. *"This is a clear violation of the country's laws. Violent crimes are to be dealt with by proper law enforcement agencies through the judicial system. This was something we made sure our beneficiaries understood."*

In addition to addressing legal issues, the People's Development Foundation also worked to ensure income generating activities for local women by training them to repair electronic devices. The organisation also instated a computer literacy programme funded by the Department of Youth Development. *"We have worked on sanitation, health, and skill development in our community. I think the experience of dealing with a variety of people through P4D has helped the organisation a lot."*

The social activist, Panna, says that P4D has paved the path for a more informed citizenry that is aware of their rights.

> *"I like to call the People's Development Foundation an organisation for rights. A community can experience harmony only when there's justice, and involving the people in the process itself is the right way to do it."*

পিপল'স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

১৯৯৬ সালে পিপল'স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন নামের সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন মো: রফিকুল ইসলাম পান্না। পিরোজপুর ও এর আশেপাশের মানুষের আইনি অধিকার রক্ষার্থে এ সংগঠন গড়ে তোলেন তিনি। সমাজসেবা অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হওয়ার পর একটি অভিজ্ঞ সমাজসেবী সংগঠন হিসেবে উপজেলায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে সংস্থাটি।

২০০৬ সালে গ্রাম আদালতকে ঋণ, জমি, চুরি ও ঝগড়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে ছোটখাটো মামলা নিস্পত্তি করার এখতিয়ার দিয়ে সরকার একটি আইন পাশ করে। *"পিরোজপুরের বেশিরভাগ ছোটখাটো অভিযোগের মীমাংসা গ্রাম আদালতেই হয়। তবে, কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা না থাকায় এসব গ্রাম আদালত প্রায়ই মানুষের অধিকার খর্ব করে। এ ধরনের অন্যায় কমাতে গ্রামের বিচারকাজে অংশ নেয় আমাদের সংগঠন।"* পান্না আরো জানান, অতীতে তাদের সংগঠন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আস্ক) এর সাথে কাজ করেছে। দুটিই নামকরা আইন অধিকার বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

এসব কাজের ধারাবাহিকতায় সংস্থাটি পিফরডি প্রকল্পের আওতায় গ্রামে স্বচ্ছতা ও লিগ্যাল বন্ড নিয়ে কাজ করেছে। গ্রাম আদালতের পাশাপাশি পিপল'স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বাল্যবিবাহ ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) নিয়েও কাজ করেছে। পান্না বলেন, *"এসব প্রকল্পে আমাদের কর্মীরা আইনি ব্যাপারে সংগঠনের কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছে।"*

গ্রাম আদালত বিষয়ক এসএপির পরিচালক আয়েশা আখতার জানান, গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার আইনি নথিপত্রের গুরুত্ব প্রচারে কাজ করেছেন তারা। *"আমরা প্রায়ই দেখি গ্রাম আদালত অফিশিয়াল কাগজপত্র নিয়ে কাজ করেনা। আইনত, এসব কাগজ ছাড়া বিচারক রায় দিতে পারেন না। প্রায়ই মৌখিক রায়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাসীন দল।"* তিনি আরো জানান, তাদের সভায় অংশ নিয়ে প্রায় ৬০০ মানুষ বিচারকাজ সম্পাদনের যথাযথ নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

গ্রাম আদালতে ধর্ষণ, অপহরণ ও জমি আত্মসাতের মত ভয়াবহ অপরাধের বিচার হতে দেখেছেন পান্না। *"এটি স্পষ্টত আমাদের দেশের আইন লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। সুষ্ঠ বিচারব্যবস্থার আওতায় এসব ভয়াবহ অন্যায়ের বিচার করতে হবে। আমরা মানুষকে এ ব্যাপারেও সচেতন করেছি।"*

আইনি বিষয়ের পাশাপাশি সংগঠনটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অর্থায়নে স্থানীয় নারীদেরকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত ও কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। *"আমরা পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও কারিগরি দক্ষতা নিয়ে কাজ করেছি। আমি মনে করি, বিভিন্ন মানুষের সাথে পিফরডি প্রকল্পের কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাদের সংগঠনকে নানাভাবে সহায়তা করেছে।"*

এই সমাজসেবীর মতে, এসএপিগুলো নাগরিকদেরকে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করেছে।

> *"আমি এ সংগঠনকে অধিকার আদায়ের সংগঠন বলতে চাই। একটি সমাজ তখনই সুস্থ সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, যখন সেখানে ন্যায়বিচার থাকে। আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সমাজের সব মানুষকে যুক্ত করা প্রয়োজন,"* বলছিলেন পান্না।

BONDHON SAMAJ KALLAYAN SANGSTHA

Bondhon Samaj Kallayan Sangstha is a budding civil society organisation (CSO) in Pirojpur. The Bondhon Samaj Kallayan Sangstha began as a credit organisation at the Kadamtala Village back in 2006 with the aim of helping their community build small businesses and houses. Since its registration with the Department of Social Services, the CSO has participated in the celebration of national events, provided relief goods during winters, and has experience in promoting youth-friendly health programmes.

Bondhon Samaj Kallayan Sangstha was enlisted as strategic partner for the EU-funded P4D programme to promote good governance through various Social Action Projects (SAPs). CSO leader Asim Uddin Howlader said he was proud to join the initiative to promote transparency and accountability.

"We have worked on government projects as a registered social service organisation. The local youth who join the organisation as volunteers have worked on other projects before, but I must say that the P4D programme has been an entirely new experience," adds Asim, explaining that the volunteers who worked for the projects focused on broader issues like child marriage and the quality of education at primary schools.

Husain Bashir, who led the SAP on child marriage for Bondhon Samaj Kallayan Sangstha, thinks that the issue of child marriage needs to be tackled through multi-level participation of people. *"If we only made the female students aware of the problem, we would cover just half of the problem. Our idea was to engage boys and girls equally, so both sides could understand the drawbacks of child marriage,"* he explains, adding that the seminars arranged to make people aware about the harmful effects of child marriage drew a huge crowd, which included both students and their guardians.

CSO leader Asim mentions that his organisation also involved local religious leaders like Imams and madrasah teachers as they are influential among the villagers. *"People often listen to religious leaders, and they have a certain kind of respect in the community. So, we brought them into the team and they talked about the drawbacks of child marriage."*

Mentioning how literacy rates are steadily rising in Pirojpur, Asim adds that the volunteers who worked for Bondhon Samaj Kallyan Sangstha were mostly college students. *"My biggest achievement while working with P4D is that my organisation's volunteers have learned a lot. Now, they are not only more conscious citizens themselves, but they also possess the right policy knowledge to promote good governance in the community."*

Asim adds that his organisation's primary objective of providing micro-credit for housing and income generation is an ongoing activity, but his involvement with the P4D activities has encouraged him to think of other social service platforms.

> *"I think I will work more extensively with students from now on. I see that they are more open to change. I am thinking about launching a scholarship programme for locals. Let's see where it goes."*

বন্ধন সমাজকল্যাণ সংস্থা

পিফরডি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পিরোজপুরের অন্যান্য নাগরিক সংগঠনের তুলনায় বন্ধন সমাজকল্যাণ সংস্থা বেশ নতুন। সভাপতি আসিমউদ্দিন হাওলাদার জানান, যেখানে অন্য দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় '৯০ এর দশকে, সেখানে তার সংগঠনের বয়স মাত্র দশ বছরের মতো।

২০০৬ সালে কদমতলা গ্রামে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে বন্ধন সমাজ কল্যাণ সংস্থা। তাদের লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ঘরবাড়ি তৈরিতে গ্রামের মানুষকে সহায়তা করা। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভের পর থেকে সংস্থাটি বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে। পাশাপাশি, তরুণ-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবার প্রসার ও শীতবস্ত্র বিতরণের অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাদের।

"সমাজসেবী সংগঠন হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর আমরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কাজ করেছি। আমাদের সদস্যদের এসব কাজের অভিজ্ঞতা আছে। তবে সত্যি বলতে, পিফরডির কাজ সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের জন্য," বলছিলেন আসিম। তিনি আরো জানান, তারা বাল্যবিবাহ এবং প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করেছেন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ক এসএপির পরিচালক হুসেইন বশির মনে করেন, এ সমস্যা দূর করতে হলে সমাজের সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। *"শুধু মেয়েদেরকে সচেতন করলে সমস্যার অর্ধেক সমাধান হবে। নারী-পুরুষ উভয়কেই আমরা এসএপিতে সমান ভাবে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি, যেন দু-পক্ষই বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক বুঝতে পারে।"* তিনি জানান, বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিক তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজিত সভাগুলো প্রচুর মানুষের মাঝে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি আসিম জানান, তারা স্থানীয় ইমাম এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকেও সংগঠনের কাজে যুক্ত করেছেন। *"এলাকায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বেশ সম্মান রয়েছে। মানুষ তাদের কথা শোনেন। তাই আমরা তাদেরকে এসএপির কাজে যুক্ত করেছি। তারাও বাল্যবিবাহের নেতিবাচক দিক নিয়ে কথা বলেছেন।"*

পিরোজপুরে দ্রুত স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে বলতে গিয়ে আসিম জানান, তাদের সংগঠনের বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবীই এখনো ছাত্র। *"পিফরডির সাথে কাজ করার পর আমার সবচেয়ে বড় অর্জন হলো এ প্রকল্প থেকে আমার কর্মীরা অনেক কিছু শিখেছেন। এখন তারা প্রত্যেকেই সচেতন নাগরিক। সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কেও জানেন তারা।"*

আসিম জানান, কর্মসংস্থান ও বাড়ি তৈরির জন্য ক্ষুদ্রঋণের যে প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল তা নিয়ে তারা কাজ করে চলেছেন। তবে, এর বাইরে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজ করার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছে পিফরডি।

> *"এখন থেকে আমরা ছাত্রদের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করব। পরিবর্তনের ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় তারা বেশি আগ্রহী। আমি এলাকার ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করার কথা ভাবছি। দেখা যাক কি হয়।"* - আসিম উদ্দিন হাওলাদার

BUKS

RAJSHAH

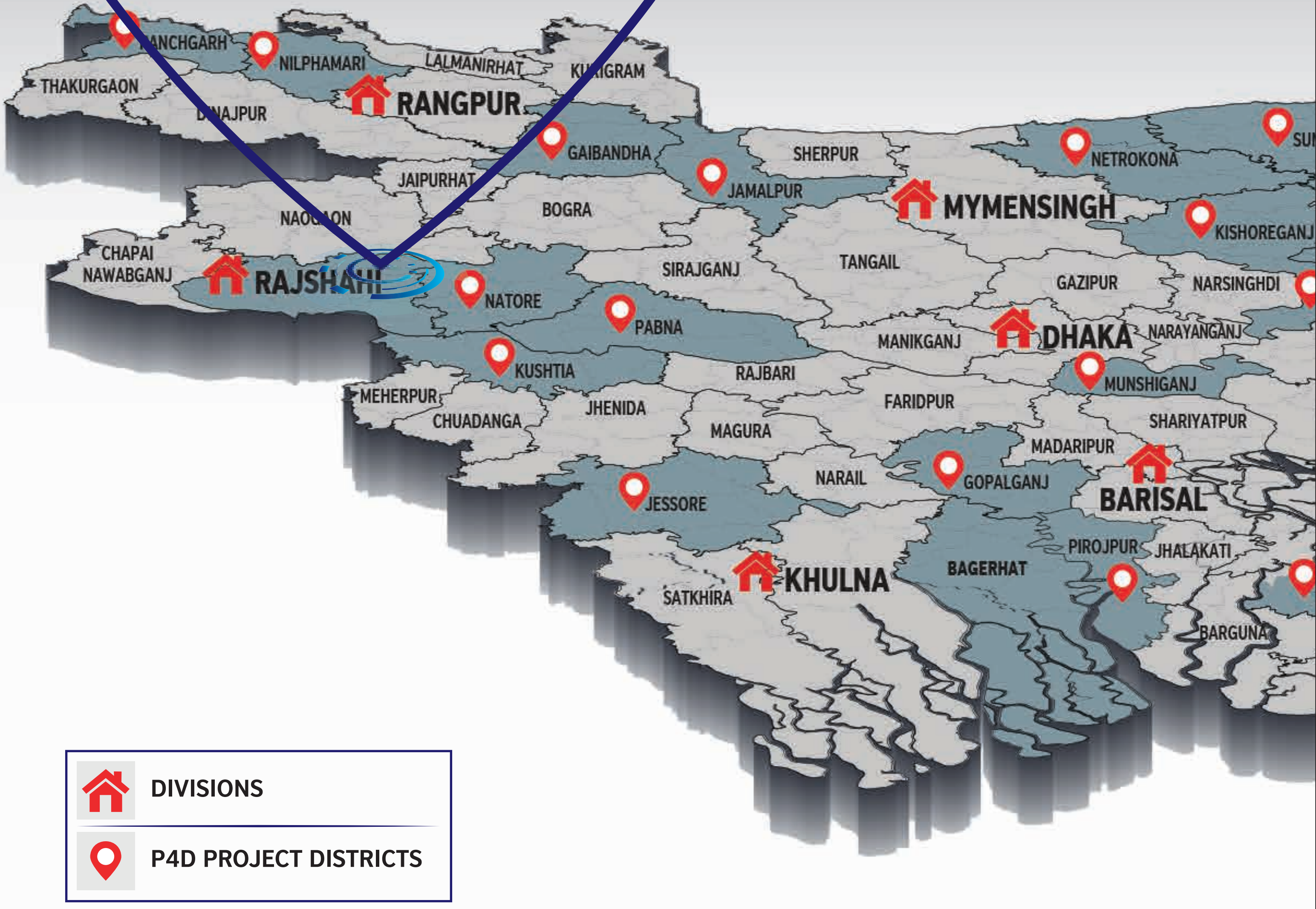
NILPHAMARI
LALMANIRHAT
THAKURGAON
RANGPUR
GAIBANDHA
SHERPUR
NETROKONA
JAIPURHAT
JAMALPUR
MYMENSINGH
BOGRA
KISHOREGANJ
CHAPAI NAWABGANJ
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
TANGAIL
GAZIPUR
NARSINGHDI
NATORE
PABNA
MANIKGANJ
DHAKA
NARAYANGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
MUNSHIGANJ
MEHERPUR
JHENIDA
FARIDPUR
CHUADANGA
MAGURA
SHARIYATPUR
MADARIPUR
NARAIL
GOPALGANJ
BARISAL
JESSORE
PIROJPUR
JHALAKATI
KHULNA
BAGERHAT
SATKHIRA
BARGUNA
DIVISIONS
P4D PROJECT DISTRICTS

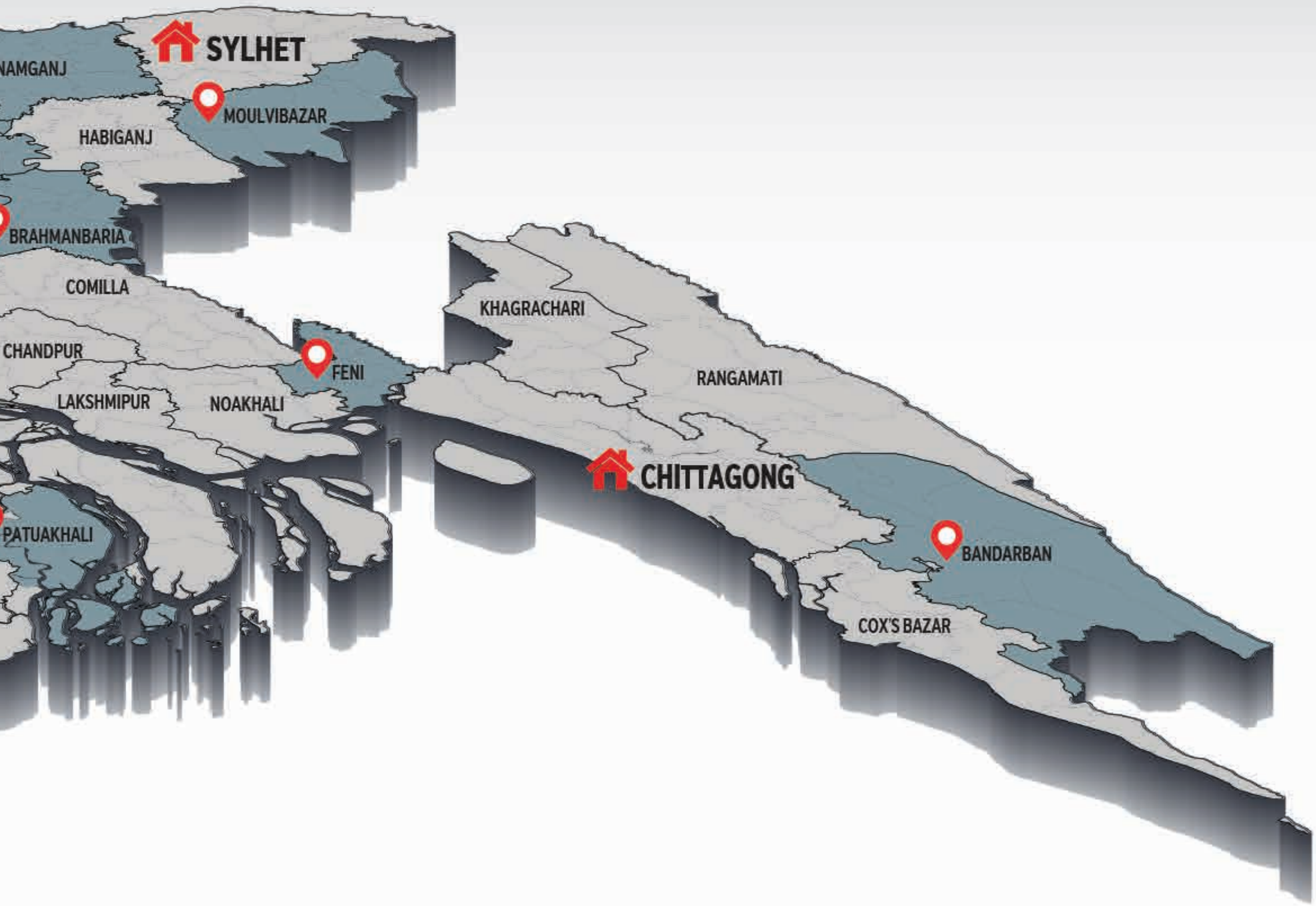
SYLHET
NAMGANJ
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

ASHAR PRODIP

Deprived of higher education herself, Rajshahi's Monowara Yeasmin established Ashar Prodip in 1999 to empower people through education and financing.

> *"I started with only 40 women from my neighbourhood in Sahapur village, but my organisation has grown significantly since."*

Ashar Prodip is now a renowned organisation not only in Huzuripara Union but also throughout Paba subdistrict of Rajshahi Division. Platforms for Dialogue (P4D) helped Monowara Yeasmin reach more people with the support from British Council.

"The project has been a blessing. Whenever people hear the name of British Council, they value us much more than they used to," says Yeasmin. The CSO leader recalls how she started with a micro-credit programme of Tk 500-1000. *"At that time, we started with pisciculture, cattle breeding, and selling sewing machines in instalments."* Ashar Prodip also helped people with vegetable farming and donated winter clothes to those in need.

Then in 2006, the organisation experienced a major setback — Microcredit Regulatory Authority (MRA) revoked Ashar Prodip's microcredit licence, however, that did not stop Monowara. She started looking for other ways to help her community and soon got a project from BRAC to run schools for young children, which continued until 2016.

Monowara also procured Unnoto Chula (an environmentally-friendly stove) and ran primary healthcare projects through Ashar Prodip. The organisation has provided around 60 wheelchairs, crutches, and 3 sewing machines to locals.

Slowly but steadily, the number of volunteers and beneficiaries grew. *"Our current number of beneficiaries would easily cross 6,000. Besides, our executive committee members are experienced people who have worked for other NGOs too."*

Four males and three females make up Ashar Prodip's executive committee. Monowara's husband also works at Ashar Prodip, and she is proud of the work they have accomplished together. She says, *"we started working with P4D in 2018. The experience has been wonderful so far."*

Monowara and her colleagues are committed to providing social services even after P4D's activities and support conclude *"We won't stop. We run a school named Niketon for children, and we hope to expand to Puthia in the future."* Monowara is targeting 40 schools. *"Many are already under construction,"* she adds.

Monowara says she has worked for the welfare of her community with a monthly donation of Tk 10 from each of her members, and she is confident that she can continue the good work in the face of any challenge.

আশার প্রদীপ

১৯৯৯ সালে রাজশাহীতে আশার প্রদীপ নামের সংস্থাটি গড়ে তোলেন মনোয়ারা ইয়াসমিন। তিনি নিজে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে না পারলেও শিক্ষা ও আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নত করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থা চালু করেন।

> *"আমি সাহাদপুর গ্রাম এবং আশেপাশের এলাকার ৪০ জন মহিলাকে নিয়ে কাজ শুরু করি। এখন আমার সংগঠন অনেক বড় পরিসরে কাজ করছে,"* বলছিলেন মনোয়ারা ইয়াসমিন।

বর্তমানে আশার প্রদীপ হুজুরিপাড়া ইউনিয়ন ছাড়িয়ে সমগ্র পবা উপজেলায় ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

আরো বেশি মানুষের কাছে সংস্থার সেবা পৌঁছে দিতে মনোয়ারাকে সাহায্য করেছে পিফরডি প্রকল্প। মনোয়ারার ভাষায় পিফরডি তাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। *"পিফরডি'র নাম শুনে মানুষ আমাদেরকে আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।"*

মাত্র ৫০০-১০০০ টাকার ক্ষুদ্রঋণ দেয়ার মাধ্যমে কাজ শুরু করার কথা স্মৃতিচারণ করেন মনোয়ারা। তিনি বলেন, *"এরপর আমরা কিস্তিতে মাছ চাষ, গবাদিপশু পালন ও সেলাই মেশিন বিক্রির কাজ শুরু করি।"* এছাড়া, এলাকার দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং তাদেরকে সবজি চাষে সহায়তা করেন তারা।

২০০৬ সালে সংগঠনটির ক্ষুদ্রঋণ লাইসেন্স বাতিল করে দেয় ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। তবে এতে থেমে যাননি মনোয়ারা। তিনি এলাকার মানুষকে সাহায্য করার অন্য উপায় খুঁজতে থাকেন। এমন সময় তিনি ব্র্যাকের একটি প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পেয়ে যান। ২০১৬ সাল পর্যন্ত এ প্রকল্পে তিনি শিশুদের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

মনোয়ারা তার সংগঠন থেকে উন্নত চুলা নামে একটি পরিবেশবান্ধব চুলা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প চালু করেন। তারা স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে প্রায় ৬০টি হুইলচেয়ার, ক্র্যাচ ও তিনটি সেলাই মেশিন দান করেন।

ধীরে ধীরে আশার প্রদীপের স্বেচ্ছাসেবী ও সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। মনোয়ারা জানান, *"এ সংগঠন থেকে সহায়তা পাওয়া মানুষের সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়িয়ে গেছে।"* চারজন পুরুষ ও তিনজন নারী সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে সংস্থাটির। *"আমাদের নির্বাহী সদস্যদের অন্যান্য এনজিওতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।"* গর্বিত কণ্ঠে তিনি আরো জানালেন, তার স্বামীও এ সংস্থার সাথে যুক্ত।

তিনি বলেন, সবগুলো বৈঠক আয়োজন করতে না পারায় পিফরডির আওতায় তাদের সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। তিনি বলেন, *"আমরা ২০১৮ সাল থেকে পিফরডি'র সাথে কাজ করছি। এ কাজের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত দারুণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।"*

প্রকল্প চালু থাকুক বা না থাকুক, মনোয়ারা ও তার সহকর্মীরা সমাজসেবামূলক কাজ চালিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। *"আমরা থেমে থাকবো না। শিশুদের জন্য আমরা নিকেতন নামে একটি স্কুল চালাই। আশা করি, ভবিষ্যতে এই স্কুল পুঠিয়া পর্যন্ত বাড়াতে পারবো।"*
মনোয়ারার লক্ষ্য ৪০টি স্কুল চালু করা। *"এর মধ্যে অনেকগুলোই নির্মানাধীন,"* বললেন তিনি।

মনোয়ারা জানান, সদস্যদের কাছ থেকে মাসিক মাত্র ১০ টাকা করে অনুদান নেয়ার মাধ্যমে তিনি তার এলাকায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতেও যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন বলে আত্মবিশ্বাসী তিনি।

BOSTI UNNAYAN O KORMI SANGSTHA

"When they asked why these young women greet me with such reverence, I replied that was because they respect me," said Hasinur Rahman, recalling the time when he used to work for the welfare of the sex workers from his district. The respect is mutual between Hasinur and the women. *"I also learned from them."*

Now a veteran social worker, Hasinur Rahman had always wanted to do something for his community.

In 1995, he founded Bostibashir Odhikar Shurokkha Committee (committee for the protection of slumdwellers' rights). He started working in 96 slums of Rajshahi and formed a sub-committee in each slum.

The sub-committees raised awareness about health, education, and sanitation among the residents. Hasinur's organisation even set up deep tube-wells to provide clean water in the slums.

Hasinur observed that there was a huge number of sex workers who lived under especially poor conditions, so he thought of doing something to improve their quality of life. *"I wanted them to have a better life and a sustainable source of income so that they would not have to be sex workers anymore."*

Hasinur's organisation raised awareness about AIDS among the sex workers; there were transgender people among them too. *"It was the first step. Then we arranged skills trainings for sewing and handicrafts."*

The mayor of Rajshahi at that time, Mizanur Rahman Minu, also agreed to appoint some of the women as road cleaners.

Those who had taken the sewing classes would then make clothing with beautiful designs, and Hasinur's organisation arranged for the goods to be sold. It became a good practice, but it needed to be sustainable on its own. To help the women become financially independent, Hasinur opened up bank accounts for them. *"If they could not save any money, there was no point in making it in the first place."* Hasinur's work changed the lives of many sex workers from the slums of Rajshahi, and it still inspires him.

Hasinur and his 7-member executive committee used that inspiration and continued to work for the betterment of slum residents under their organisation, Bosti Unnayan O Kormi Sangstha (BUKS), which was selected as a partner civil society organisation under the EU-funded P4D project. Being implemented with the assistance of the Bangladesh government's Cabinet Division, their association with this project gave them a lot of momentum, said Hasinur. *"We can now invite any chairman or member of the Union or the subdistrict to P4D meetings, and they readily agree."* BUKS has worked on a variety of Social Action Projects (SAPs) under P4D, touching on agricultural development, stopping child marriage, raising awareness of drug abuse, reducing school dropout rates, and improving access to education.

The organisation arranged meetings for farmers with the Upazila Nirbahi Officer (UNO) of Paba subdistrict so that they could tell him about their work directly. *"The UNO of Paba is very eager and helpful. He is always ready to help us assist the farmers."*

To combat the high rate of child marriage in the slums, the organisation also arranged community meetings to raise awareness of the risks of child marriage. *"Girls as young as 6 years of age are married off by their families. The response has been good. There were 50-60 people in those meetings."*

The community youth, their families, teachers, and local administrators have also attended meetings to combat drug abuse, as well as to reduce school dropout rates. *"Slums are poverty-stricken areas, and the dropout rate is much higher than the national average."* BUKS, with the help of P4D, is providing food, books, and small incentives to keep children in school and away from brick kilns and sweatshops. Hasinur says the SAPs have benefited more than 3,500 people already. The organisation is exemplary for many reasons, but foremost among them is that they ensure gender inclusion. Three of the executive members of the organisation — including the president and the treasurer — are women. This has only furthered their acceptance among the slum dwellers of Paba.

"Gender inclusion was a goal from the beginning, and it is always helpful to have female leaders if we are to work for the welfare of women," says Hasinur Rahman

বস্তি উন্নয়ন ও কর্মী সংস্থা

এলাকার যৌনকর্মীদের কল্যাণে কাজ করার ব্যাপারে বলতে গিয়ে হাসিনুর রহমান বলেন, *"সবাই জানতে চায়, এই মেয়েরা আমাকে এত বিনীতভাবে সালাম দেয় কেন? জবাবে আমি শুধু বলি, তারা আমাকে সম্মান করে।"* এই নারীদের সাথে হাসিনুরের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের। তিনি বলেন, *"আমিও তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি।"*

একজন অভিজ্ঞ সমাজকর্মী হাসিনুর একসময় তার এলাকার মানুষের কল্যাণে কিছু একটা করার কথা ভাবতেন। ১৯৯৫ সালে তিনি বস্তিবাসীর অধিকার সুরক্ষা কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর রাজশাহীর ৯৬টি বস্তিতে কাজ শুরু করেন এবং প্রত্যেক বস্তিতে একটি করে উপ-কমিটি গঠন করেন। উপ-কমিটিগুলো বস্তিবাসীদের মাঝে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যাপারে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে। এছাড়া, নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য হাসিনুরের সংগঠন বস্তিগুলোতে গভীর নলকূপ স্থাপন করে।

একসময় হাসিনুর লক্ষ্য করেন, তার এলাকায় অনেক যৌনকর্মী আছেন, যারা দুর্বিষহ জীবনযাপন করেন। এবার তিনি তাদের জন্য কিছু একটা করার কথা চিন্তা করেন। *"কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের জীবন স্বাভাবিক করার তাগিদ অনুভব করি আমি। এতে তাদেরকে আর যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করতে হবে না।"*

হাসিনুরের সংগঠন যৌনকর্মী ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের মাঝে এইডস বিষয়ক সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে। *"এটা ছিল প্রথম ধাপ। এরপর আমরা সেলাই ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করি,"* বলছিলেন হাসিনুর। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা পোশাক বানানো শুরু করলে সংস্থাটি সে পোশাক বিক্রির ব্যবস্থা করে। এদিকে, রাজশাহীর তৎকালীন মেয়র মিজানুর রহমান মিনু বেশ কয়েকজন নারী যৌনকর্মীকে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে নিয়োগ দিতে সম্মত হন।

এটা দারুণ একটি উদ্যোগ ছিল। এরপর হাসিনুর ঐ নারীদের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দেন। *"আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য না জমালে আয় করে তাদের কোনো লাভ হবে না,"* বললেন তিনি।

হাসিনুরের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে রাজশাহীর বস্তিতে থাকা বহু যৌনকর্মীর জীবন বদলে যেতে থাকে। এ বিষয়টি এখনো তাকে অনুপ্রাণিত করে।

এ অনুপ্রেরণাকে পুঁজি করে হাসিনুর তার সাতজন সহকর্মীকে সাথে নিয়ে বস্তি উন্নয়ন ও কর্মী সংস্থার আওতায় বস্তিবাসীর জন্য কল্যানমূলক কাজ করতে থাকেন। একপর্যায়ে, তার সংগঠন পিফরডি প্রকল্পে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হয়। পিফরডি তাদের কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে বলে জানান হাসিনুর।

"আমরা এখন যেকোনো ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যকে পিফরডির বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি। তারাও আমাদের বৈঠকে যোগ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।"

স্থানীয় কৃষক ও পবা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিয়ে সংস্থাটি বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে কৃষকেরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। *"উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বেশ আন্তরিক। আর তাদের সাহায্যও বেশ কার্যকরী। তারা যেকোন মুহূর্তে কৃষকদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।"*

একসময় বস্তিগুলোতে বাল্যবিবাহের হার অনেক বেশি ছিল। *"অনেক পরিবারে ছয় বছরের বাচ্চা মেয়েকেও বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়,"* বলছিলেন হাসিনুর।

বস্তি উন্নয়ন ও কর্মী সংস্থা একটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্টের (এসএপি) আওতায় বাল্যবিবাহ রোধে বেশ কিছু বৈঠকের আয়োজন করে। *"এসব বৈঠকে দারুণ সাড়া পাওয়া যায়। প্রতিটি বৈঠকে ৫০ থেকে ৬০ জন মানুষ অংশ নেন।"*

মাদকবিরোধী আরেকটি এসএপির আওতায় আয়োজিত বৈঠকে স্থানীয় কিশোর-যুবক, তাদের অভিভাবক ও স্থানীয় প্রশাসন অংশ নেয়।

স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমানো বিষয়ক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এসএপি রয়েছে।

> *"দারিদ্র্যের কারণে বস্তিগুলোতে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার সারা দেশের হারের চেয়েও অনেক বেশি।"* বলেছেন হাসিনুর রহমান

BACHAR ASHA SANGSKRITIK SANGATHAN

Bachar Asha Sangskritik Sangathan is an NGO run entirely by transgender people from a small office in the labyrinthine Nowhata neighbourhood of Rajshahi. The President of the organisation, Mostafa Sarker Bijli, identifying as a trans-woman, says they are forced to operate from the shadows to avoid mistreatment from the people in general.

Without access to decent education, employment, health, and even basic shelter, transgender people in Bangladesh mostly work as poorly paid sex workers, making way for inhumane exploitation systematically segregated from the mainstream. *"Even the Imams do not want us to be buried in graveyards. What are we supposed to do with our dead bodies?"* Bijli asks rhetorically to illustrate their desperation and plight.

Bijli talks about systematic abuses faced by the transgender community with a casual indifference, highlighting the fact that they have faced this since birth, mostly from their own families. Bijli, now leading a group of 108 transgender people in Nowhata, was sexually abused as a child and the abuse never stopped, which is something that almost every transgender child face, they explain. Despite everything, Mostafa Sarker Bijli was able to overcome barriers with an indomitable spirit. Bijli used to perform in Jatras (rural theatres) with other transgender people and observed that only people from the NGOs talked to them without any hesitation and provided them with some support.

Back in 1998, Bijli gathered 55 transgender people, mostly acquaintances from cultural performances, and decided to form an NGO of their own to work for the rights of transgender people. *"We lived sub-human lives, and we needed to do something ourselves for our rights."*

Since its formal beginning in 2003, Bijli's NGO has worked with many projects to improve the lives of transgender people in Natore, Rajshahi, Dinajpur, and Rangpur. Now in 2021, the NGO addresses a whole range of issues including financial, medical, legal, and housing support for transgender people. Bijli and their fellow transgender leaders have taken part in pride parades, stood up for their voting rights, and confronted policymakers about transgender rights.

Since 2017, Bachar Asha Sangskritik Sangathan has been enlisted as a partner civil society organisation (CSO) with the Platforms for Dialogue (P4D) programme. Facilitated by P4D, Bijli's organisation has been able to work for people outside their own community for the first time.. Through Social Action Projects (SAPs), Bachar Asha has involved farmers, clinic patients, educational institutions, and local government officials in organised seminars and meetings on the Citizen's Charter, reducing school dropouts, and advocating against child labour.

Mostafa Sarker Bijli says the participation of people in these P4D SAPs has been overwhelming.

> *"We were welcomed there with respect. We were given a chance to spread good, and we did just that."*

The leader of the transgender community reminds us that transgender people still face discrimination every step of the way, and a lot more needs to change. *"It is a great start,"* said Bijli. The fact that Bachar Asha Sangskritik Sangathan, a traditionally marginalised organisation, is able to grow its scope of work and impact the community at large is a big step towards effective CSO involvement in the development of social accountability tools.

বাঁচার আশা সাংস্কৃতিক সংগঠন

বাঁচার আশা সাংস্কৃতিক সংগঠন রাজশাহীর নওহাটায় অবস্থিত। এই সংগঠনটি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের দ্বারা পরিচালিত। নিজের জেন্ডার পরিচয় দিয়ে সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা সরকার বিজলী অভিযোগ করেন, মানুষের দুর্ব্যবহার থেকে বাঁচতে তাদেরকে যেকোন কাজ আড়ালে করার পরামর্শ দেয়া হয়।

সমাজের অন্য সব মানুষের মত বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও চাকরির সুবিধা না পাওয়ায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এক শোষিত শ্রেণির মানুষে পরিণত হয়েছেন। তাদের দুরবস্থা চরম মাত্রা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, *"এমনকি মারা যাবার পর মসজিদের ইমামও আমাদের কবর দিতে চায় না। তাহলে আমাদের মত মানুষের লাশ নিয়ে কোথায় যাব আমরা?"*

তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার রক্ষার্থে বিজলী বর্তমানে নওহাটার ১০৮ জন মানুষকে নিয়ে কাজ করছেন। জন্মের পর থেকেই একের পর এক খারাপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন তিনি। বিজলী জানান, শিশু অবস্থায় যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হন তিনি। তিনি আরো বলেন, প্রায় প্রত্যেক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবনে এ ধরণের নির্যাতনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বিজলী এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এক সময়ে গ্রামের যাত্রাপালায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সাথে অভিনয় করতেন তিনি। সেসময়ে তিনি লক্ষ্য করেন, শুধু এনজিও কর্মীরা তাদের সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলেন। এমনকি বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতাও করেন।

১৯৯৮ সালে বিজলী একটি এনজিও প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তার সহশিল্পীসহ অন্যান্যদেরকে নিয়ে ৫৫ জনের একটি দল গঠন করেন। এনজিওটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ২০০৩ সালে। তিনি বলেন, *"আমরা মানুষ হিসেবে সবসময় নিম্নতর জীবনযাপন করেছি। তাই আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য কিছু করা দরকার ছিল।"*

২০০৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নাটোর, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর থেকে শুরু করে দেশের অন্যান্য জেলায় তারা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করেছেন। বর্তমানে এনজিওটি আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি চিকিৎসা, বাসস্থান ও আইনি সহায়তাও দিয়ে থাকে। তাছাড়া এই সংস্থা প্রাইড প্যারেডে অংশ নিয়ে বাংলাদেশে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটাধিকারসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে সহায়তা করে।

২০১৭ সালে *'বাঁচার আশা সাংস্কৃতিক সংগঠন'* পিফরডি প্রকল্পের আওতায় সুশীল সমাজ সংগঠন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

পিফরডির কল্যাণে বিজলীর সংগঠনটি প্রথমবারের মত নিজ সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষের জন্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) এর মাধ্যমে, সরকারি ও এনজিও কর্মীদের অংশগ্রহণে কৃষক থেকে শুরু করে হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেবা সন্ধানকারীদের নিয়ে কাজ করেছে সংগঠনটি।

বিজলীর মতে, পিফরডির প্রকল্পগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিলো অভাবনীয়। তিনি আরো বলেন,

"এই প্রকল্পের কাজে আমাদেরকে সম্মানের সাথে স্বাগত জানানো হয় এবং একইসাথে ভালো কাজ করার সুযোগ করে দেয়া হয়। আমরাও এর সদ্ব্যবহার করেছি।"

তবে বিজলী আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন, এখনো প্রতিটি পদক্ষেপে তাদেরকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তাই এখনো অনেক কিছুই পরিবর্তন করা বাকি।

DIVISIONS

P4D PROJECT DISTRICTS

SUNAMGANJ

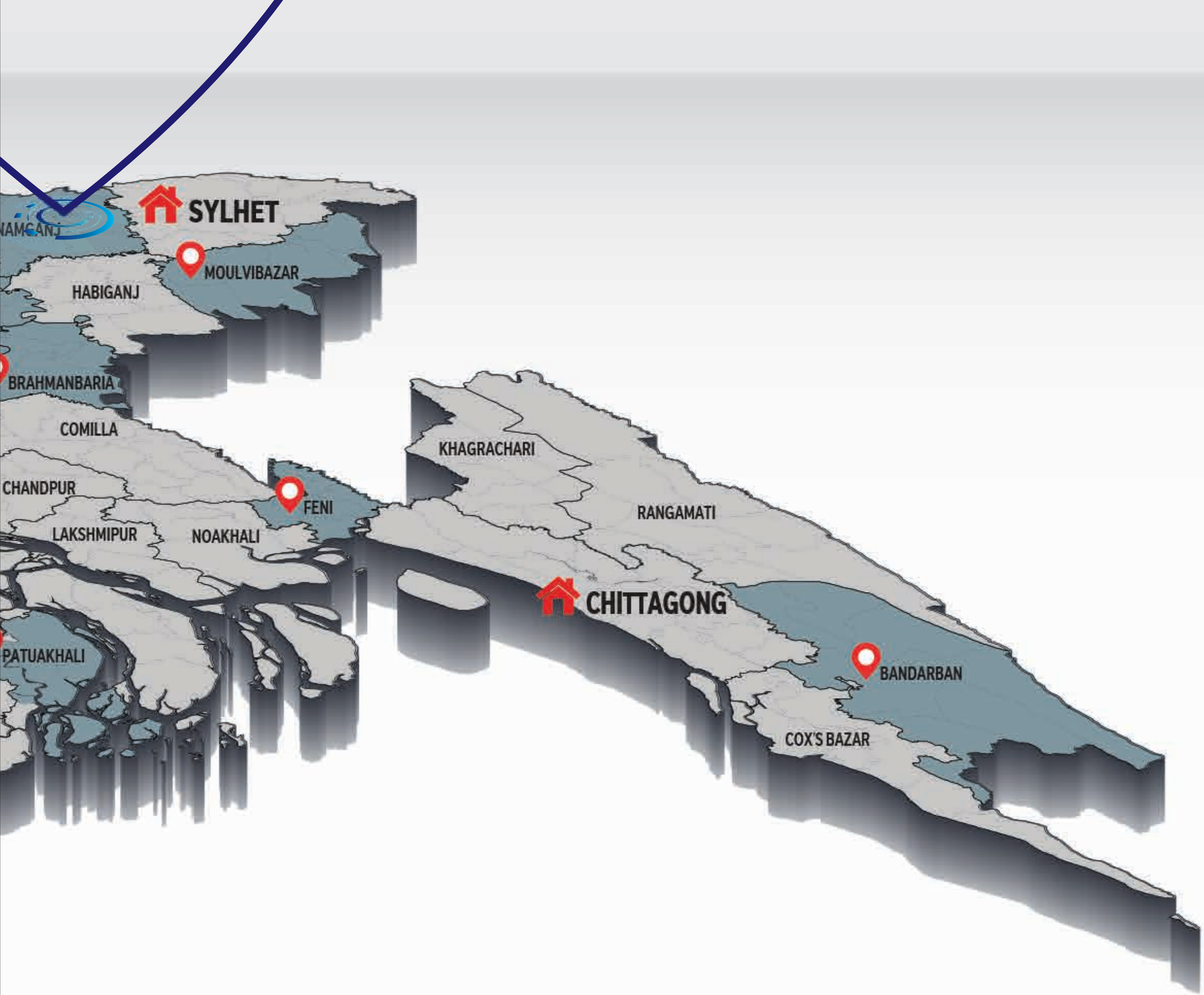
SYLHET
MOULVIBAZAR
HABIGANJ
BRAHMANBARIA
COMILLA
CHANDPUR
FENI
LAKSHMIPUR
NOAKHALI
KHAGRACHARI
RANGAMATI
CHITTAGONG
PATUAKHALI
BANDARBAN
COX'S BAZAR

ESHO KAJ KORI MAHILA UNNAYAN SAMITI

Jahanara Begum and 21 other women from Bishwambharpur Upazila established the civil society organisation (CSO) Esho Kaj Kori Mahila Unnayan Samiti in 2005 to improve the lives of women in the community.

"Most women have no income of their own. They are heavily dependent on their husbands and thus have no social freedom," says Jahanara, who has led the organisation for the last 15 years to help women in her community participate in income generating activities (IGAs) and curb child marriage.

Through the Department of Women's Affairs since 2012, Jahanara's organisation has trained around 1,500 women in poultry farming, fisheries, vegetable farming, cattle farming, and embroidery, which has raised household incomes drastically. *"We worked for the government's 'One House One Farm' project. Our focus was on women's empowerment, so we integrated embroidery training too."*

Esho Kaj Kori Mahila Unnayan Samiti has been enlisted as a strategic partner for the EU-funded P4D programme. In line with the key P4D tools, the organisation has worked on multiple Social Action Projects (SAPs) to address health care, child marriage, and tax collection.

Mitara Akhter led the SAP on improving services at the local community clinic. She thinks that illnesses are more rampant in villages due to malnutrition and lack of hygiene, affecting menstruating girls and young mothers the most. *"The local clinic has no washroom for women, and even the compounder in the gynaecology section is a man. Women are reluctant to talk about private problems with men, and this must be addressed,"* says Mitara.

CSO leader Jahanara adds that they also worked on ensuring a reliable power supply in clinics for quality service. *"We organised rallies and discussion sessions to inform around 700 people that government clinics provide 29 types of medicine for free. Also, we advocated for reliable power and clean water supply at essential service facilities like clinics from the union chairmen,"* she mentions.

Another volunteer, Md Rafiqul Islam, led the SAP on ending child marriage. He said the Esho Kaj Kori Mahila Unnayan Samiti was the right organisation to combat child marriage since much of their efforts have revolved around women's empowerment. Mr. Islam's own sister had been married as a young teenager, prompting him to act. *"Women are most affected by child marriage. Both their mental and physical health is damaged,"* he said. He also described a drama skit he coordinated, which was staged for 2,000 community members to portray the negative effects of child marriage.

The CSO leader asserts that the performance drew a huge crowd as the marriage registrar, government officials, men, women, children, and health officials were invited to attend and participate in the discussion following the performance. *"We have experience in this matter. We know that child marriage can only be stopped if everyone is on board."*

Jahanara mentions that the P4D programme has allowed her small women-centred organisation to work with different people, and her volunteers have now become trained on government policies.

"I think it was a learning curve for all of us. We can all do better when it comes to improving social services."

এসো কাজ করি মহিলা উন্নয়ন সমিতি

২০০৫ সালে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ২১ জন নারীকে নিয়ে জাহানারা বেগম গড়ে তোলেন 'এসো কাজ করি মহিলা উন্নয়ন সমিতি'। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐ এলাকার নারীদের জীবনমান উন্নত করা।

"এখানকার বেশিরভাগ মহিলাই বেকার। আর্থিকভাবে তারা পুরোপুরি তাদের স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে তাদের সামাজিক স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই," বলছিলেন জাহানারা। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে নারীদেরকে আত্মনির্ভরশীল করতে এবং বাল্যবিবাহ রোধ করতে ১৫ বছর ধরে এ সমিতি পরিচালনা করছেন তিনি।

২০১২ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে সংগঠনের অনুমোদন লাভ করেন জাহানারা। এরপর সংস্থাটি প্রায় ১৫০০ নারীকে সেলাইয়ের পাশাপাশি কৃষিকাজ, মাছ চাষ ও গবাদিপশু পালনের প্রশিক্ষণ দেয়। এতে ঘরে ঘরে উপার্জনের হার বাড়তে থাকে। *"আমরা সরকারের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পে কাজ করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়ন। তাই আমরা এখানে হস্তশিল্পের কাজ শেখানোর ব্যবস্থাও করি।"*

পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সংস্থাটি। পিফরডির আওতায় এসো কাজ করি মহিলা সমিতি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, বাল্যবিবাহ ও কর সংগ্রহ বিষয়ক তিনটি সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনা করেছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এসএপিটি পরিচালনা করেছেন মিতারা আখতার। অপরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টিহীনতার কারণে গ্রামে অসুস্থতার হার অনেক বেশি। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিশোরী ও অল্প বয়সী মায়েরা। *"কমিউনিটি ক্লিনিকে মহিলাদের জন্য কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। এমনকি গাইনি ডাক্তারের কম্পাউন্ডারও একজন পুরুষ! ফলে, মহিলারা তাদের শারীরিক সমস্যার ব্যাপারে খোলামেলাভাবে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করেন। এসব সমস্যার সমাধান দরকার,"* বলছিলেন মিতারা।

জাহানারা জানান, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তারা কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবামান উন্নত করার কাজও করেন। *"আমরা র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। সেখানে ৭০০ মানুষকে সরকারি ক্লিনিকে বিনামূল্যে ২৯ ধরণের ওষুধ পাওয়ার কথা জানানো হয়। তাছাড়া, ক্লিনিকসহ গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের বিষয়ে আমরা স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করি।"* স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের বৈঠকগুলোতে অংশ নিয়ে নিজেদের প্রয়োজন তুলে ধরেন, সে গল্পও বললেন জাহানারা।

মো: রফিকুল ইসলাম নামের একজন স্বেচ্ছাসেবী বাল্যবিবাহ বিষয়ক এসএপি পরিচালনা করেন। তার মতে, এসো কাজ করি মহিলা উন্নয়ন সমিতি বাল্যবিবাহ নিয়ে কাজ করার উপযুক্ত সংগঠন। কারণ, তাদের বেশিরভাগ কাজই নারীর ক্ষমতায়ন কেন্দ্রিক। রফিকুলের বোনের বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। এ কারণে তিনি বাল্যবিবাহ বিরোধী এসএপি বেছে নেন। তিনি বলেন, *"মেয়েদের জীবনে বাল্যবিবাহ অনেক ক্ষতি করে।"* তিনি আরো জানান, বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। প্রায় ২০০০ মানুষ তা উপভোগ করে।

সমিতির সভাপতি জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নাটকটি দারুণ সাড়া ফেলে। সেখানে সরকারি কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মী, কাজী এবং নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল এলাকাবাসী আমন্ত্রিত ছিলেন। নাটক দেখার পাশাপাশি তারা বৈঠকও করেন। *"এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের বিশ্বাস, সমাজের সবাই মিলে কাজ করলে বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে।"*

জাহানারা জানান, পিফরডি প্রকল্প তাদের ছোট সংগঠনটিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। তাছাড়া, তাদের কর্মীরা এখন সরকারি নীতিমালার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত।

> *"আমি মনে করি, এটা আমাদের জন্য দারুণ শিক্ষণীয় ছিল। সমাজসেবামূলক কাজ করার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে।"*- জাহানারা বেগম

BATACHAYA SOMAJKALLYAN SAMITI

Diluar Hossain is a farmer by trade, but a committed social worker at heart. Back in 2001, Hossain and many other local youth decided to establish the local welfare organisation Batachaya Somajkallyan Samiti in Currenter-Bazar village of Sunamganj District to address some of the most pressing social issues that affect rural societies. *"Our goal is to systematically eradicate certain ills in our village like rampant child marriage, drug addiction, and unemployment,"* says Diluar Hossain.

In the last two decades, the small village-based civil society organisation (CSO) has influenced the lives of many villagers by providing livelihood and income generating training as well as contributing to improved education and social advancement. *"We have enabled 700 youth to make a living for themselves by teaching them how to farm vegetables or cattle. Women have learned how to tailor clothes from the organisation, and we also helped marginalised people buy rickshaws or vans for income generation,"* says Abdur Rashid, a carpenter and member of Batachaya Somajkallyan Samiti. The organisation also runs a primary school where children from low income families can study for free.

Diluar adds that the organisation's decision to focus on income generation and education naturally came from their goal to reduce child marriage. *"If a father earns more, he will be reluctant to let his daughter be married off for a better life. In the same way, an educated child will be considered an asset in the family which makes child marriage an unlikely choice."*

The CSO has been enlisted as a strategic partner for the EU-funded P4D programme to promote policies that ensure good governance at the micro-level. The organisation took on multiple Social Action Projects (SAPs) for the P4D project and covered issues such as waste management, child marriage, drug addiction, and community health care.

Amena Akhter, an elected member of the Union Council and one of the SAP volunteers, worked on waste management at Palash Union. She understands that proper waste management is crucial for maintaining good health in the community. *"Floods are common in Sunamganj. As a result, diarrhea, cholera, and other communicable diseases badly affect people's health. So, we launched Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) programmes at multiple primary schools,"* she says, adding that the organisation also held meetings with locals and government officials to advocate for the installation of proper drainage systems.

Another MAP volunteer, Hussain Bashir, worked on improving public services at community clinics. He worked on this issue as he thinks that health care services need improvement in the community. Bashir and his team held rallies and meetings involving citizens, health workers, and local leaders which made the community more aware of their health rights.

"Public healthcare is free for all. The government also provides 29 types of medicine for free. There are certain limits on charging patients, but these were not respected before. So, we put up Citizen's Charters, distributed leaflets, and told the public what they were entitled to."

Through these SAPs, the Batachaya Somajkallyan Samiti reached out to more than 900 people in Bishwambharpur Upazila. This was the organisation's first partnership with an international organisation, and CSO leader Diluar is very happy with the results.

"This was an entirely new experience for us as we got to work with both international partners and the government. More so, the SAPs were a new and positive experience for the citizens."

বটছায়া সমাজকল্যাণ সমিতি

পেশায় কৃষক হলেও দেলোয়ার হোসেন নিবেদিতপ্রাণ একজন সমাজকর্মী। ২০০১ সালে এলাকার কয়েকজন তরুণকে সাথে নিয়ে সুনামগঞ্জের কারেন্টের বাজার গ্রামে 'বটছায়া সমাজকল্যাণ সমিতি' নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। তারা গ্রামীণ জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক সমস্যাগুলো দূর করার সিদ্ধান্ত নেন। *"গ্রাম থেকে বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি ও বেকারত্বের মত সমস্যাগুলো কৌশলে দূর করাই আমাদের লক্ষ্য,"* বলছিলেন তিনি।

গত দুই দশকে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে বহু গ্রামবাসীর জীবন বদলে দিয়েছে সংগঠনটি। বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষনের দেয়ার পাশাপাশি তারা শিক্ষার প্রসার ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করেন। *"সবজি চাষ ও গরুর খামার করার প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা ৭০০ যুবককে স্বাবলম্বী করে তুলেছি। মহিলারা জামা-কাপড় সেলাই করা শিখেছেন। বেশ কয়েকজন গরিব মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে রিকশা বা ভ্যান কিনে দিয়েছি,"* বলছিলেন সংগঠনের গর্বিত সদস্য কাঠমিস্ত্রী আব্দুর রশীদ। তিনি জানান, তাদের সংগঠন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও পরিচালনা করে। সেখানে গরিব ছাত্রদেরকে বিনা বেতনে পড়ানো হয়।

দেলোয়ার জানান, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা। তাই তারা গ্রামবাসীর জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, *"যথেষ্ট টাকা-পয়সা আয় করা একজন বাবা উন্নত জীবনের আশায় মেয়েকে কম বয়সে বিয়ে দেবেন না। ঠিক একইভাবে, একজন শিক্ষিত সন্তান পরিবারের সম্পদ হিসেবে বেড়ে উঠবে। এতে সমাজে বাল্যবিবাহ বলতে কিছু থাকবে না।"*

সংস্থাটি পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। পিফরডির সাথে বটছায়া সমাজকল্যাণ সমিতি কমিউনিটি ক্লিনিক, বাল্যবিবাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও মাদকাসক্তি বিষয়ক সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) বাস্তবায়ন করেছে।

পলাশ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আমেনা আখতার। তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এসএপিটি পরিচালনা করেছেন। এলাকার মানুষকে সুস্থ রাখতে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরুরি বলে মনে করেন তিনি। *"সুনামগঞ্জ বন্যাপ্রবণ এলাকা হওয়ায় ডায়রিয়া, কলেরাসহ বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ এখানকার মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমরা বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন (ওয়াশ) প্রকল্পের কাজ করি।"* তিনি আরো জানান, সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তারা সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করেন।

মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার (এমএপি) হোসেন বশির কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে কাজ করেছেন। এলাকার স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল বলে মনে করেন তিনি। তাই তিনি এ সমস্যা নিরসনে কাজ করতে আগ্রহী হন। তিনি ও তার কর্মীবাহিনী স্থানীয় বাসিন্দা, স্বাস্থ্যকর্মী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কয়েকটি শোভাযাত্রা ও বৈঠকের আয়োজন করেন। ফলে, স্বাস্থ্যসেবার অধিকার নিয়ে এলাকাবাসী বেশ সচেতন হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, *"সবারই বিনামূল্যে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার আছে। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকার ২৯ ধরণের ওষুধ দিয়েছে। রোগীদের কাছ থেকে ফি নেয়ার ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। এসব অনেকেরই জানা ছিল না। তাই আমরা সিটিজেন চার্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণ করার পাশাপাশি জনগণকে তাদের প্রাপ্য সেবা সম্পর্কে জানানোর ব্যবস্থা করেছি।"*

এসএপিগুলোর মাধ্যমে বটছায়া সমাজকল্যাণ সমিতি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রায় ৯০০ মানুষের কাছে তাদের সেবা পৌঁছে দিয়েছে। সংস্থাটি এই প্রথমবারের মত কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছে। প্রকল্পের ফলাফলে দারুণ খুশি সমিতির সভাপতি দেলোয়ার।

"আমরা একই সাথে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সাথে কাজ করেছি। এটা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা। এই এলাকার মানুষের জন্যও এসএপিগুলো নতুন একটা অভিজ্ঞতা ছিল।" - দেলোয়ার হোসেন

BISHWAMBHARPUR RURAL DEVELOPMENT SOCIETY

Jannat Mariam, founder of the civil society organisation (CSO) Bishwambharpur Rural Development Society, turned into a successful entrepreneur when she decided that being a housewife was not fulfilling enough for her. Back in 2008, Mariam encouraged 30 women from Natunpara village of Sunamganj District to fund an organisation that would help women participate in the country's growing economy. *"I couldn't do it alone, so I decided to pitch the idea to 30 women in my neighbourhood. They helped me financially, and I executed my idea to open a capacity development centre for local women."*

By registering the organisation with the Department of Social Services, Women's Affairs and Youth Development, Mariam's institution paved the path of income generation and social development for more than 500 women. Since its inception, it has also curbed unemployment and malnutrition while raising primary school attendance in the village.

By working with government offices, BRAC, Helvetia, and other local corporations, the Bishwambharpur Rural Development Society has taught women how to raise cattle and poultry, grow GMO crops, and embroider complex designs on clothes. In addition to running a textile mill, Mariam has recently learned how to blow crystal ornaments from YouTube videos and plans to train a group of women on that as well. *"I have started a small-scale crystal blowing factory with the organisation's funds. I think the girls can make beautiful showpieces with proper training,"* says Mariam.

As part of the organisation's social services, around 500 women are annually trained on nutrition and breastfeeding at Bishwambharpur Upazila. Mariam's CSO has been enlisted as a strategic partner for the EU-funded Platforms for Dialogue (P4D) programme to promote policies that ensure good governance. The CSO has implemented multiple Social Action Projects (SAPs) for the P4D programme by focusing on issues like health services, tax collection, child marriages, and drug addiction. Mariam says she chose to work on reducing child marriages as her organisation believes that empowerment through education and employment can help curb this social problem. However, the other issues were new for her organisation.

Protima Rani, who led the SAP on improving public health care, tells a rather interesting story. *"When we went to survey the Basantapur community clinic, we realised the clinic was just present on paper, but it was never really constructed. Yet, the government documents say that the doctors are being paid, medicine is being delivered, and patients are being treated. Then where is the clinic?"* She adds that reducing corruption and mismanagement in the sector was their top priority.

By engaging elected leaders and citizens in multiple meetings on the issue, Protima Rani made people aware that certain medicine could be obtained for free and advocated for access to the power and water supply in hospitals. *"Women are affected the most by fragile health care systems. We suffer from gynaecological problems, and where can we go if the clinics don't work? So, we talked to around 400 women to make them aware of the problems,"* she says.

Another MAP volunteer, Badrul Islam, worked on the SAP focused on tax collection. He thinks that villagers are either reluctant to pay taxes or they are completely uninformed about the issue. *"Almost none of the villagers knew about taxes before we talked about it. We organised a tax fair where we made them understand how taxes are needed to develop roads, schools, hospitals, and other necessary infrastructure,"* says Badrul, adding that around 4 lakh taka were raised in the tax fair by working with Upazila tax officials.

CSO leader Mariam mentions that she believes all the SAPs were successful as the people were able to learn how to contribute to the development of their community as a whole.

"I know from my experience that small steps can make a big difference. People of Bishwambharpur Upazila can turn themselves into more efficient and aware citizens thanks to P4D's lessons."

বিশ্বম্ভরপুর রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

বিশ্বম্ভরপুর রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জান্নাত মরিয়ম। গৃহিণী থেকে একপর্যায়ে সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন তিনি। ২০০৮ সালে সুনামগঞ্জের নতুনপাড়া গ্রামের ৩০ জন নারীকে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন মরিয়ম। *"কাজটি আমি একা শুরু করতে পারতাম না। তাই আশেপাশের ৩০ জন মহিলাকে আমার পরিকল্পনা জানাই। তখন তারা আমাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন এবং আমি মহিলাদের জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করি।"*

সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত হয়ে মরিয়মের সংগঠন পাঁচ শতাধিক নারীর কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করে। ফলে, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি পুষ্টিহীনতা ও বেকার সমস্যা দূর হয়।

সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্র্যাক, হেলভেশিয়া ও বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংস্থাটি নারীদেরকে মুরগী ও গরুর খামার করা, জেনেটিকালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) ফসল উৎপাদন ও জামাকাপড় নকশা করার প্রশিক্ষণ দেয়। কাপড় সেলাইয়ের একটি কারখানা চালানোর পাশাপাশি মরিয়ম সম্প্রতি ইউটিউব থেকে ক্রিস্টাল বোয়িং শেখা শুরু করেন। স্থানীয় মহিলাদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনাও করেন তিনি। *"সংগঠনের তহবিল থেকে ছোট পরিসরে একটি ক্রিস্টাল বোয়িং কারখানা চালু করেছি। আমার মনে হয়, ঠিকমত প্রশিক্ষণ দিলে মেয়েরা অনেক সুন্দর শোপিস বানাতে পারবে।"*

সংগঠনের সামাজিক সেবার অংশ হিসেবে প্রতি বছর উপজেলার প্রায় ৫০০ জন নারীকে পুষ্টি ও স্তন্যদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সংস্থাটি পিফরডি প্রকল্পের কৌশলগত সহযোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে সংস্থাটি পিফরডির স্বাস্থ্য, কর সংগ্রহ, বাল্যবিবাহ ও মাদকাসক্তি বিষয়ক সোশ্যাল অ্যাকশন প্রজেক্ট (এসএপি) পরিচালনা করেছে। মরিয়মের সংগঠন বিশ্বাস করে, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিষ্ঠা করে বাল্যবিবাহের হার কমানো সম্ভব। তাই তিনি এই সামাজিক সমস্যাটি নিয়ে কাজ করেন। তবে, অন্য এসএপিগুলো তার সংগঠনের জন্য নতুন ছিল।

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক এসএপির পরিচালক প্রতিমা রানী। তিনি এক মজার গল্প শোনালেন, *"আমরা বসন্তপুরের কমিউনিটি ক্লিনিকে জরিপ করতে গিয়ে দেখি সেখানে আসলে কোন ক্লিনিকই নেই! শুধু কাগজে-কলমেই এই ক্লিনিকের অস্তিত্ব আছে। অথচ সরকারি কাগজপত্র অনুযায়ী, এই ক্লিনিকে ডাক্তারদের বেতন দেয়ার, ওষুধ সরবরাহ করার এবং রোগীদেরকে সেবা দেয়া হচ্ছে। তাহলে কোথায় সেই ক্লিনিক?"* তিনি আরো জানান, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল এই খাতের সব অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি দমন করা।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসীকে নিয়ে এ বিষয়ে কয়েকটি বৈঠক আয়োজন করেন প্রতিমা। তিনি সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে প্রাপ্য ওষুধ সম্পর্কে জানান এবং হাসপাতালে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ করার পক্ষে কথা বলেন। তিনি বলেন, *"ভঙ্গুর স্বাস্থ্যসেবার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নারীরা। আমরা নানারকম শারীরিক জটিলতায় ভুগি। ক্লিনিক চালু না থাকলে এসব অসুখ-বিসুখে আমরা কোথায় যাব? তাই এ ব্যাপারে সচেতন করতে আমরা প্রায় ৪০০ জন মহিলার সাথে কথা বলেছি।"*

কর সংগ্রহ বিষয়ক এসএপি নিয়ে কাজ করেছেন মাল্টি অ্যাক্টর পার্টনার (এমএপি) স্বেচ্ছাসেবী বদরুল ইসলাম। তার মতে, গ্রামের মানুষ হয় কর দিতে অনিচ্ছুক অথবা তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানেনা। *"আমরা জানানোর আগে কেউই কর দেয়ার ব্যাপারে কিছু জানতেন না। আমরা একটি কর মেলার আয়োজন করেছি। সেখানে আমরা লোকজনকে রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অন্যান্য অবকাঠামো তৈরিতে করের ভূমিকা বুঝিয়েছি।"* তিনি আরো জানান, এ কর মেলায় উপজেলা কর কর্মকর্তাদের সহায়তায় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা তোলা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মরিয়মের বিশ্বাস, তাদের প্রতিটি এসএপিই সমানভাবে সফল হয়েছে। এসএপিগুলোর মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু শিখেছে, যা পুরো এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।

> *"আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। পিফরডি থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাসিন্দারা আরো দক্ষ ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবেন।"* - মরিয়ম বিশ্বাস